ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

মার্চ ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯

এই বাজেট এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থনীতিকে

হাসমুখ আঢিয়া

এবারের বাজেট : একটি পর্যালোচনা

জে. ডি. আগরওয়াল

অগ্রাধিকার পেয়েছে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র

অনিল ভরদ্বাজ

পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাজেট প্রস্তাব

জি. রঘুরাম

বিশেষ নিবন্ধ

বাজেট এবং খাদ্য নিরাপত্তা

এম. এস. স্বামীনাথন

ফোকাস

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে সোচ্চার বাজেট

কে. শ্রীনাথ রেড্ডি

অন্যান্য নিবন্ধ

অনুন্নত জেলায় রূপান্তর কর্মযজ্ঞ

অমিতাভ কান্ত

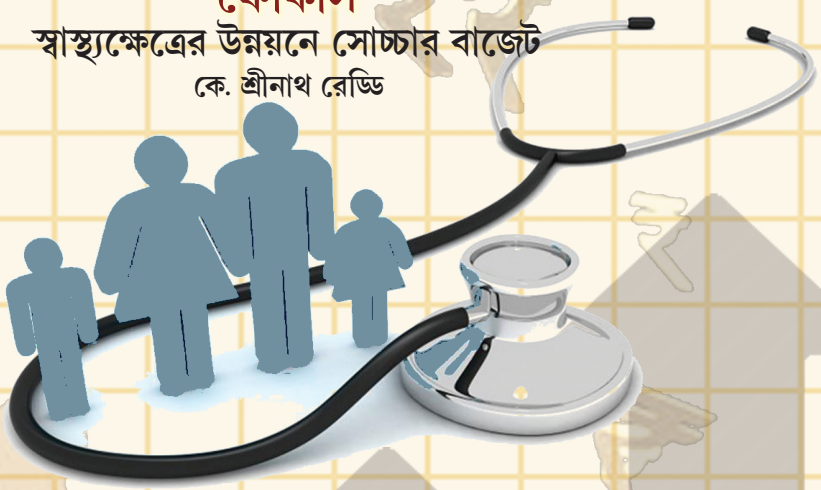

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

এই বাজেট কৃষক-বান্ধব, আমনাগরিক-বান্ধব, বাণিজ্য উপযোগী পরিবেশ সহায়ক ও বিকাশ সহায়ক : প্রধানমন্ত্রী

পয়লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

কৃষি থেকে পরিকাঠামো, এই বাজেটে সব ক্ষেত্রের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী #NewIndiaBudget

এই বাজেট কৃষক-বান্ধব, আমনাগরিক-বান্ধব, বাণিজ্য উপযোগী পরিবেশ সহায়ক ও বিকাশ সহায়ক, #NewIndiaBudget প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

#NewIndiaBudget 'দৈনন্দিন জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য' বৃদ্ধি করবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী

এই বাজেট গ্রামীণ ভারতের জন্য নতুন নতুন সুযোগ এনে দেবে; চাষিরা বিপুলভাবে উপকৃত হবেন : #NewIndiaBudget প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

উজ্জ্বলা যোজনার আওতাধীন গ্রামীণ মহিলার সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৮ কোটি করা হচ্ছে : #NewIndiaBudget-এ এই সুখবর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুনিশ্চয়তা উদ্যোগ 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা'-য় ব্যাপক পরিমাণে উপকৃত হবেন দরিদ্র মানুষজন : #NewIndiaBudget প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাপনের মান আরও উন্নত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে : #NewIndiaBudget প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

মার্চ, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- এই বাজেট এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থনীতিকে — ড. হাসমুখ আঢিয়া ৫
- এবারের বাজেট : একটি পর্যালোচনা — অধ্যাপক জে. ডি. আগরওয়াল ৯
- অগ্রাধিকার পেয়েছে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র — অনিল ভরদ্বাজ ১৫
- পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাজেট প্রস্তাব — জি. রঘুরাম ১৮
- কেন্দ্রীয় বাজেট : বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরির প্রয়াস — দানিশ এ. হাসিম, বর্ষা কুমারী ২২
- কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি এবং কৃষক অনুসঙ্গ — ড. জে. পি. মিশ্র, শিবালিকা গুপ্ত ২৭
- ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডিজিটাল বোর্ড : শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের প্রভাব — কিরণ ভাট্টি ৩২
- কেন্দ্রীয় বাজেট : জোর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে — ড. রণজিৎ মেহতা ৩৫
- এবারের বাজেট ও নারী ক্ষমতায়ন — ড. শাহিন রাজি ৩৮
- এই বাজেট বয়স্কদের কতটা উপকারে আসবে? — সুমতি কুলকার্নি ৪৩
- দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা গড়তে বাজেট প্রস্তাবে কিছু উদ্যোগ — রমেশ কুমার যাদব, রোহিত দেও ঝা ৪৬

বিশেষ নিবন্ধ

- বাজেট এবং খাদ্য নিরাপত্তা — অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন ৫১

ফোকাস

- স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে সোচ্চার বাজেট — কে. শ্রীনাথ রেড্ডি ৫৪

অন্যান্য নিবন্ধ

- অনুন্নত জেলায় রূপান্তর কর্মযজ্ঞ — অমিতাভ কান্ত ৫৮
- লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন — অনিন্দ্য ভুক্ত ৬৫

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৬৮
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৭০
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৭১
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৮৫
- উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— ৮৬

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আমজনতার বাজেট

নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার পেছনে কোনও রাষ্ট্রের বাজেটের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন খাত থেকে কতটা কী আয় হতে পারে তার হিসাবনিকাশ কষা, এবং সেই অনুযায়ী ব্যয়ের খতিয়ান তৈরি; রাষ্ট্রের হয়ে এই কাজটা করে থাকেন বিচক্ষণ প্রশাসকরা। সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাতে সাধারণ মানুষকেও আয় বুঝে ব্যয় করার জন্য একটা বাজেট তৈরি করে নিতে হয়। সেখানে যেমন শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য আকস্মিক ব্যয়, সংসারের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, রাষ্ট্রের বাজেট প্রস্তাব তৈরির সময়ও একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। দেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে এটাই বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের শেষ পূর্ণ বাজেট। সরকার ২০১৮-'১৯ অর্থবছরের এই কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রস্তাবে বিভিন্ন খাতে অর্থবরাদ্দের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট। যাতে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে কর্মসূচি পরিকল্পনা করা তথা তহবিল বরাদ্দ করা যায়।

জনসংখ্যার সিংহভাগ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এখনও কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল এমন এক রাষ্ট্রে কৃষককল্যাণ যেকোনও সরকারের অ্যাজেন্ডার একেবারে উপরের সারিতে ঠাঁই পায়। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারও তাই কৃষিক্ষেত্রে বাজেটীয় বরাদ্দের সময় কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কারে প্রভূত জোর দিয়েছে। একগুচ্ছ সুস্পষ্ট উদ্যোগ গ্রহণের সূত্রে কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। টম্যাটো, পেঁয়াজ ও আলুর মতো তিনটি মুখ্য সবজি-জাতীয় শস্যের দামের ব্যাপক ওঠাপড়াজনিত সংকট মোকাবিলায় 'অপারেশন গ্রিন'; খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়কমূল্য দেড় গুণ বৃদ্ধি; ২২ হাজার গ্রামীণ হাটকে গ্রামীণ কৃষি বাজার (GrAMs)-এ উন্নীত করা; চাষিদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা এসবই হল উল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম।

কৃষককল্যাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আরেকটি ক্ষেত্র হল গ্রামোন্নয়ন। বাজেটে এই ক্ষেত্রটিও বেশ ভালোরকম গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিকাশ এবং গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেট প্রস্তাবে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসের সংস্থান করার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এক কোটি বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় অতিরিক্ত আরও ২ কোটি শৌচাগার বানানোর প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে বাজেটে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উদ্দীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে সবচেয়ে উপরের সারিতে রেখে সৌভাগ্য যোজনা এজন্যই নেওয়া হয়েছে, যাতে করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে তার সুফল পৌঁছে দেওয়া যায়। গত বছরের তুলনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১৪০০ কোটি টাকা করা; মৎস্যচাষ ও গবাদি পশুপালন খামার খাতের জন্য তহবিল গঠন, জাতীয় বাঁশ মিশনের খোলনলচে বদলে নবরূপ দান ইত্যাদি সব উদ্যোগেরই মোদ্দা কথাটা হল, সরকারের তরফে কৃষকের উপার্জন বৃদ্ধিতে জোর তথা গ্রামীণ সহযোগী ক্ষেত্রে উদ্যোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি।

বাজেটে বেশ ভালোমতো গুরুত্ব পেয়েছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়টিও। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য পরির্যা সুরক্ষা প্রকল্প হিসাবে পরিচালিত হওয়ার দাবিদার 'জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প' (NHPS) স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টিকে মঞ্চের মধ্যমণি করে তুলেছে। দেশের ১০ কোটি গরিব ও অসুরক্ষিত পরিবারের সদস্যরা এই প্রকল্পের দৌলতে হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে বিমার ছত্রচ্ছায়ায় আসবেন। অন্যদিকে 'আয়ুষ্মান ভারত' কর্মসূচি আনা হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয় করে দেশজুড়ে দেড় লক্ষ 'হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার' গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে।

শিক্ষাক্ষেত্রে, জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত বাচ্চাদের তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেই সেরা মানের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের সংস্থান করে দিতে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। এ এক অত্যন্ত তারিফযোগ্য পদক্ষেপ। 'প্রধানমন্ত্রী রিসার্চ ফেলো' (PMRF) নামে এক নতুন প্রকল্প আনা হয়েছে। এক হাজার জন সেরা বি.টেক. ছাত্র-ছাত্রীকে আই.আই.টি. এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এ পি.এইচ.ডি. করার জন্য মোটা অঙ্কের ফেলোশিপ দেওয়া হবে।

প্রবীণ নাগরিকদের সসম্মানে জীবন কাটানোর জন্য সংস্থান করে দিতে এই বাজেটে কিছু ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে সঞ্চিত অর্থের মাধ্যমে সুদবাবদ আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিমা প্রিমিয়াম এবং চিকিৎসা খাতে ব্যয়ে ছাড়ের সীমা ৩০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনার মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে ৮ শতাংশ হারে সুনিশ্চিত রিটার্নের সংস্থান রাখা হয়েছে। আগে এই বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। এই সুযোগ মিলবে ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত।

MSME ক্ষেত্রকে বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে বর্ণনা করে বাজেটে সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের প্রতি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা, মূলধন ও সুদে ভরতুকি এবং উদ্ভাবনা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৭৯৪ কোটি টাকা। এই পদক্ষেপের দৌলতে দ্রুত তরুণদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং স্বরোজগারের সুযোগসুবিধার প্রসার ঘটবে।

'ব্যবসা সহায়ক পরিমণ্ডল' গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকার দেশের নাগরিকদের জন্য 'স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন'-এর বিষয়টির উপরও বেশ জোর দিয়েছে। মোদ্দা কথাটা হল এবারের বাজেটে, অর্থনীতির যেসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, সেগুলির সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।❑

এই বাজেট এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থনীতিকে

ড. হাসমুখ আটিয়া

বিমুদ্রীকরণ এবং পণ্য ও পরিষেবা কর চালু। এই দুই সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞের অনুকূল প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ করছে ভারতীয় অর্থনীতি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই পেশ করা হল এই বাজেট প্রস্তাব। এ এমন এক সময়, যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় সূচক ঊর্ধ্বমুখী দিক নির্দেশ করছে। এই বাজেট প্রস্তাব সেই প্রবণতার উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধির যে লক্ষ্য রয়েছে ভারতের, সেজন্য উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এই বাজেট।

বহু দিক থেকেই ২০১৮-'১৯ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট অনন্য। গত দু'বছরে সরকার দু'টি বড়োমাপের কাঠামোগত সংস্কারসাধনের পথে হেঁটেছে। বিমুদ্রীকরণ এবং পণ্য ও পরিষেবা কর চালু। এই দুই সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞের অনুকূল প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ করছে ভারতীয় অর্থনীতি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই পেশ করা হল এই বাজেট প্রস্তাব। এ এমন এক সময়, যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় সূচক ঊর্ধ্বমুখী দিক নির্দেশ করছে। এই বাজেট প্রস্তাব সেই প্রবণতার উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধির যে লক্ষ্য রয়েছে ভারতের, সেজন্য উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এই বাজেট।

আগেকার অন্যান্য বাজেটের তুলনায় এবারের বাজেট প্রস্তাব বহু নিরিখেই ভিন্নতর। এ বাজেটের এক অন্যতম মূল লক্ষ্য কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি খাতে আরও বেশি অর্থ ব্যয়। যাতে করে কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ছাড়াও এর ফলস্বরূপ পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টির সূত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিসর প্রসারিত হয়। এই বাজেট প্রস্তাবে সিংহভাগ অর্থ গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এবারের বাজেটে গ্রামীণ জীবিকা কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির আওতায় মূলত মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা/পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ সাহায্য জোগানো হয়; আর্থিক অনুদান, ব্যাঙ্ক ঋণ ইত্যাদি নানাভাবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং গবাদি পশুপালন/খামার পরিচালন খাতেও বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। খামার পরিচালন ক্ষেত্রের সহযোগী কর্মকাণ্ডের ডালপালা বিস্তারে একদিকে তা যেমন সহায়ক হবে; পাশাপাশি প্রাথমিক কৃষিজ পণ্যে মূল্য সংযুক্তিতেও তার সুফল মিলবে। টম্যাটো, পেঁয়াজ ও আলু (Tomato, Onion, Potato বা TOP) এই তিনটি মুখ্য সবজি জাতীয় শস্যের দামের ওঠাপড়াজনিত সংকট কাটিয়ে উঠতে 'Operation Green' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষেত্রে এর আগে 'Operation Flood' নামক প্রকল্পটি চালু করে বেশ ভালোমতো সুফল পাওয়া গিয়েছিল। সেই প্রকল্পটির ধাঁচেই কাজ করবে, এই অপারেশন গ্রিন প্রকল্প। প্রাথমিকভাবে অপারেশন গ্রিন খাতে ধার্য করা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত উল্লিখিত তিন ধরনের সবজি ফলনের পর তা খোলা বাজারে গ্রাহক বা ক্রেতার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত গোটা পর্বে বিভিন্ন জায়গায় মজুত করা হয়। বিভিন্ন ধাপের এই মজুতকেন্দ্রগুলির পরস্পরের মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপন তথা উল্লিখিত শস্যগুলি

[লেখক অর্থসচিব, ভারত সরকার]

যথাযথভাবে পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় গুণমান বিশিষ্ট যানবাহনের সংস্থান করতে ব্যয় করা হবে এই অর্থ। প্রয়োজনমতো এসব শস্যের মজুত ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আরও নতুন নতুন ইউনিট খোলা হবে। উৎপাদক চাষিদের সংস্থার (Farmers Producer Organizations, FPO) যে নেটওয়ার্ক আছে, একাজের জন্য তাদের সাহায্য নেওয়া হবে। ঘটনাচক্রে, এবারের বাজেটেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, এরকম উৎপাদক চাষিদের কোম্পানিগুলি, যাদের বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ একশো কোটি টাকা পর্যন্ত, আয়কর ছাড় পাবে। এই ঘোষণার দৌলতে, খামারজাত ফসল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকারের এবারের বাজেট প্রস্তাব গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য দরাজ হস্ত। কর্মসংস্থানের নিরিখে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ফলে ৩২১ কোটি শ্রম দিবস তৈরি হবে। ৫১ লক্ষ নতুন গ্রামীণ আবাস তৈরি হবে। এছাড়াও ১ কোটি ৮৮ লক্ষ নতুন শৌচাগার, ৩ কোটি ১৭ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ সড়ক তৈরি হবে। তথা কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বঞ্চিত ১ কোটি ৭৫ লক্ষ গ্রামবাসী পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯-এর দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে জোর। শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি এবং শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের গুণমান বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'Supplementary Learning' বা অতিরিক্ত শিক্ষণের/পঠন-পাঠনের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এক মহতী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ছে চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, AIIMS-ও। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগামী চার বছরে মূলধনী ব্যয় হবে এক লক্ষ কোটি টাকা। এই অর্থের সিংহভাগই আসবে বাজেটের বাইরে অন্যান্য সূত্র থেকে।

বাজেট ২০১৮-'১৯

এক ঝলকে বাজেট : গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান

কোটি টাকার হিসাবে	২০১৬-১৭ প্রকৃত পরিসংখ্যান	২০১৭-১৮ বাজেট অনুমান	২০১৭-১৮ পরিবর্তিত অনুমান	২০১৮-১৯ বাজেট অনুমান
রাজস্ব আয়	১৩,৭৪,২০৩	১৫,১৫,৭৭১	১৫,০৫,৪২৮	১৭,২৫,৭৩৮
মূলধনী আয়*	৬,০০,৯৯১	৬,৩০,৯৬৪	৭,১২,৩২২	৭,১৬,৪৭৫
মোট আয়	১৯,৭৫,১৯৪	২১,৪৬,৭৩৫	২২,১৭,৭৫০	২৪,৪২,২১৩
মোট ব্যয়	১৯,৭৫,১৯৪	২১,৪৬,৭৩৫	২২,১৭,৭৫০	২৪,৪২,২১৩
রাজস্ব ঘাটতি	৩,১৬,৩৮১	৩,২১,১৬৩	৪,৩৮,৮৭৭	৪,১৬,০৩৪
প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি	১,৫০,৬৪৮	১,২৫,৮১৩	২,৪৯,৬৩২	২,২০,৬৮৯
রাজকোষ ঘাটতি	৫,৩৫,৬১৮	৫,৪৬,৫৩১	৫,৯৪,৮৪৯	৬,২৪,২৭৬
প্রাথমিক ঘাটতি	৫৪,৯০৪	২৩,৪৫৩	৬৪,০০৬	৪৮,৪৮১

*বাজার স্থিতিশীলতা প্রকল্পের আয় ব্যতীত

> *"আগেকার অন্যান্য বাজেটের তুলনায় এবারের বাজেট প্রস্তাব বহু নিরিখেই ভিন্নতর। এ বাজেটের এক অন্যতম মূল লক্ষ্য কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি খাতে আরও বেশি অর্থ ব্যয়। যাতে করে কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ছাড়াও এর ফলস্বরূপ পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টির সূত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিসর প্রসারিত হয়। এই বাজেট প্রস্তাবে সিংহভাগ অর্থ গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এবারের বাজেটে গ্রামীণ জীবিকা কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে।"*

বাজেট প্রস্তাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহতী প্রকল্প 'আরোগ্য ভারত'-এর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় পড়ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য 'Wellness Center' প্রকল্প এবং প্রতিটি BPL বা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবারের জন্য হাসাপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাকালীন চিকিৎসাব্যয় মেটাতে ৫ লক্ষ টাকা বিমা কভারেজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প। এই কর্মসূচির ছত্রচ্ছায়ায় আসবে দেশের দশ কোটি পরিবার। এর অর্থ, অন্তত ৫০ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের দৌলতে উপকৃত হবেন। তালিকাভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে একটি পয়সাও পকেট থেকে খরচ না করে এইসব মানুষজন প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার হকদার হবেন। কোনও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের ক্যানসার, হৃদপিণ্ডের অসুখ, বৃক্ক খারাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির মতো ব্যয়বহুল মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় সরকার যে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে

এক নজরে বাজেট ২০১৮-'১৯

- বেশিরভাগ রবি শস্যের মতোই সব অঘোষিত খরিফ শস্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তার উৎপাদন ব্যয়ের দেড় গুণ হবে; ২০১৪-'১৫ সালের সাড়ে আট লক্ষ কোটির থেকে বাড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণের জন্য বরাদ্দ এগারো লক্ষ কোটি টাকা করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলের ২২ হাজার হাট 'গ্রামীণ কৃষি বাজার'-এ উন্নীত করা হবে।
- কৃষক ও ক্রেতা, উভয়েরই সুবিধার কথা মাথায় রেখে টমেটো, পেঁয়াজ ও আলুর দামে ব্যাপক হারে ওঠা-নামার ওপর লাগাম টানতে 'Operation Greens'-এর সূচনা করা হল।
- মৎস্যচাষ ও পশুপালনের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার দু'টি নতুন তহবিল ঘোষণা করা হল; নবকলেবরে 'জাতীয় বাঁশ মিশন'-এর জন্য ১২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমাণ গত বছরের সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা থেকে ২০১৯ সালে বেড়ে ৭৫ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে।
- নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আরও বেশি করে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে উজ্জ্বলা, সৌভাগ্য ও স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি উপজাতি অধ্যুষিত ব্লকে উপজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য একলব্য আবাসিক স্কুল খোলা হবে। তপশিলি জাতির কল্যাণের জন্য গড়া তহবিলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি।
- বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সূচনা—দশ কোটি দরিদ্র পরিবার এর আওতাভুক্ত, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা বাবদ খরচের ঊর্ধ্বসীমা পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
- রাজকোষ ঘাটতি বর্তমানে ৩.৫ শতাংশ, ২০১৮-'১৯-এর জন্য আনুমানিক ৩.৩ শতাংশ।
- পরিকাঠামোর জন্য ৫.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ; দশটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল 'Iconic' তকমা দিয়ে উন্নীত করা হবে।
- Artificial Intelligence (AI) সংক্রান্ত জাতীয় প্রকল্পের সূচনা করবে নীতি আয়োগ; Robotics, AI, Internet of Things, ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিলগ্নীকরণের পরিমাণ ৭২,৫০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে এক লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
- সোনাকে 'asset class'-ভুক্ত করতে সামগ্রিক নীতি রূপায়িত হচ্ছে।
- উৎপাদক কৃষক কোম্পানি বা Farmer Producer Company হিসেবে নিবন্ধীকৃত কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে যেসব সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে বার্ষিক মুনাফা একশো কোটির কম, তাদের একশো শতাংশ কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- ৮০-জেজেএএ ধারা অনুসারে, নতুন কর্মচারীদের মাইনেপত্রের ওপর যে ৩০ শতাংশ কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়, কর্মসংস্থান বাড়াতে জুতো ও চর্ম শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিযুক্তির নিয়ম শিথিল করে সেই মেয়াদ (সাধারণত অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য ২৪০ দিন) কমিয়ে ১৫০ দিন করা হবে।
- যেসব কোম্পানির ব্যবসা ৫০ কোটি টাকার কম ছিল, সেগুলিকে ২৫ শতাংশ 'কর্পোরেট কর' দিতে হ'ত; অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলিকে বাড়তি সুবিধা দিতে ২০১৬-'১৭ সালে যেসব কোম্পানিগুলির ব্যবসার অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকার কম, তাদেরও করের এই কম হারের আওতায় আনা হবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- যাতায়াত এবং চিকিৎসা খরচ বাবদ প্রাপ্যের জন্য যে কর ছাড়া মিলত, তার বদলে 'স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন' বাবদ বছরে ৪০ হাজার টাকার কর ছাড়; এতে লাভবান হবেন প্রায় আড়াই কোটি চাকুরিজীবী ও পেনসনভোগী।
- প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ সুযোগসুবিধা—ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে জমা রাখা টাকার ওপর প্রাপ্য সুদের ক্ষেত্রে আয়করে ছাড়ের জন্য ঊর্ধ্বসীমা দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হবে; ১৯৪এ ধারা অনুযায়ী, উৎসে কর বাবদ কোনও টাকার অঙ্ক কাটার প্রয়োজন নেই; সব ধরনের স্থায়ী আমানত ও অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা প্রযোজ্য। ৮০ডি ধারা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম বা চিকিৎসা ব্যয় বাবদ খরচ হওয়া টাকার ওপর করে ছাড় পাওয়া যায়, সেই অঙ্ক তিরিশ হাজার টাকা থেকে বড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হবে; ৮০ডিডিডিবি ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েকটি জটিল রোগের চিকিৎসা বাবদ খরচ হওয়া টাকার অঙ্কের ওপর করে ছাড় পাওয়া যায়, সেই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে এবার সব প্রবীণ নাগরিকের জন্যই এক লক্ষ টাকা করা হবে (আগে আশি ঊর্ধ্ব নাগরিকদের ক্ষেত্রে যা ছিল আশি হাজার টাকা ও তার চেয়ে কমবয়সী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ষাট হাজার টাকা)। প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনায় বিনিয়োগ করার জন্য সময়সীমা ২০২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হবে; বর্তমানে লগ্নি করা যায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত, সেই সীমা বাড়িয়ে পনেরো লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের অঙ্ক এক লক্ষ টাকা ছাড়ালে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে, মিলবে না indexation-এর সুবিধা। অবশ্য ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত পাওয়া লাভের টাকার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হবে।
- ইক্যুয়িটি-র সঙ্গে যুক্ত মিউচুয়াল ফান্ডের distributed income-এর ওপর নতুন কর বসানো হবে।
- ব্যক্তিগত আয়কর ও কর্পোরেশন করের ওপর লাগু সেস-এর হার ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হবে।
- প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ বানাতে সারা দেশজুড়ে E-assessment বা বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় কর মূল্যায়ন চালু করা হবে, যাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা মুখোমুখি দেখাসাক্ষাতের কোনও প্রয়োজন না পড়ে।

আছে, সেই নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে গরিব মানুষজনকে এই কর্মসূচির দৌলতে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করতেও ২০১৮-'১৯ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবে বেশ কিছু ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থনীতির এই ক্ষেত্রের দৌলতেই মূলত চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকার ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উদ্যোগপতিরা নতুন চাকরির সুযোগ করে দিলে, মজুরি প্রদান খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, তার ১২ শতাংশ বহন করবে সরকার। এবং তা করা হবে, এই উদ্যোগপতিদের জন্য আয়কর আইনের ছাড়ের আওতায় নতুন চাকরি প্রদানের মজুরি বাবদ প্রদত্ত অর্থের ৩০ শতাংশ ছাড়ের যে সংস্থান রয়েছে তার অতিরিক্ত হিসাবে। বস্ত্র ও চর্ম শিল্পক্ষেত্রের জন্য এবারের বাজেটে আরও বেশ কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধার সংস্থান রাখা হয়েছে। পরিকাঠামোর বিকাশে সরকার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সড়ক, রেল এবং শহরাঞ্চলের চালু পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি তথা এসংক্রান্ত নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হলে সেই খাতে মূলধন জোগানো হবে উল্লিখিত পরিকল্পনার আওতায়। অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ হিসাবে এবং ঋণদানের মাধ্যমে জোগানো হবে এই মূলধন। আগামী বছরে পরিকাঠামো খাতে মোট ৫.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে এই খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪.৯৪ লক্ষ কোটি।

পণ্য ও পরিষেবা কর চালুর সূত্রে অর্থনীতির উপর নেমে আসা পালাবদলের অভিঘাত কাটানোর পর্ব চলছে এখনও। পরোক্ষ করের দৌলতে কতটা কী রাজস্ব আদায় হবে তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। তা সত্ত্বেও এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজস্ব সংহতির (Fiscal Consolidation) লক্ষ্যে এবং রাজস্ব আদায়ের পথ মসৃণ করতে একটি অত্যন্ত বিচক্ষণ পথের দিশা নির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের জন্য রাজকোষ ঘাটতির সংশোধিত হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র ৩.২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে GDP-র ৩.৫ শতাংশ। আগামী বছরের জন্য এই হার ধরা হয়েছে GDP-র ৩.৩ শতাংশ। পরবর্তী দু' বছরে (যদি সম্ভব হয়, এক বছরেই) তা ৩ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে, বিমুদ্রীকরণ এবং পণ্য ও পরিষেবা করের সুফলের অনুকূল প্রভাব সূত্রে, আগামী বছরের জন্য মেপেঝুপে যে রক্ষণশীল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে, তার তুলনায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আর যদি সেরকম হয়ে যায়, সরকারি কর্মসূচিগুলিতে অর্থলগ্নির জন্য আরও বেশি অর্থের সংস্থান হবে।

সার্বিকভাবে, এবারের বাজেটের মোদ্দা কথা হল বিকাশ। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম এবারের বাজেট। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।❑

"কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯-এর দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে জোর। শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি এবং শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের গুণমান বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'Supplementary Learning' বা অতিরিক্ত শিক্ষণের/পঠন-পাঠনের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এক মহতী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ছে চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, AIIMS-ও। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগামী চার বছরে মূলধনী ব্যয় হবে এক লক্ষ কোটি টাকা। এই অর্থের সিংহভাগই আসবে বাজেটের বাইরে অন্যান্য সূত্র থেকে।"

এবারের বাজেট : একটি পর্যালোচনা

অধ্যাপক জে. ডি. আগরওয়াল

অর্থমন্ত্রী এই বাজেট তৈরি করতে চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মোদ্দাকথায়, বাজারচালিত অর্থনীতি থেকে এ বাজেটের উত্তরণ ঘটেছে সমাজকল্যাণ মুখীনতায়। এ পরিবর্তন অবশ্যই স্বাগত। এই রূপান্তরের ফলে, দেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের দিকে সরকার খেয়াল রাখবে। ২০১৮-'১৯ বাজেট জনমুখী, প্রগতিশীল, সুষম ও সাধারণ দস্তুর থেকে ভিন্ন ধাঁচের। আশা করা যায়, এ বাজেট মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নজর দেবে। কৃষি, গ্রামের উন্নয়ন, শিক্ষা, রুজি-রোজগার, লগ্নির উপর মনোযোগ দিয়ে বাজেটটি বিকাশমুখী বলে প্রমাণিত হবে।

দেশের চলতি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০১৮-'১৯ বাজেটের বিশ্লেষণ করা দরকার। সরকার গত চার বছর যাবৎ বেশ কিছু বড়োসড়ো কাঠামোগত সংস্কার করায় ২০১৭-'১৮-তে প্রকৃত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে ৬.৭৫ শতাংশ। ২০১৮-'১৯-এ তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫ শতাংশ হওয়ার আশা। আমরা দেখেছি, ২০১৬-তে বিমুদ্রায়ন বা বড়ো নোট বাতিল, ২০১৭-র জুলাইয়ে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু, নয়া দেউলিয়া বিধি, আধার কার্ড, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ব্যাপারে কড়াকড়ি শিথিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে মজবুত করতে ৮৮ হাজার কোটি টাকা পুঁজি ঢালা এবং বিশেষত এবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিকাশের হার বৃদ্ধি। জিনিসপত্রের দাম তেমন একটা না চড়া (মুদ্রাস্ফীতি ৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম), সমষ্টিগত অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, ৭.২ শতাংশ বিকাশ বৃদ্ধি, বিদেশি মুদ্রা জমার অঙ্ক ১৪.১ শতাংশ বেড়ে ৪০,৯৪০ কোটি ডলার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বেচে (বিলগ্নীকরণ) ১ লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান। সরাসরি উপকার হস্তান্তর (ডিবিটি)-এর ভিত্তি হিসেবে আধারকে কাজে লাগানোর সুবাদে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বাঁচানো। এসব নির্দেশকের কয়েকটি ভারতীয় অর্থনীতির এলেম তুলে ধরে। আর একথা তো নির্ভেজাল সত্যি, সাফল্যের নিরিখে চলতি সময়ে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম সেরা। বিমুদ্রায়ন এবং পণ্য ও পরিষেবা কর ইত্যাদি বিকাশ বৃদ্ধি এবং সমষ্টিগত অর্থনীতির অন্যান্য মাপকাঠির ক্ষেত্রে খুব একটা প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারসাম্য মোটামুটি বজায় রাখা গেছে।

ভারতীয় অর্থনীতির সামনে অবশ্য খাড়া আছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ। ২০১৬-'১৭-এ ২৭.৫৭ কোটি টন খাদ্যশস্য এবং ৩০ কোটি টন ফল ও শাকসবজি উৎপাদন সত্ত্বেও কৃষিতে বিকাশ বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.১ শতাংশ। চাষিদের আয় বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাচিন্তাকে রূপদান, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান, লগ্নি ও রপ্তানিতে মদত, গরিবি কমানো এবং গ্রামে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিস্তারের মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এসব চ্যালেঞ্জ তো আছেই। এছাড়া, আর এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অনুৎপাদক সম্পদের বিপুল বোঝা এবং আরও পুঁজি ঢালা।

এই বাজেট তৈরি হয়েছে গত চার বছরের কাঠামোগত সংস্কার ও সাফল্যের প্রেক্ষিতে এবং অর্থনীতির আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলি মাথায় রেখে। কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অতিক্ষুদ্র-ছোটো-মাঝারি সংস্থা এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্র মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রীর মিশন মাথায় রেখে বাজেটটি প্রস্তুত করা হয়।

[লেখক Indian Institute of Finance-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তথা নির্দেশক ও অধ্যাপক এবং Finance India-র প্রধান সম্পাদক। ই-মেল : jda@iif.edu]

অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজস্ব ক্ষেত্রে সংহতি

এ-বছরের বাজেট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত আড়াই লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি। ৮ শতাংশ বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য অর্থমন্ত্রীর এক সঠিক পদক্ষেপ। তার আশা, ২০১৮-'১৯-এ বিকাশ হার দাঁড়াবে ৭.২-৭.৪ শতাংশ। আগামী অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশি বিকাশের দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম হওয়াটা অব্যাহত থাকবে। 'ভারতে বানাও কর্মসূচি'-কে হাতিয়ার করে, কৃষি ও শিল্পে কঙ্ক্ষিত বিকাশের জন্য অর্থমন্ত্রী বাজেটে সংস্থান রেখেছেন।

সরকারি কোষ (অনেকে বলে থাকেন রাজকোষ) ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮.২ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়ে আসছে অর্থমন্ত্রীর কাছে। ২০১০ সালের ৬.৪ শতাংশ থেকে এই ঘাটতি নামিয়ে আনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরে। সরকারি কোষ ঘাটতি কমানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সুবাদে, আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থার সূচকে গত বছর ভারতের রেটিং বেড়েছে। এই উন্নত রেটিং বা ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা বৃদ্ধি, সহজে ব্যবসা করা, খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি এবং অন্যান্য কাঠামোগত সংস্কার উদ্দীষ্ট বিকাশ হার অর্জনে সাহায্য করবে।

গরিবি হঠানোর লক্ষ্য পূরণে, গ্রামাঞ্চলে রুজিরোজগারের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজকল্যাণ প্রকল্প খাতে ১৪.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ এক সঠিক পদক্ষেপ। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে তুলে আনতে এবং বিকাশ ও কাঠামোগত পরিবর্তনের সুফল চাষি, গরিব ও সমাজের অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণির নাগালে এনে দিতে, বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে। চলতি বাজেট এসব ক্ষেত্রে আরও সহায়ক হবে।

কৃষি ও গ্রামের অর্থনীতি

ভারতের অর্থনীতি আজও কৃষি-নির্ভর। ৪৯ শতাংশের মতো মানুষ চাষবাসে নিয়োজিত। গ্রাম ভারতই আজও এদেশের পরিচয়, অধিকাংশ মানুষের বাস গাঁ-গঞ্জে। আগে একের পর এক সরকার কৃষি এবং

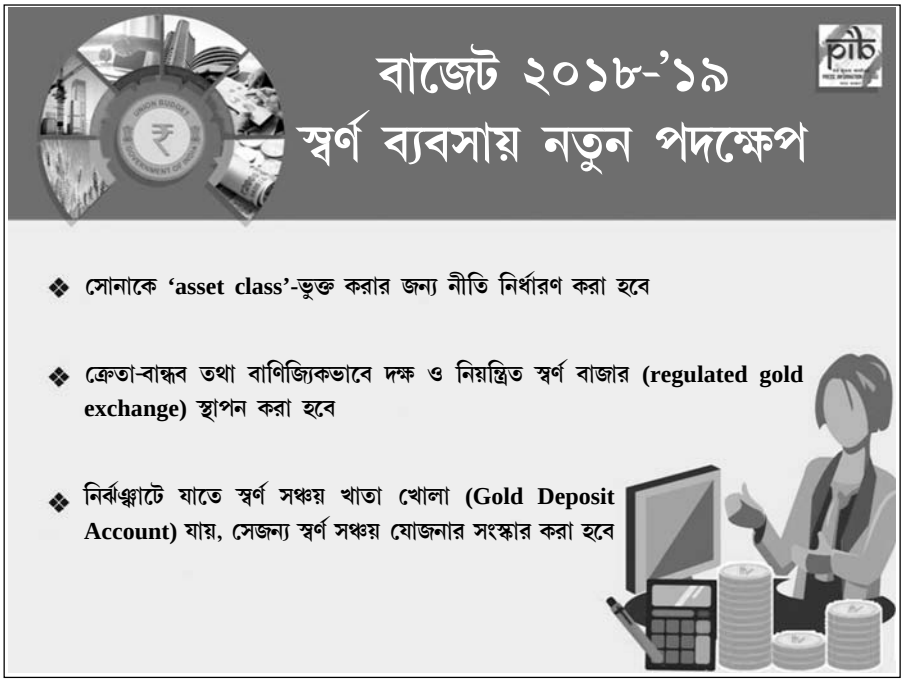

গ্রামোন্নয়নে জোর দেওয়ার চেষ্টা চালালেও, চাষের কাজে নিযুক্ত লোকজন ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের এখনও নুন আনতে পান্তা ফুরনো দশা। সুযোগসুবিধে তাদের বরাতে জোটে না তেমন একটা। এদের জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা-সহ গ্রামীণ ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া চাই। কৃষি ও গ্রামের অর্থনীতিকে মজবুত করার দিকে জোর দিয়ে ন্যায্য কাজ করেছেন অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী চান, ২০২২ সাল নাগাদ বর্তমানের তুলনায় চাষির আয় দ্বিগুণ বাড়ানো। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের সঙ্গে তালমিল রেখে, কম খরচে বেশি ফলন এবং বাড়তি রোজগারে চাষিকে সাহায্য করার জন্য অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য চাষিকে তার ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া জরুরি। চাই বাজারের সঙ্গে তাকে শামিল বা যুক্ত করাও।

এটা মাথায় রেখে, অর্থমন্ত্রী ২৩-টি প্রধান খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের দেড় গুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কৃষি বাজার এবং পরিকাঠামো তহবিল বাবদ বরাদ্দ করেছেন ২০০০ কোটি টাকা। এছাড়া, অপারেশন ফ্লাডের আদলে, অপারেশন গ্রিন-এর জন্য ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। অপারেশন গ্রিন-এর লক্ষ্য হবে, পড়তি দাম থেকে পেঁয়াজ, টম্যাটো ও আলু চাষিকে বাঁচানো।

অধিকাংশ চাষির জমিজমা খুব সামান্য, তাদের আর্থিক সংগতিও কম। চাষবাস ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষিঋণ তাদের খুব কাজে লাগে। কৃষিঋণ বাবদ টাকার অঙ্ক ৮.৫ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ১১ লক্ষ কোটি টাকা হওয়ায় তাদের সুবিধে হবে অনেকখানি। অবশ্য দেখা দরকার, ঋণ উদ্দীষ্ট চাষিদের হাতেই পৌঁছচ্ছে, নেপোয় যেন দই না মারে। এছাড়া, মাছ চাষ ও পশুপালনের মতো কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রী কিসান ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মাছ চাষ ও অ্যাকোয়াকালচার উন্নয়ন তহবিল এবং পশুপালন তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত সুবিবেচনার ফসল। তহবিল দু'টির জন্য বরাদ্দ হবে ১০ হাজার কোটি টাকা করে। এর সাহায্যে এসব পেশায় যুক্ত মানুষের আয় বাড়বে।

৮৬ শতাংশের বেশি ছোটোখাটো ও সংগতিহীন চাষির স্বার্থে, অর্থমন্ত্রী ২২ হাজার গ্রামীণ হাটকে গ্রামীণ কৃষি বাজারে উন্নীত করা এবং ১২৯০ কোটি টাকা খরচে ৪২-টি মেগা ফুড পার্ক গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বৃদ্ধি পাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা। ফসল ঘরে তোলার পর কর-এ ইনসেনটিভ এবং ফসল উৎপাদনকারী সংস্থার জন্য ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়াটাও কৃষি উৎপাদন বাড়াবে।

টাকা কোথা থেকে আসছে?

(বাজেট ২০১৮-'১৯)

বাজেট ২০১৭-'১৮

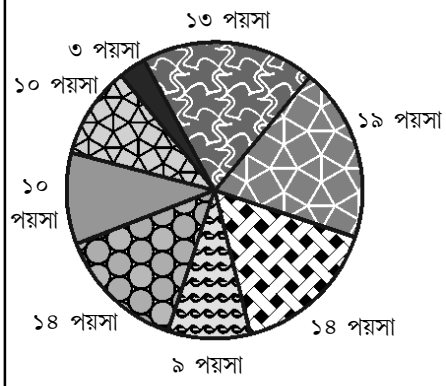

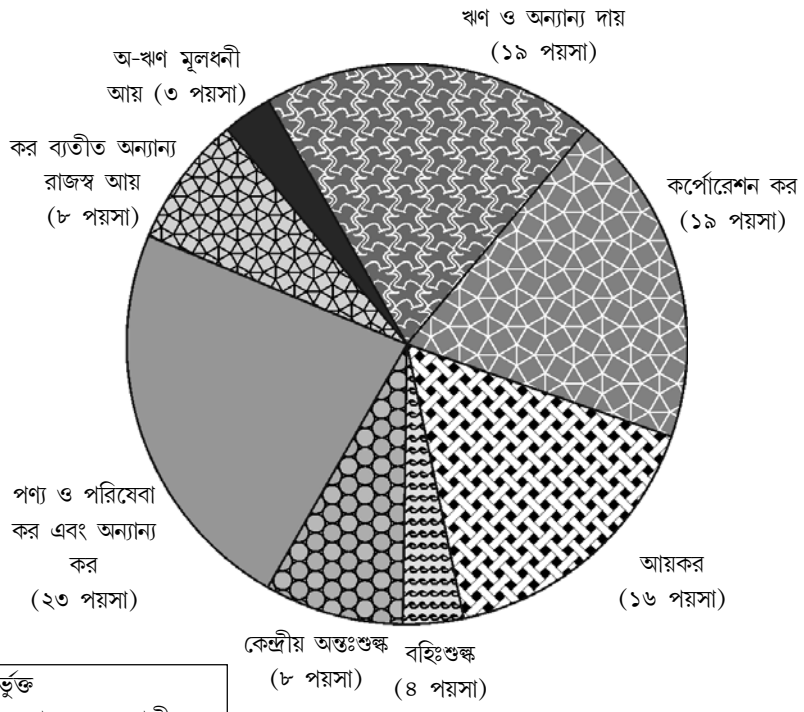

টীকা : ১. কর ও শুল্কে রাজ্যের অংশভাক মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত
২. ■ বাজেট প্রস্তাব ২০১৭-'১৮—এ পরিষেবা কর ও অন্যান্য করের প্রতীক

টাকা কোথায় যাচ্ছে?

(বাজেট ২০১৮-'১৯)

বাজেট ২০১৭-'১৮

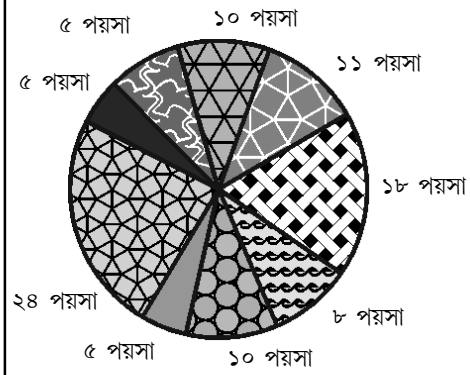

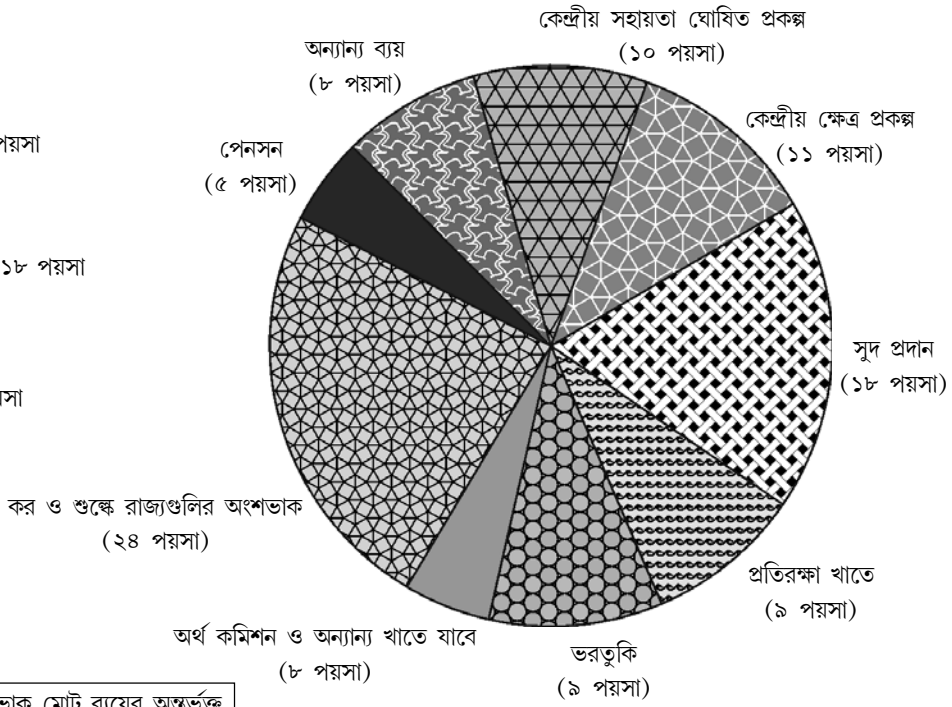

টীকা : ১. কর ও শুল্কে রাজ্যগুলির অংশভাক মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত

সেইসঙ্গে, ১০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য রপ্তানির লক্ষ্য অর্জনেও তা সাহায্য করবে। এ দুইয়ের সুবাদে বাড়তি আয় হবে চাষিরও। খেতে সেচের জন্য চাষিদের সৌরশক্তিচালিত পাম্প বসাতে বাজেটে সংস্থানের বিষয়টি বেশ তারিফযোগ্য। মাছ চাষি ও পশুপালকদের জন্য বাজেটে ঘোষিত কিসান ক্রেডিট কার্ড তাদের চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) জোগাড় ও আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি

অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে গরিবি কমানোর জন্য বেশ সচেষ্ট। বাজেটের এ এক মানবিক দিক। গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য উজ্জ্বলা কর্মসূচিতে নিখরচায় ৮ কোটি রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সৌভাগ্য যোজনায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর দরুন, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বনজঙ্গলে গাছপালা কাটা কমবে। সেইসঙ্গে ঝাড়া হাত-পা হবে মেয়েরা, দুর্ভোগ থেকে খানিকটা রেহাই মিলবে তাদের। ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসের লক্ষ্য পূরণে ২০১৯-এ গ্রামাঞ্চলে তৈরি হবে ১ কোটির বেশি বাড়ি। স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে ইতোমধ্যে বানানো হয়েছে ৬ কোটি শৌচাগার। গড়া হবে আরও কোটি দু'য়েক শৌচাগার। ২০১৮-'১৯-এ জাতীয় জীবিকা মিশনের জন্য ৫৭৫০ কোটি টাকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ৯৯৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রশংসা প্রাপ্য। এসব কর্মসূচির দৌলতে মহিলাদের নিরাপত্তা ও মানমর্যাদা বাড়বে।

মাঝে মাঝে রূপায়ণে খামতি থাকায়, এসব প্রশংসনীয় লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে অবশ্য সংশয় জাগতে পারে বৈকি! দুর্নীতির দরুনও উদ্দীষ্ট মানুষজনের কাছে সরকারি প্রকল্পের উপকার ঠিকঠাক নাও পৌঁছতে পারে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা

সুস্থায়ী সমাজ গড়তে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সম্পদে অবদান রাখতে

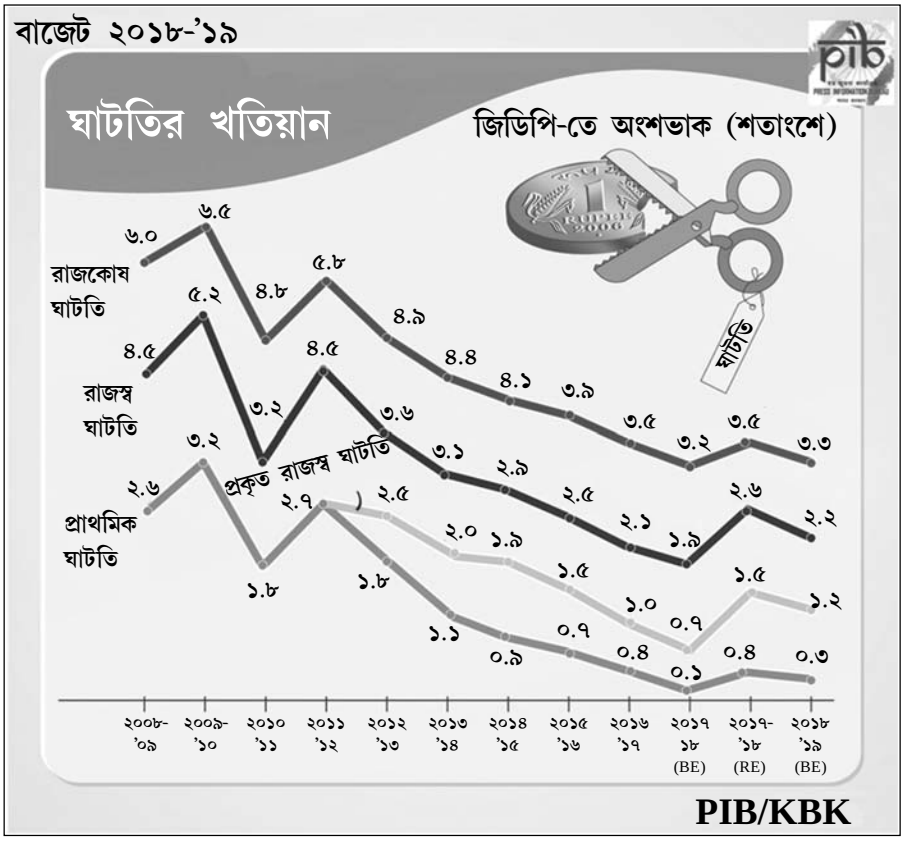

এবং ভদ্রস্থ জীবনের জন্য উপার্জনে মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে শিক্ষা সাহায্য করে; সুস্বাস্থ্য এহেন মানবসম্পদকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা জোগায়। বিশ্বকে এটি প্রকৃতির অন্যতম মস্ত দান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে অর্থমন্ত্রী যারপরনাই গুরুত্ব দেওয়ায়, আমি খুশি। তবে কিনা, ব্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বেশ কম। চিন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.২ শতাংশ খরচ করে স্বাস্থ্যে। ভারতে তা ১.৪ শতাংশ।

শিক্ষায় পরিকাঠামো ব্যবস্থা বাবদ ১ লক্ষ কোটি টাকা, পরিকল্পনা ও স্থাপত্যবিদ্যার জন্য ২-টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, ২৪-টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ-সহ প্রতি তিনটি লোকসভা কেন্দ্র পিছু একটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি এবং হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করার ঘোষণা দেশের সব জায়গায় চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ এনে দিতে সাহায্য করবে। অনুরূপভাবে, উচ্চশিক্ষা লাভে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ বৃত্তির ব্যবস্থা করাও প্রশংসার দাবি রাখে। এই উচ্চশিক্ষার মধ্যে সেরা চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও পড়ে।

বাড়ির আরও দোরগোড়ায় চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিতে, ১.৫ লক্ষ কেন্দ্র গড়ার জন্য বাজেটে আয়ুষ্মান প্রকল্পে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ খুবই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যক্ষ্মা রুগিদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য বিপুল অঙ্কের বরাদ্দও বাজেটের এক প্রশংসনীয় দিক।

অর্থমন্ত্রী দেশে ১০ কোটি অভাবী পরিবারের স্বাস্থ্য বিমার জন্য বাজেটে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এই জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পে উপকার হবে প্রায় ৫০ কোটি মানুষের। প্রতিটি পরিবারের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ বছরে ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিমার সুবিধে দেওয়া হবে। এতে বিমা ব্যবসার প্রসার হবে এবং বাড়বে কর্মসংস্থান।

চিকিৎসা সুযোগের জন্য দেড় লক্ষ কেন্দ্র, নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি টাকায় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কর্মসংস্থানে সাহায্য করবে। মহানগরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ঝুটঝামেলা

থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে, বাড়ির কাছেই মিলবে উন্নত মানের চিকিৎসার সুযোগ।

ক্ষুদ্র বিমা ও পেনসন প্রকল্পের জন্য বাজেট সংস্থান বেশ ভালো চিন্তাভাবনার ফসল। অন্যান্যদের সঙ্গে এর আওতায় পড়বে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার ১৬ কোটি অ্যাকাউন্টধারীও। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও উপজাতির কল্যাণের জন্য যথাক্রমে ৫২,৭১৯ কোটি এবং ৩৯,১৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের ফলে তাদের উপকার হবে। ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ তপশিলি উপজাতির হলে, সেই ব্লকে গড়ে উঠবে নবোদয় বিদ্যালয়ের সমতুল একলব্য স্কুল। সব ক্ষেত্রে নতুন কর্মীদের ক্ষমতায়নের জন্য, পরের ৩ বছর কর্মী ভবিষ্য নিধিতে (ইপিএফ) মজুরির ১২ শতাংশ চাঁদা দেওয়ার সংস্থান করা হয়েছে। কর্মী ভবিষ্য নিধিতে, প্রথম তিন বছর, মহিলা শ্রমিকের চাঁদা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ।

পরিকাঠামো ও শিল্প

অর্থনীতি বিকাশের চালিকা শক্তি পরিকাঠামোর উপর জোর দিয়ে, অর্থমন্ত্রী তাতে লগ্নি বাড়ানোয় নজর দেন। পরিকাঠামোয় ২০১৮-'১৯-এ তিনি ৫.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। দেশজুড়ে গড়ে উঠবে সড়ক, বিমানবন্দর, রেল, নৌবন্দর ও অন্তর্দেশীয় জলপথের নেটওয়ার্ক। পর্যটন প্রসারের জন্য, বাজেটে ১০-টি বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রকে আইকনিক পর্যটনস্থল হিসেবে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। এজন্য, পরিকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন, অসরকারি লগ্নি টানা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং ও বিপণন-সহ এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হবে। পর্যটনের উন্নতি হলে, কাজের সুযোগ বাড়বে এবং বিকাশ হবে। রেলে প্রহরাহীন ক্রসিং বন্ধ করা, চলমান সিঁড়ি (এসকালেটর), ওয়াই-ফাই এবং সিসিটিভি-র জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মুম্বই ও বেঙ্গালুরু মেট্রো রেল খাতে ধার্য টাকার অঙ্ক যথাক্রমে ১১,০০০ কোটি এবং ১৭,০০০ কোটি।

গ্রামে গ্রামে ব্রডব্র্যান্ডের সুযোগ পৌঁছে দিতে, সরকার ৫ লক্ষ ওয়াই-ফাই হটস্পট গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে

গ্রামের ৫ কোটি মানুষকে নেট সংযোগ দেওয়া যাবে। দূরসঞ্চার (টেলিকম) পরিকাঠামো জোরদার করতে ২০১৮-'১৯-এ বরাদ্দ হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। এই পরিকাঠামোর উন্নতি হলে, সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচির সুবিধে হবে।

অতি ছোটো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ নিয়ে সরকার বেশ চিন্তাভাবনা করছে। কোম্পানিগুলির ৯৯ শতাংশ এই গোষ্ঠীর তালিকায় পড়ে। এসব সংস্থাকে ঋণ সহায়তা, মূলধন ও সুদ বাবদ ভরতুকি এবং উদ্ভাবনের জন্য বরাদ্দ ৩,৭৯৪ কোটি টাকা। করের হার কমিয়ে ২৫ শতাংশ করায় এদের সুবিধে হবে। অতি ছোটো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাকে আরও ৩ লক্ষ কোটি টাকা "মুদ্রা" ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৮-'১৯-এ বস্ত্রশিল্পের জন্য ৭,১৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দের ফলে কাজের সুযোগ ও বিকাশ বাড়বে।

কর্মসংস্থান

শিক্ষিত যুবাদের মধ্যে তীব্র বেকারিজনিত হতাশা কাটানোর দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য, চলতি বাজেটে সঠিকভাবে সংগঠিত ক্ষেত্রে ৭০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুজি-রোজগারের উপায় ও মানুষের জীবনের মানের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে, লগ্নি করা হবে পরিকাঠামো, সড়ক, রেল, বিমানবন্দর, গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং শহরের সঙ্গে গ্রামকে সংযুক্ত করার কর্মসূচিতে। দেশে বেরোজগারির সমস্যা কাটাতে, ইন্ডিয়ান

ইনসটিটিউট অব ফিন্যান্সের সুপারিশক্রমে সরকার ন্যাশনাল লেবার এক্সচেঞ্জ গড়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর মতো সমাজকল্যাণ প্রকল্পে বিপুল বরাদ্দ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বেচার (বিলগ্নীকরণ) মাধ্যমে সীমিত ৮০,০০০ কোটি টাকা মেলার লক্ষ্য ধার্য করা সত্ত্বেও, সরকারি কোষ ঘাটতি (ফিসক্যাল ডেফিসিট) ৩.৩ শতাংশে বেঁধে রাখা এবং বাড়তি কোনও করের বোঝা না চাপিয়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭.২ থেকে ৭.৪ শতাংশের টার্গেট স্থির করার জন্য অর্থমন্ত্রীর বাহবা প্রাপ্য।

কর প্রস্তাব

স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কর নীতিতে রদবদল তেমন একটা না করাই বাঞ্ছনীয়। ঠিক সেটাই করেছেন অর্থমন্ত্রী। ব্যক্তিগত ও কোম্পানি আয়করের হার থেকে গেছে অপরিবর্তিত। বেতনভোগীদের কিছুটা রেহাই দিতে, তিনি ৪০,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন প্রবর্তন করেছেন। যাতায়াত ভাতায় অবশ্য আর ছাড় মিলবে না। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বেশ সদয় হয়ে, ১৯৪ক ধারায় ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে তাদের সঞ্চয়ে সুদ বাবদ ছাড়ের অঙ্ক ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করেছেন ৫০,০০০ টাকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আর এক তোফা হল ৮০ঘ ধারায় স্বাস্থ্য বিমার কিস্তি এবং/বা চিকিৎসা বাবদ খরচে ছাড় ৩০,০০০ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

শেয়ারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভে মাঝারি ১০ শতাংশ হারে কর বসিয়ে অর্থমন্ত্রী উচিত কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে কর ছাড়ের কোনও যুক্তি নেই। ২০০৪-এর অক্টোবরের আগে এই লাভে কর দিতে হ'ত ২০ শতাংশ হারে। অর্থমন্ত্রী এবারও ২০ শতাংশ কর ধার্য করতে পারতেন। মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বণ্টিত লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) বাবদ আয়ের উপর বাজেটে ১০ শতাংশ কর চেপেছে। ফলে মিউচুয়াল ফান্ড থেকে লগ্নিকারীদের প্রাপ্য নিট টাকার পরিমাণ যাবে কমে। দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের উপর কর বসায় বাজারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবাঞ্ছিত। সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলির বিপুল খরচ জোগাতে, রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য অর্থমন্ত্রী শিক্ষা সেস (করের উপর কর) ১ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন।

অবশ্য এক স্বপ্নের বাজেট তৈরি করিতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোন কর না বসানোর সিদ্ধান্তের দরুন ১৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় ক্ষতিটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভে কর বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করলে এ লোকসান পোষানো যেত।

> ***"চাই কাঠামোগত সংস্কার এবং চাষির আয় বাড়াতে খোলনলচে বদলে কৃষিকে প্রযুক্তিমুখী করে তোলা। তা অবশ্য বাজেট প্রস্তাবের অঙ্গ হতে পারে না। সব স্তরের শিক্ষা এবং আইন ও বিচারক্ষেত্রেও দরকার কাঠামো সংস্কার। বর্তমান ব্যবস্থা অর্থনীতি ও মানুষের চাহিদার সঙ্গে তালমিল রেখে চলতে পারছে না।"***

বিকাশ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করার জন্য, অর্থমন্ত্রী বছরে ২৫০ কোটি টাকা অবধি লেনদেনকারী অতি ছোটো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার ক্ষেত্রে কোম্পানি কর কমিয়ে করেছেন ২৫ শতাংশ। এর সঙ্গে, ব্যক্তিগত করেও কিছুটা রেহাই দেওয়ায় ৫,৯৯৫ কোটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হবে।

অবশ্য, "ভারতে বানাও" কর্মসূচি সফল করতে এবং রাজস্ব আয় বাড়াতে বিভিন্ন জিনিসে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ। যেমন, সুগন্ধি ও প্রসাধন সামগ্রীতে ১০ শতাংশ, মোটরগাড়ি ও তার যন্ত্রাংশে ৫ শতাংশ, জুতোয় ১০ শতাংশ, কৃত্রিম রত্নালংকারে ৫ শতাংশ, বৈদ্যুতিন দ্রব্য/হার্ডওয়্যারে ৫ শতাংশ, আসবাবপত্রে ১০ শতাংশ, ঘড়িতে ১০ শতাংশ, খেলনাপাতিতে ১০ শতাংশ, বস্ত্রে ১০ শতাংশ, রান্নার তেলে ১৫ থেকে ১৭.৫ শতাংশ। তবে কয়েকটি পণ্যে, অর্থমন্ত্রী আমদানি শুল্কের হার কমিয়েছেন। যেমন, মূলধনী পণ্য ও ইলেকট্রনিক্সে ৫ শতাংশ, চিকিৎসা সরঞ্জামে ২.৫ শতাংশ, তাপরোধক সামগ্রীতে (রিফ্যাক্টরি) ২.৫ শতাংশ। এর ফলে, কিছু জিনিসের দাম চড়বে। আবার কয়েকটির ক্ষেত্রে দাম যাবে কমে।

পরিশেষ

অর্থমন্ত্রী এই বাজেট তৈরি করতে চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মোদ্দাকথায়, বাজারচালিত অর্থনীতি থেকে এ বাজেটের উত্তরণ ঘটেছে সমাজকল্যাণ মুখীনতায়। এ পরিবর্তন অবশ্যই স্বাগত। এই রূপান্তরের ফলে, দেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের দিকে সরকার খেয়াল রাখবে।

২০১৮-'১৯ বাজেট জনমুখী, প্রগতিশীল, সুষম ও সাধারণ দস্তুর থেকে ভিন্ন ধাঁচের। আশা করা যায়, এ বাজেট মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নজর দেবে। কৃষি, গ্রামের উন্নয়ন, শিক্ষা, রুজি-রোজগার, লগ্নির উপর মনোযোগ দিয়ে বাজেটটি বিকাশমুখী বলে প্রমাণিত হবে। কম খরচে ঘরবাড়ি, আবাসন ক্ষেত্রে মদত, বিকাশকে আরও চাঙ্গা, ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার এবং প্রতিবন্ধকতা হঠিয়ে সহজে ব্যবসা করার পথ প্রশস্ত করতে অর্থমন্ত্রী সঠিক পদক্ষেপ করেছেন। সরকারি ব্যয় ব্যাপক বাড়ায়, কৃষি ও শিল্পে ঢিমেতালের বিকাশ কেটে যাবে।

চাই কাঠামোগত সংস্কার এবং চাষির আয় বাড়াতে খোলনলচে বদলে কৃষিকে প্রযুক্তিমুখী করে তোলা। তা অবশ্য বাজেট প্রস্তাবের অঙ্গ হতে পারে না। সব স্তরের শিক্ষা এবং আইন ও বিচারক্ষেত্রেও দরকার কাঠামো সংস্কার। বর্তমান ব্যবস্থা অর্থনীতি ও মানুষের চাহিদার সঙ্গে তালমিল রেখে চলতে পারছে না। বস্তাপচা ধ্যানধারণা ছেড়ে, সমাধান খুঁজে বের করার জন্য, নীতি আয়োগকে উদ্ভাবনী চিন্তার পথ নিতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঘষেমেজে এবং একটু-আধটু জোড়াতালি দিয়ে কাজের কাজ হবে না।

২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেট হচ্ছে "গরিবি হটাও, কিসান বাঁচাও বাজেট"।❑

অগ্রাধিকার পেয়েছে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র

অনিল ভরদ্বাজ

এদেশে ফি বছর এক কোটির বেশি সংখ্যক নতুন কর্মপ্রার্থী কাজের খোঁজে চাকরির বাজারে নামেন। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান পরিসরে প্রত্যেক বছর এদের সকলের জন্য চাকরির সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে ধীরে ধীরে অস্থিরতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে। যদিও সরকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে উৎপাদন শিল্পের অংশভাক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে, তবে বাস্তবে এই পরিসংখ্যান ১৫-১৬ শতাংশেই আটকে আছে। সংস্কারের অভাবে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ঝুঁকির তুলনায় লাভের অনুপাত দিনকে দিন কমেই চলেছে।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান—আগামী অর্থ-বর্ষের জন্য পয়লা ফেব্রুয়ারি সংসদে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে এই চারটি বিষয়ের ওপরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে উপরোক্ত চতুর্থ ক্ষেত্রটি, অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাজেটের ঠিক পরের দিন এই শিল্পক্ষেত্রের জন্য দেশের প্রথম সমীক্ষা-সূচক, CriSidex-এর উদ্বোধনের সময় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ভারতীয় অর্থনীতিকে সুসংহত করতে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পই চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ, অবশেষে একটু স্বীকৃতি জুটল।

এদেশে ফি বছর এক কোটির বেশি সংখ্যক নতুন কর্মপ্রার্থী কাজের খোঁজে চাকরির বাজারে নামেন। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান পরিসরে প্রত্যেক বছর এদের সকলের জন্য চাকরির সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে ধীরে ধীরে অস্থিরতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে। যদিও সরকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে উৎপাদন শিল্পের অংশভাক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে, তবে বাস্তবে এই পরিসংখ্যান ১৫-১৬ শতাংশেই আটকে আছে। সংস্কারের অভাবে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ঝুঁকির তুলনায় লাভের অনুপাত দিনকে দিন কমেই চলেছে।

২০১৮-'১৯ সালের বাজেট এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।

প্রথমত, সব শিল্পক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মনিযুক্তির জন্য অনুমোদন প্রস্তাবিত হল। এটি একটি অভূতপূর্ব শ্রম সংস্কার। এপর্যন্ত শুধুমাত্র বস্ত্রশিল্পেই এই সুযোগ মিলত। এর ফলে কর্মসংস্থানও বাড়তে পারে। এমন অনেক ক্ষেত্রে আছে, যেখানে ব্যবসা সারা বছর চলে না, সব কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট ঋতু বা বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বল্পমেয়াদে নিযুক্তি বেআইনি বলে এসব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা কর্মী নিযুক্তিতে দ্বিধা বোধ করেন বা সেই কথা গোপন করে যান। (যদিও, ট্রেড ইউনিয়ানগুলির বিরোধিতার জেরে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।)

ব্যবসাদারদের আরও লোক নিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাজেট প্রস্তাবে সংস্থান করা হয়। বাড়তি কর্মীবাহিনীর জন্য হওয়া অতিরিক্ত ব্যয়ের সাপেক্ষে বিপুল পরিমাণ ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রস্তাব দেওয়া হয় যে প্রথম তিন বছর নবনিযুক্ত কর্মীদের ভবিষ্য নিধির জন্য ব্যয়ভার বহন করবে সরকার।

দ্বিতীয়ত, এই বাজেটে দেশীয় উৎপাদন শিল্পে উৎসাহ জোগানোর জন্য পদক্ষেপ

[লেখক নয়াদিল্লিস্থিত ভারতীয় অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংস্থার ফেডারেশান (FISME)-এর সাধারণ সম্পাদক। ই-মেল : sg@fisme.org.in]

গ্রহণ করা হয়েছে। এই মর্মে দেশজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ৪০-টি শ্রমনিবিড় পণ্যের আমদানির ওপর ৫ থেকে ১৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত বহিঃশুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। যেসব শ্রেণির পণ্য এর আওতায় পড়ছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল :

- প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যদ্রব্য
- সুগন্ধী ও প্রসাধনী
- মোটরগাড়ি ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ
- জুতো
- হীরা, মূল্যবান রত্ন ও অলংকার
- বৈদ্যুতিন পণ্য ও হার্ডওয়্যার
- LCD/LED/OLED প্যানেল ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ
- আসবাবপত্র
- ঘড়ি
- খেলনা ও ক্রীড়াসামগ্রী
- কাঁচা কাজুবাদাম (খোলসযুক্ত)
- উদ্ভিদজাত ভোজ্য তেল
- Refractory Items (অতি উচ্চ তাপমাত্রায়, যেমন ফার্নেস-এ, ব্যবহৃত উপাদান)
- বিবিধ (মোমবাতি, সানগ্লাস, ইত্যাদি)

এছাড়াও সৌরশক্তির সেল/ প্যানেল/ মডিউল গড়তে ব্যবহৃত solar tempered glass এবং c-implant উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে বহিঃশুল্ক ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

দেশীয় উৎপাদন শিল্পের স্বার্থে, ১৯৯১ সাল থেকে চলে আসা আমদানি শুল্কে সার্বিক হ্রাসের ধারার ওপর, রাশ টানা প্রয়োজন—একথা অবশেষে অনুভব করা হয়েছে। এই উপলব্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামীদিনের রূপরেখায় আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। শুল্ক বৃদ্ধির পরও কিন্তু তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নির্ধারিত ২৫-৪০ শতাংশ হারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তবে কয়েক জন বিশেষজ্ঞের মতে এই পদক্ষেপ পশ্চাদমুখী। আন্তর্জাতিক বাজারে

প্রতিযোগিতায় নামার পরিবর্তে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র কি এই রক্ষণশীলতার আড়ালে আশ্রয় নেবে? তাছাড়া অনেক সময়ই দেখা যায় যে, এধরনের শুল্ক বৃদ্ধির নেপথ্যে আছে স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের মতো মৌলিক উপাদানের ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর লবি।

> ***"Trade Electronic Receivable Discounting System (TReDS)-এ সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেট ক্ষেত্রের যৌথ অংশগ্রহণের ফলে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে চলতি মূলধনের অভাব মিটবে বলে আশা করা যায়। এই online bill discounting platform-টিকে পণ্য ও পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক বা GSTN-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ফলত, অনায়াসে বড়ো মাপের ক্রেতা ও অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের বিক্রেতা সংস্থার মধ্যে লেনদেন সম্ভব হবে সুরক্ষিত ও সহজসরল উপায়ে। এই ব্যবস্থায় 'গ্রহণযোগ্যতা' বৃদ্ধি করার জন্য অবশ্য আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।"***

অবশ্য, দেশীয় উৎপাদন শিল্পকে বাড়তি সুবিধা করে দেওয়ার এই পন্থা আর বেশি দিন চলবে না। ইতোমধ্যেই ভারত ASEAN-এর দশ সদস্য এবং অস্ট্রেলিয়া, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো আরও পাঁচটি দেশের সঙ্গে 'আঞ্চলিক সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব' বা Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) নামাঙ্কিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমদানি শুল্ক ক্রমশ উঠে যাবে।

তৃতীয়ত, Trade Electronic Receivable Discounting System (TReDS)-এ সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেট ক্ষেত্রের যৌথ অংশগ্রহণের ফলে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে চলতি মূলধনের অভাব মিটবে বলে আশা করা যায়। এই online bill discounting platform-টিকে পণ্য ও পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক বা GSTN-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ফলত, অনায়াসে বড়ো মাপের ক্রেতা ও অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের বিক্রেতা সংস্থার মধ্যে লেনদেন সম্ভব হবে সুরক্ষিত ও সহজসরল উপায়ে। এই ব্যবস্থায় 'গ্রহণযোগ্যতা' বৃদ্ধি করার জন্য অবশ্য আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।

চতুর্থত, অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ঋণ, মূলধন, সুদে ভরতুকি ও উদ্ভাবনের জন্য বাজেটে ৩৭৯৪ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এই

পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, বিস্তারিত তথ্য না জানা পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

এযাবৎ বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করে এমন কোম্পানির ক্ষেত্রে 'কর্পোরেট কর' ২৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার এর আওতায় ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করে, সেইসব কোম্পানিগুলিকেও আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এই ছাড় শুধু 'কোম্পানি'-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের ৯৩ শতাংশ সংস্থাই মালিকানাধীন বা অংশীদারি 'ফার্ম', সেগুলির 'কোম্পানি' হিসেবে স্বীকৃতি নেই। তাই, এই সুবিধা পাবে শুধু মুষ্টিমেয় অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংস্থা।

কোম্পানির রেটিং তেমন বেশি না হলেও এবার মিলবে বন্ডের বাজারে অংশ নেওয়ার সুযোগ। এই বাজেট প্রস্তাব গৃহীত হলে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি সহজেই আরও বেশি পুঁজি জোগানোর সুযোগ পাবে।

সব মিলিয়ে, বাজেটের অভিমুখ ইতিবাচক। কৃষি ও পরিকাঠামো খাতে বিপুল বরাদ্দ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদান বৃদ্ধির জন্য জরুরি চাহিদা সৃষ্টি করবে ও গতি সঞ্চার করবে। এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিরিখে অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আশা করা হচ্ছে বাস্তবে লগ্নি বাড়বে এবং আশু সুফল মিলবে।❑

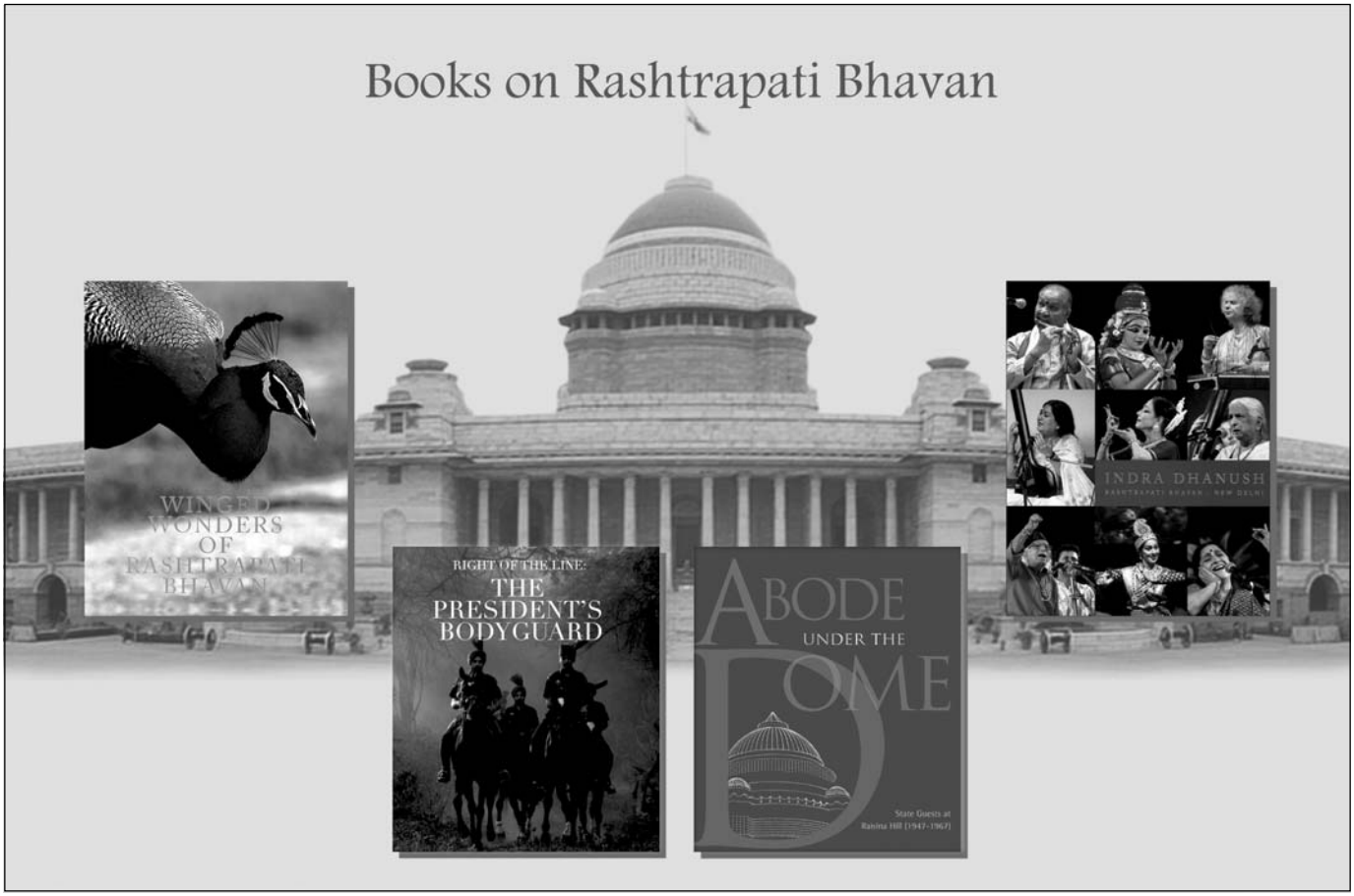

পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাজেট প্রস্তাব

জি. রঘুরাম

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, প্রতিবছর বাজেট প্রস্তাবের দিকে সকলের দৃষ্টি থাকে, কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির কাজ কীভাবে এগোচ্ছে তা পর্যালোচনার কোনও ব্যবস্থা নেই। এই পর্যালোচনায় শুধুমাত্র কত টাকা খরচ হল তা নয়, আসল কাজের কাজ কতটা হচ্ছে, তা গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কোনও খামতি ধরা পড়লে তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ জরুরি। প্রতিবছর অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সামগ্রিক একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা থাকে মাত্র। আরও ক্ষেত্রভিত্তিক আলোচনা দরকার।

২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিকাঠামো বাবদ পাঁচ লক্ষ সাতানব্বই হাজার কোটি (৫.৯৭ বিলিয়ন) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার কোটি (৪.৯৪ বিলিয়ন) টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান। এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে বাড়ছে তা নয়, বাজেটে মোট ব্যয়বরাদ্দের অনুপাতও বাড়ানো হচ্ছে। আর, তা বাড়ছে রেল, সড়ক, বিমান পরিবহণ প্রতিটি খাতেই।

পরিকাঠামো বাবদ ব্যয়ের সিংহভাগই যায় রেল পরিষেবার উন্নয়নে। এবারের বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে চলু রেলপথগুলির ট্র্যাকের সংখ্যা বাড়ানো (সিঙ্গল ট্র্যাক-এর জায়গায় ডবল ট্র্যাক, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ট্র্যাক বসানো ইত্যাদি), ৫০০০ কিলোমিটার রেল পথের গেজ পরিবর্তন (মিটারগেজ বা ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তর), ৬০০-টি রেল স্টেশনের মান উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত কামরা চালু করা—এসবের ওপর। ক্রমে দেশের সব রেলপথকেই ব্রডগেজে পরিবর্তিত করে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। বাজেটে শহরতলির, বিশেষ করে মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুর শহরতলি অঞ্চলের রেল পরিষেবার উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মুম্বই-এর ক্ষেত্রে এ বাবদ খরচ হবে ৫৫ হাজার কোটি টাকা (শূন্য দশমিক পাঁচ পাঁচ ট্রিলিয়ন)। মুম্বই নগর পরিবহণ প্রকল্পের (Mumbai Urban Transport Project—MUTP) আওতায় এই অর্থ খরচ করা হবে।

সড়ক পরিকাঠামো খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা। এর পুরোটাই খরচ হবে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকার ভারতমালা প্রকল্পের অংশ হিসেবে। অর্থনৈতিক করিডোর; জাতীয় মহাসড়কগুলির পরিবহণ ক্ষমতার উন্নয়ন; সীমান্ত, উপকূল এবং বন্দর এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণে এই ভারতমালা প্রকল্পে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

রেল এবং জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (NHAI), উভয় তরফই নিজেদের উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং বাজেটের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ ছাড়াও অন্য পন্থাতেও টাকাপয়সা জোগাড়ের চেষ্টা করবে, এটাই প্রত্যাশিত। রেল কর্তৃপক্ষ, বন্ড বিক্রি করে টাকা তোলার চিরাচরিত পন্থার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের পথে হাঁটবে; এমনটা আশা করাই যায়। বিশেষত, রেল স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন এবং কামরা বা ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রে এই পন্থা বিশেষ কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ, TOT বা Toll-Operate-Transfer-এর মতো পন্থার মাধ্যমে অর্থের সংস্থানের দিকে এগোতে পারে। TOT প্রণালী মোতাবেক সরকারি খরচে তৈরি রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ-

[লেখক অধিকর্তা, IIM, ব্যাঙ্গালুরু। ই-মেল : graghu@iimb.ac.in]

সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব বেসরকারির সংস্থার হাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তুলে দেওয়া হবে। বিষয়টি সম্পন্ন হবে নিলামের মাধ্যমে। নিলামে সর্বাধিক দাম দেবে যে সংস্থা, তারা ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাস্তার দেখভালের দায়িত্ব এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে রাস্তা ব্যবহারের মাশুল (Toll) আদায়ের অধিকারী হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর রাস্তাটি ফিরে আসবে সরাসরি সরকারের হাতে। আগেকার BOT প্রণালী (Build Operate and Transfer)-এর আওতায় যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে বাজারে বন্ড এনেও টাকা তোলা যেতে পারে (BOT বা Build Operate and Transfer প্রণালী অনুযায়ী, বেসরকারি সংস্থা রাস্তা তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হ'ত। ওই সময়ে টোল বাবদ টাকা আদায় করে খরচ তুলে নিত তারা। নির্ধারিত সময়সীমার পর রাস্তাটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাত সরকারের উপর)।

সমুদ্রপথের উন্নয়নে বাজেটে যে বরাদ্দ করা হয়েছে, তা প্রধানত সাগরমালা প্রকল্পের আওতায়। বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দরগুলির উন্নয়ন, নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, কম ব্যবহৃত বিমানবন্দর বা হেলিপ্যাডগুলির সামগ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে আরও বেশি করে যোগাযোগ করিয়ে সেগুলির কার্যকারিতা বাড়ানোর ওপর।

পরিকাঠামোর বিকাশে এবারের বাজেটে আর যে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা, গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সেচ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করা, শৌচালয় নির্মাণ ইত্যাদি।

বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগানোয় ব্যর্থতা

বহু সময়েই বরাদ্দ বাড়লেও তা কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের বাজেটে রেলের জন্য ৫৫ হাজার কোটি টাকা শূন্য দশমিক ৫৫ ট্রিলিয়ন বরাদ্দ করা হলেও শেষমেষ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করা সম্ভব হবে না বলে মনে হয়। এজন্যই ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষেও রেল খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে একই রাখা হয়েছে।

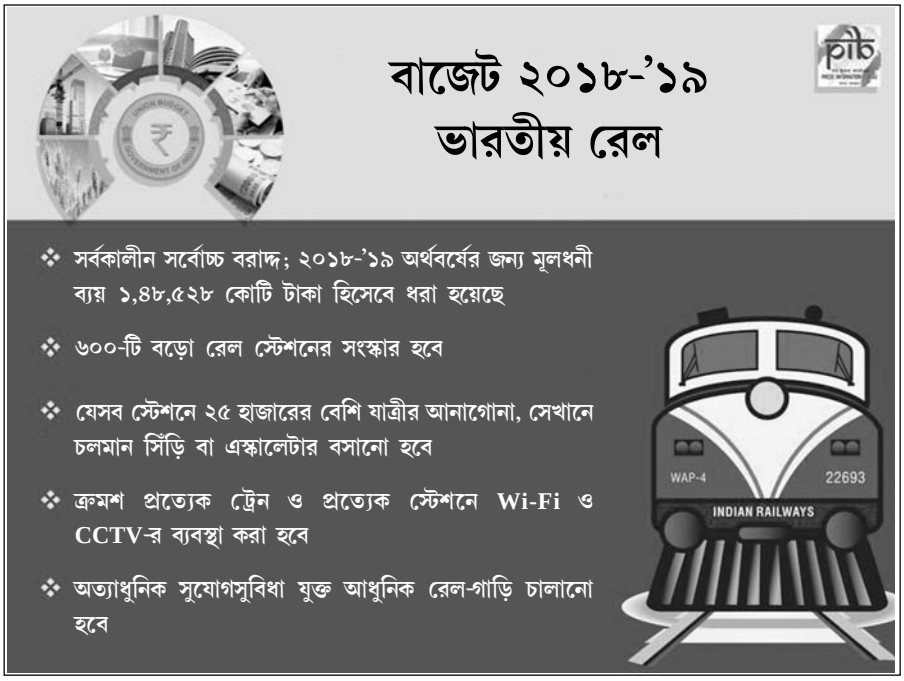

বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ না হওয়ার জন্য মূলত সরকারি ব্যবস্থাপনার খামতি দায়ি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত তথ্যাদি পেশ না হওয়ায়, তার অনুমোদনের ক্ষেত্রে শ্লথগতি, আইনি জটিলতা দেখা দিলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপারগতার পাশাপাশি রাশিকৃত অনুৎপাদক সম্পদ পরিস্থিতিকে প্রায়শই ক্রমশ ঘোরালো করে তোলে। বহু প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থমকে যায়। এইসব সমস্যা দূর করতে সমন্বিত প্রয়াসের দরকার। এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক (Ministry of Road Transport and Highways—MORTH) যেভাবে উদ্যোগী হচ্ছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এই মন্ত্রকেরও অনেক প্রকল্প এখনও থমকে রয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, প্রতিবছর বাজেট প্রস্তাবের দিকে সকলের দৃষ্টি থাকে, কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির কাজ কীভাবে এগোচ্ছে তা পর্যালোচনার কোনও ব্যবস্থা নেই।

এই পর্যালোচনায় শুধুমাত্র কত টাকা খরচ হল তা নয়, আসল কাজের কাজ কতটা হচ্ছে, তা গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কোনও খামতি ধরা পড়লে তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ জরুরি। প্রতিবছর অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সামগ্রিক একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা থাকে মাত্র। আরও ক্ষেত্রভিত্তিক আলোচনা দরকার। বাজেট প্রস্তাব পেশের সময় রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং লাভ-ক্ষতির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে যায়। অনেক সময় একই বিষয় বার বার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরের উন্নয়নের বিষয়টি পর পর বেশ কয়েকটি বাজেট প্রস্তাবেই রয়েছে। জাতীয় মহাসড়কগুলির ওপর থেকে লেভেল ক্রসিং সরানোর জন্য সেতুভারতম, পরিবহণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য Special Unit for Transportation Research and Analysis—SUTRA।

রেল পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement (SRESHTHA)-র মতো প্রকল্পের ঘোষণা হয়ে গেছে আগের বাজেটগুলিতে। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ কতটা হয়েছে তা বোঝা বেশ শক্ত।

বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের নির্দিষ্ট পন্থা ও দিশা

বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমুখী নানা প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ এবং ব্যয়সংক্রান্ত অভিমুখ নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট দিশায় চলার ইঙ্গিত মিলছে। এটা খুবই ইতিবাচক দিক। এখানে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক

যোজনা (PMGSY), সাগরমালা, দ্রুত গতির রেল (High Speed Rail—HSR), ভারতমালা-সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্প রূপায়ণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থবরাদ্দ হলে তার রূপায়ণে শৃঙ্খলা থাকে। প্রতিবছরের বাজেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না (ভারতমালা অবশ্য পূর্বতন জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বা National Highways Development Project-এর পরিমার্জিত সংস্করণ)।

প্রকল্পভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দ (Projectising) সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু কাজ ভালো এগোয়নি। উদাহরণ হিসেবে ভারতনেট প্রকল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতনেট (আগেকার National Optical Fibre Network) প্রকল্পের লক্ষ্য হল প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। এর রূপায়ণে নানারকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলে কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। সমস্যার অনেকটাই হয়তো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির হাতে এর রূপায়ণের দায়িত্ব থাকার ফল। সংস্থাগুলির কাছে এই প্রকল্পের রূপায়ণ অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে না।

গ্রামীণ পরিকাঠামোগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-য়। প্রকল্পটির রূপায়ণ এত দ্রুতগতিতে হচ্ছে যে, তার দশকভিত্তিক পর্বগুলির দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সময়সীমা ২০২১ থেকে এগিয়ে ২০১৯ করা হয়েছে। ফলে তৃতীয় দফার কাজ আগেই শুরু হতে পারবে। গ্রামীণ সড়ক পরিষেবা পৌঁছে গেছে নানা প্রান্তিক অঞ্চলেও। রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণে জোর দেওয়া হচ্ছে। ফলত যাতায়াতের সুবিধা অনেক বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পরিষেবাও পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামের ঘরে ঘরে। গ্রাম ভারতের বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে এখন গ্রামভিত্তিক বিদ্যুৎ সংযোগের পরিবর্তে পরিবারপিছু বিদ্যুৎ সংযোগে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। শৌচালয় নির্মাণ কর্মসূচি সম্পর্কে এটাই বলা যায়, সাধারণ মানুষের অভ্যাস না বদলালে একের পর এক শৌচালয় তৈরি করেও কাজের কাজ বিশেষ

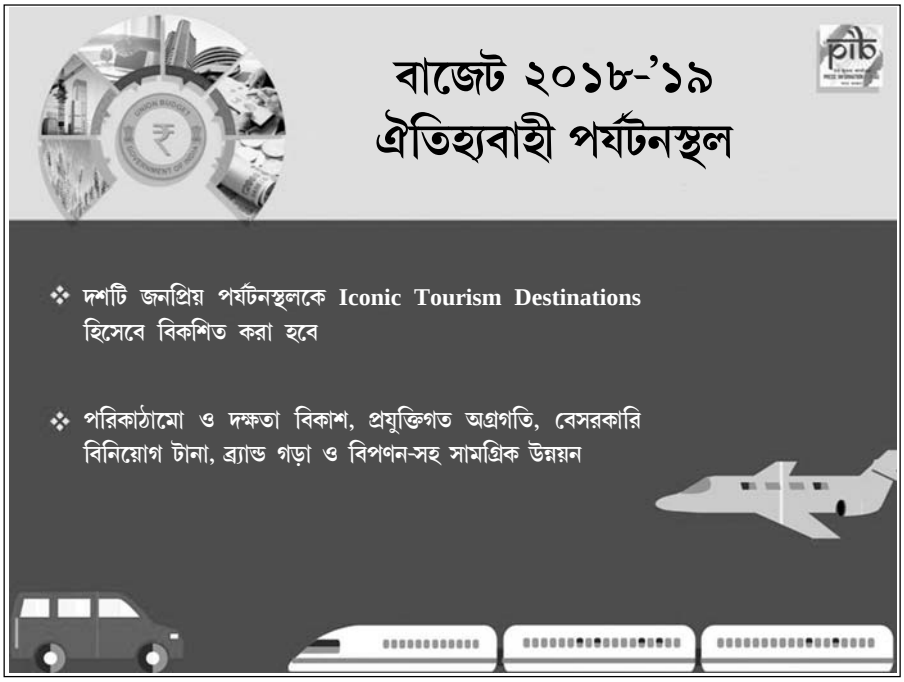

হবে না। শৌচালয় ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য দরকার জোরদার প্রচার।

আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন। উদাহরণ হিসেবে সড়ক ও বিমান পরিষেবার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি ধরা যাক। নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরি হলে প্রতিটির ওপর নির্ভরশীল যাত্রীর সংখ্যা কমবে। ফলে একটি নির্দিষ্ট বিমানবন্দর থেকে বেশি উড়ান চালানো লাভজনক হবে না। সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিমানবন্দর প্রকল্পটির যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। কর্ণাটকের হুব্বালি এবং বেলগাভি-র দূরত্ব সড়কপথে ১০০ কিলোমিটারের কম। স্থল পরিবহণ পরিষেবাও চমৎকার। কিন্তু দু'টি শহরই বিমানবন্দরের দাবিদার। দৈনিক এই বিমানবন্দরগুলি থেকে ২-টি করে উড়ানের ব্যবস্থা থাক, এমনটাই চান সেখানকার মানুষজন। কথা হল, জনবসতি থেকে এই বিমানবন্দরে পৌঁছতে সময় লাগবে ২ ঘণ্টার কম। আবার বেঙ্গালুরু শহরের মধ্যেই এমন অনেক জায়গা আছে যেখান থেকে ওই শহরের বিমানবন্দর পৌঁছতে ২ ঘণ্টার বেশি লেগে যায়। তাই কার্যকরভাবে বিমান পরিষেবা বাড়াতে গেলে সড়ক পরিবহণের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। আর দূরত্বের পাশাপাশি সময়ের বিষয়টিও বিবেচ্য। অঞ্চলভেদে বিষয়টা একেবারেই অন্য রকম হতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলে কাছাকাছি দু'টি বিমানবন্দর থাকা অবশ্যই সুবিধাজনক।

মেট্রো এবং সাধারণ রেল পরিষেবার সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই রকম। বেঙ্গালুরু এবং দিল্লিতে এই ক্ষেত্রে ঘাটতি চোখে পড়ার মতো। ফলে বহু ক্ষেত্রেই এইসব পরিষেবার চাহিদা কমে যাচ্ছে। আসলে কাজের কাজ কতটা হচ্ছে, সেটাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। 'স্মার্ট সিটি'-র জন্য কয়েকটা অসমন্বিত মানদণ্ড তৈরি করে অন্ধভাবে এগোলে লাভ হবে না কিছু।

আলোচনায়, শক্তি এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়টিও আসতে পারে। সরকার এক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করে পা ফেলতে চায়। রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ সব সময়েই কাম্য। এক্ষেত্রে বরাদ্দও হচ্ছে যথেষ্ট। আবার অন্যদিকে, সরকার চায়, ২০৩০ নাগাদ দেশের সমস্ত সড়কযান বিদ্যুৎচালিত হয়ে উঠুক। এক্ষেত্রে কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল সম্পূর্ণ একমত নয়। সময়সীমা নিয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করে। বিদ্যুৎচালিত যানের বিষয়েও তাদের অবস্থান আলাদা।

শেষ কথা

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করতে, এবং দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারে সড়ক, বিমান, রেল, বন্দর এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিষেবার উন্নয়নে পরিকাঠামো খাতে ভারতের দরকার ৫০ লক্ষ কোটি (৫০ ট্রিলিয়ন) টাকার বিনিয়োগ—এবারের বাজেট ভাষণের শুরুতেই বলেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এক্ষেত্রে সরকার দায়বদ্ধ এবং বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। আসলে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টা সমস্যা নয়। সঠিক কৌশল নিয়ে এগোনো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করাটাই বড়ো চ্যালেঞ্জ।❑

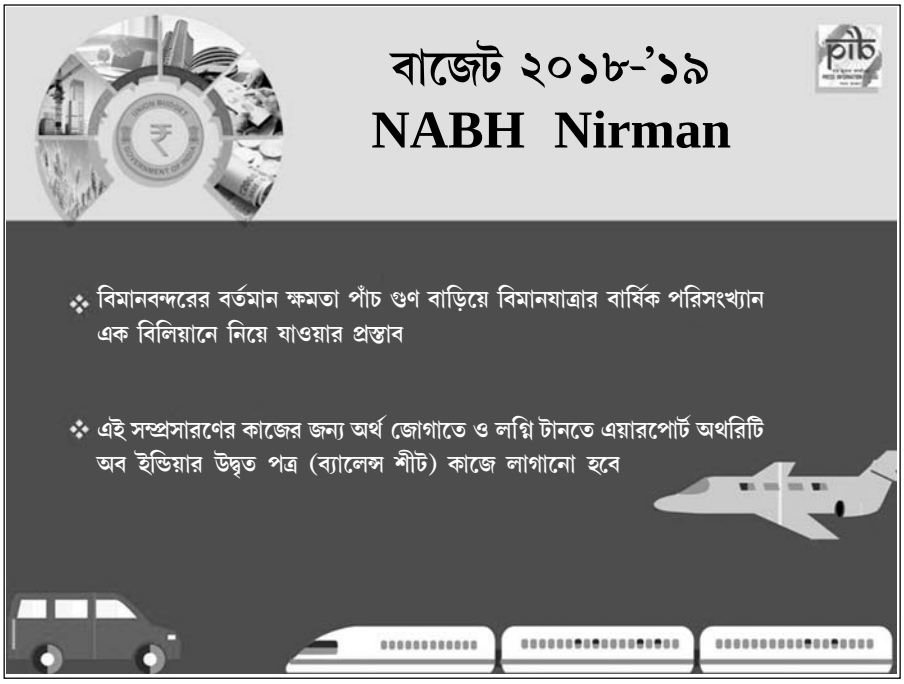

কেন্দ্রীয় বাজেট : বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরির প্রয়াস

দানিশ এ. হাসিম, বর্ষা কুমারী

'বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল'-এর নিরিখে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১৮ সালের তালিকায় ভারত একলাফে ১৩০-তম থেকে শততম স্থানে উঠে এসেছে। আগামী দু' বছরের মধ্যে ভারতকে এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে দেখতে চান প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল বা EoDB-র প্রশ্নে আরও এগিয়ে যেতে এবারের বাজেটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব থাকবে বলে তাই আগাম অনুমান ছিল। কার্যক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। EoDB-র ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাবে বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের প্রসারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে।

সহজে বাণিজ্য করার পরিবেশ বা বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরির বিষয়টি এবারের বাজেটে যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, তা গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে এককথায় নজিরবিহীন। বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল বা Ease of Doing Business—EoDB-র ক্ষেত্রে সরকারের এতটা গুরুত্ব দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের যে সুযোগ এদেশে এতদিন কাজে লাগানো হয়নি তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার। এজন্য ব্যবসা শুরু করা থেকে তা পরিচালনার গোটা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে এতদিন বিনিয়োগকারীর সামনে যেসব অবাঞ্ছিত বাধা এবং অসুবিধা মাথাচাড়া দিত, তা দূর করা দরকার। তাই, এখন একদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক সংস্থার নিবন্ধীকরণের কাজ শেষ করে ফেলা হচ্ছে। পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST চালু হওয়ায় পরোক্ষ কর দেওয়ার ক্ষেত্রে ঝামেলা কম পোহাতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। দেউলিয়া বিধি (Insolvency and Bankruptcy Code—IBC)-র কার্যকর প্রয়োগের দৌলতে এসংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হচ্ছে।

শ্রম, জমি, পরিদর্শন, বিরোধের নিষ্পত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারে উদ্যোগী হতে বলা হচ্ছে রাজ্যগুলিকে। এখানে এগোনো হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা মাথায় রেখে। ফল মিলতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। 'বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল'-এর নিরিখে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১৮ সালের তালিকায় ভারত একলাফে ১৩০-তম থেকে শততম স্থানে উঠে এসেছে। আগামী দু' বছরের মধ্যে ভারতকে এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে দেখতে চান প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল বা EoDB-র প্রশ্নে আরও এগিয়ে যেতে এবারের বাজেটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব থাকবে বলে তাই আগাম অনুমান ছিল।

কার্যক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। EoDB-র ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাবে বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের প্রসারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে। এমনই কিছু প্রস্তাব নিয়ে এই আলোচনা।

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্রস্তাব

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ঋণদান, মূলধন এবং সুদে ভরতুকি বাবদ তিন লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব সংস্থাগুলিকে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, সেই লক্ষ্যেও রয়েছে নানা প্রস্তাব। নথি সংক্রান্ত ঝুটঝামেলার জেরে যাতে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির ঋণ পাওয়া আটকে না যায় সেজন্য এদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য-পরিসংখ্যানের এক কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

[শ্রী হাসিম Confederation of Indian Industry, CII-এর বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল বিষয়ে দিশানির্দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের প্রধান। ই-মেল : danish.hashim@cii.in। শ্রীমতী বর্ষা প্রতিষ্ঠানে একই বিভাগে পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত। ই-মেল : varshak.kumari44@gmail.com]

সহজে মূলধনের সংস্থানের জন্য Fintech বা অর্থ-প্রযুক্তি কাজে লাগানোর কথাও বলা হয়েছে (এই Fintech হল ব্যাঙ্কিং এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Computer Programme)।

- **অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংস্থা বা MSME ক্ষেত্রে ঋণদান-এ ছাড়পত্র সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সরলীকরণ :** এই লক্ষ্যে Trade Receivable Discounting System—TReDS বা বাণিজ্য ছাড় সংক্রান্ত প্রণালীর সঙ্গে পণ্য ও পরিষেবার কর নেটওয়ার্ক বা GST Network (GSTN)-এর সংযোগসাধনের প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। এর ফলে MSME সংস্থাগুলির দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য মূলধন ব্যবস্থাপনা আরও সুষ্ঠু হবে। বিল-এ ছাড় পাওয়াও সহজ হবে। তাছাড়াও, ব্যাঙ্কগুলির কাছে এইসব সংস্থার আদানপ্রদান সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্রীয় প্রণালীর মাধ্যমে পৌঁছে যাওয়ায় ঋণ দিতেও তারা টালবাহানা করবে না।
- **কর ছাড় :** ২৫ শতাংশ কর্পোরেট করের হারের আওতায় আনা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন রয়েছে এমন সব বাণিজ্যিক সংস্থাকে। আগে ২৫ শতাংশ করের হারের সুবিধা পাওয়া যেত ৫০ কোটি টাকা লেনদেন পর্যন্ত। এর ফলে উপকৃত হবে দেশের ৯৯ শতাংশ বাণিজ্যিক সংস্থা।
- **অনুৎপাদক সম্পদের মোকাবিলার বিষয়ে MSME ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি :** অনুৎপাদক সম্পদের মোকাবিলার পাশাপাশি MSME সংস্থাগুলির তহবিল পরিস্থিতি ভালো করা সরকারের লক্ষ্য। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কগুলিতে অনুৎপাদক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত নয় এমন ঋণ পরিশোধে MSME সংস্থাগুলি ১৮০ দিন পর্যন্ত বাড়তি সময় পাবে। সাধারণভাবে এই সময়সীমা ৯০ দিন পর্যন্ত। RBI-এর এই নির্দেশের ফলে MSME সংস্থাগুলির হাতে নগদের জোগান বাড়বে। ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আরও কিছুটা চাপমুক্ত থাকতে পারবে তারা।
- **অনন্য পরিচয় চিহ্ন :** বর্তমানে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় নিবন্ধীকৃত হতে হয়। সংস্থা হিসেবে নথিভুক্তিকরণের পাশাপাশি সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ করতে হয় আলাদাভাবে। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে এগোতে হয় পৃথকভাবে। এর ফলে অর্থ ও সময়ের অপচয় হয় অনেকখানি। তা রুখতে আধার-এর আদলে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে অনন্য পরিচয় চিহ্ন বা Unique ID দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে সরকারের তরফে। তা কার্যকর হলে একটি জায়গায় নিবন্ধীকৃত হলেই বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির এসংক্রান্ত সব কাজ মিটে যাবে।
- **জাতীয় স্তরে লজিস্টিক পোর্টাল :** 'National Logistics Portal' গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রক। তা হয়ে গেলে লজিস্টিক পরিষেবা প্রদানকারী (Logistics Service Providers), ক্রেতা, শুল্ক দপ্তর, বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত মহানির্দেশনালয় (Directorate General of Foreign Trade—DGFT), রেল, বন্দর, বিমানবন্দর, অভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলবর্তী জাহাজ পরিবহণ—সব কর্তৃপক্ষকেই এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে তাদের পারস্পরিক সমন্বয়হীনতার সমস্যা মেটানো যাবে। এর ফলে 'logistics' খাতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত খরচ কমানোও সম্ভব হতে পারে।
- **সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদে নিয়োগ :** কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে নিয়োগের রীতি এতদিন চালু ছিল শুধুমাত্র বয়নশিল্পে। এবার সবক্ষেত্রেই তা চালু করতে চাইছে সরকার। তা হলে গেলে, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি প্রয়োজনমতো বাড়তি কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। স্বল্প সময়ের জন্য নিয়োগের স্বাধীনতাও থাকবে তাদের। চাহিদাভিত্তিক নিয়োগের সুবিধা পাওয়ায় বিশেষভাবে উপকৃত হবে চর্ম, জুতো শিল্পের মতো ক্ষেত্র। এই সব শিল্প বেশিমাত্রায় শ্রমনির্ভর হওয়ায় সামগ্রিক কর্মসংস্থানেও গতি আসবে। বাজেটে নিয়োগকারী সংস্থাকে কোনও মধ্যমপক্ষের সাহায্য ব্যতিরেকে সরাসরি কর্মী নিয়োগের স্বাধীনতা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এর ফলে সংস্থাগুলির বেশ খানিকটা সাশ্রয় হবে।
- **স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে সমতা :** এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে এগোবে কেন্দ্র। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে চার থেকে সাত শতাংশ হারে স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হয়। এক্ষেত্রে সারা দেশে সমতা আসলে জমির দামের ক্ষেত্রে একটা সাযুজ্য আনা সম্ভব হবে।
- **প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশাসন :** বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিরোধের চটজলদি সমাধানের লক্ষ্যে সরকার সমস্ত জেলা ও নিম্নতর আদালতে কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থাপত্রকে আরও জোরদার করতে চায়। এর ফলে জাতীয় বিচারবিভাগীয় তথ্য সংবহন প্রণালী বা National Judicial Data Grid-এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে। তৈরি হবে বিভিন্ন মামলার তথ্যমনায়িত্ব বৈদ্যুতিন মঞ্চ। বৈদ্যুতিন আদালতের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন লেনদেন এবং বৈদ্যুতিন নথি পেশ (e-court, e-payment এবং e-filing) ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করলে বাণিজ্যিক বিভিন্ন চুক্তির রূপায়ণের কাজেও গতি আসবে (Contract Enforcement Mechanism)। এই ক্ষেত্রে ভারত কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। প্রাসঙ্গিক তালিকায় তার স্থান ১৬৪-তম।
- **বৈদ্যুতিন সড়ক কর প্রদান ব্যবস্থা (Electronic Toll Payment) :** সড়ক কর সংগ্রহ কেন্দ্র (Toll Plaza)-তে নগদে লেনদেনের পরিবর্তে Fastag-এর সাহায্যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী সরকার। বর্তমানে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় এই ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। তা সব জায়গায় চালু হলে যাতায়াতের সময় এবং পণ্য পরিবহণের খরচ অনেক বাঁচবে।

- **প্রতিরক্ষা উৎপাদনে জোর :** প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে বেসরকারি ক্ষেত্রকে শামিল করার পাশাপাশি দেশে দু'টি প্রতিরক্ষা পণ্য করিডোর গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। লক্ষ্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের আমদানি কমিয়ে দেশজ উৎপাদন বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান। ২০১৮-র প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন নীতি অনুযায়ী দেশের ভেতরে এসবের নির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রই কাজ করবে। তাতে শামিল হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বা MSME ক্ষেত্রও।
- **বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিমার্জিত নীতি (ODI) :** ODI নীতিকে আরও প্রাসঙ্গিক এবং সমন্বিত করে তোলার জন্য বর্তমান নির্দেশিকাগুলিকে বিশদে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য সমন্বিত বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপত্র চালু করতে চায় সরকার। তা সম্ভব হলে স্টার্ট আপ-সহ ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবে।
- **শিল্পমহলের প্রতিক্রিয়া যাচাই :** শিল্প নীতি ও প্রসার দপ্তর (Department of Industrial Policy and Promotion—DIPP)-এর বাণিজ্য সংস্কার কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগকে আরও কার্যকর করে তুলতে, সরকারি বাণিজ্যমহলের প্রতিক্রিয়া যাচাই করে সংস্কারের কাজের অগ্রগতির নিরিখে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে চায়। আগে এই তালিকা তৈরি হ'ত বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী। তাতে বাস্তব পরিস্থিতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানজগতের জন্য ব্যবসা সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য নানাক্ষেত্রেও সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী। কৃষিক্ষেত্রে এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে গ্রামে হাটগুলিকে গ্রামীণ কৃষিপণ্য বাজার বা Gramin Agricultural Markets—GrAMs-এর পর্যায়ে উন্নীত করা হচ্ছে।

"বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল সৃষ্টির কাজে গতি আনতে এবারের বাজেটে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। তার বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থানে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবে দেশ। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সময় ও অর্থেরও অনেকটা সাশ্রয় হবে। এই কর্পোরেট দুনিয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা, কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি—সব আঙিনাতেই বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এইসব উদ্যোগ বিনিয়োগ টানবে। পাশাপাশি শ্রম আইন, জমি, অধিগ্রহণ, আদানপ্রদানে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা—এসব বিষয়েও সরকার যেভাবে এগোচ্ছে তাতে লগ্নির পথ আরও প্রশস্ত হবে।"

এই বাজারগুলির সঙ্গে জাতীয় বৈদ্যুতিন পণ্য আদানপ্রদান মঞ্চ e-NAM-কে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর ফলে কৃষক এবং উপভোক্তা—উভয় পক্ষেরই পাইকারী হারে পণ্য কেনা-বেচায় সুবিধা হবে। এছাড়া যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল (Long Term Irrigation Fund—LTIF) গড়ে তোলা, মৎস্য ও জলজ চাষ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (Fisheries and Aquaculture Development Fund—FAIDF), এবং পশুপালন পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund—AHIDF) গড়ে তোলা। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হবে ব্রডব্যান্ড।

পরিশেষ

বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল সৃষ্টির কাজে গতি আনতে এবারের বাজেটে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। তার বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থানে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবে দেশ। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সময় ও অর্থেরও অনেকটা সাশ্রয় হবে। এই কর্পোরেট দুনিয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা, কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি—সব আঙিনাতেই বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এইসব উদ্যোগ বিনিয়োগ টানবে। পাশাপাশি শ্রম আইন, জমি, অধিগ্রহণ, আদানপ্রদানে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা (Third Party Approval)—এসব বিষয়েও সরকার যেভাবে এগোচ্ছে তাতে লগ্নির পথ আরও প্রশস্ত হবে। বৈদ্যুতিন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্র বা e-governance-এর বিষয়ে রাজ্যগুলিকে আরও উদ্যোগী করে তোলা প্রয়োজন। কেন্দ্রের শ্রম সুবিধা পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার রূপায়ণ, জমি সংক্রান্ত নথির ডিজিটাইজেশন-এ আরও তৎপর করে তুলতে হবে রাজ্যগুলিকে। পুরসভাগুলির যাবতীয় তথ্যাদি অনলাইন এসে যাওয়া জরুরি। যেসব রাজ্য বাণিজ্য সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কাজে প্রয়োজনীয় রসদ বা নিছক উৎসাহের অভাবে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে বেশি করে। আসলে এবিষয়ে আরও অনেক দূর এগোতে হবে দ্রুতগতিতে। ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সময়ের চাহিদা হল আরও উদ্যোগ ও প্রয়াস।❑

WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না

রাজ্যসরকারের চাকরি গুলির মধ্যে মর্যাদায় এবং কৌলিণ্যে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে ডব্লুবিসিএস। এই পরীক্ষাটি যে খুব কঠিন তা নয়। কোনো ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যতই খারাপ হোক না কেন, তার খেসারত এই পরীক্ষায় দিতে হয় না। কারণ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কিংবা গ্র্যাজুয়েশনে প্রাপ্ত নম্বরকে ধর্তব্যেই আনে না পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পি এস সি নিজের মানদন্ডে বিচার করে নেয় একজন প্রার্থীকে। ইংরাজি এবং অংকে একেবারে সাদামাটা হয়েও ডব্লুবিসিএস এ সাফল্য পাওয়া যায় অনায়াসে। সুতরাং সাধারণ মেধার ছেলে মেয়েদের কাছে ডব্লুবিসিএস এক আশীর্বাদ স্বরূপ। WBCS এর বিষয় বিন্যাস এমন যে, WBCS এর জন্য প্রস্তুতি নিলে শিক্ষকতা ছাড়া আর সব পরীক্ষাতেই সাফল্য পাওয়া যায়। WBCS এর জন্য পড়তে হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সংবিধান, অর্থনীতি, ইংরাজি, বাংলা, জিকে, পরিবেশ, জি.আই, অংক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি। সি.জি.এল., রেল, এস.আই, ফুড এবং পুলিশ, ক্লার্ক, গ্রুপ-ডি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হল ইংরাজী, অংক, জিকে এবং জি. আই। সুতরাং WBCS এর প্রস্তুতি কাজ দেয় আর সকল পরীক্ষাতেই। কিন্তু ডব্লুবিসিএস এর নাম শুনে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে এক অহেতুক ভীতির সঞ্চার হয়। এরূপ ভীতি বা শঙ্কা একেবারেই অনর্থক। ডব্লুবিসিএসের সাফল্যের তালিকায় নজর রাখলে দেখা যায় সাধারণ মেধার ছাত্র ছাত্রীদের জয় জয়াকার। সাধারণ থেকে ঘষে মেজে অসাধারণ হয়ে ওঠার সোপান হল ডব্লুবিসিএস। ডব্লুবিসিএস হল এক রূপকথা — যে রূপকথাকে শুধুমাত্র পরিশ্রম এবং প্ল্যানিং এর দ্বারা বাস্তবায়িত করা যায়। এই পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখতে শিখতে হবে। এমন স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখার জন্য নয়, এ স্বপ্ন তোমার ঘুম কেড়ে নেবে। সাফল্যের জন্য দরকার পরিশ্রম যাকে ইংরাজিতে বলা হয় Hard Work। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ের যুগে শুধুমাত্র Hard Work সাফল্য এনে দিতে পারবে না, তার জন্য দরকার Smart Work। অর্থাৎ তোমার বইপত্র চয়ন, গেমপ্ল্যান, স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা দেওয়া —প্রতিটি পর্যায়ই করতে হবে অত্যন্ত কুশলীভাবে, স্মার্টলি। হার্ডওয়ার্ক নিজে নিজে করে নেওয়া যায়, কিন্তু কোয়ালিটি ওয়ার্ক এবং স্মার্ট ওয়ার্কের জন্য একজন সুদক্ষ গাইডের প্রয়োজন — যিনি নিজে হবেন স্মার্ট এবং যার থাকবে যথেষ্ট কোয়ালিটি। এরকম স্মার্ট গাইডের সাহায্য এবং সহচর্য পাওয়া সম্ভব একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **WBCS-2016-তে A গ্রুপে সফল হয়েছেন ২১ জন। WBCS-2015-তে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই প্রতিষ্ঠানের এবং A,B,C ও D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনেরও অধিক। WBCS-2014-এর চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১২০ জন ও WBCS-2013-তে সফল হয়েছে ১১০ জন এবং মিসলেনিয়াস ২০১১-তে ৬৫ জন সফল। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা। এছাড়াও অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস্, রাজ্যসরকারের সিজিএল এ অ্যাকাডেমিকের বহু ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে। সাফল্যের শতকরা হারে এই প্রতিষ্ঠান এখন সবার সেরা। তাই লক্ষ্য যদি হয় সিভিল সার্ভিস, তবে একমাত্র গন্তব্য হোক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

WBCS এর প্রস্তুতি নিলে সাফল্য আসে অন্য সকল পরীক্ষাতেও

WBCS - 2019 ব্যাচে ভর্তি চলছে ক্লাস শুরু শীঘ্রই

নতুন বর্ধিত কোর্স ফি কার্যকর হচ্ছে শীঘ্রই। পুরানো কোর্স ফিতে ভর্ত্তির জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

MOCK TEST SCHEDULE
FOR WBCS MAINS-2018

MOCK TEST	DATE	SUBJECT
MOCK-01& 02	18.03.2018	HIST & GEO
MOCK-03 & 04	25.03.2018	IP & ECO
MOCK-05 & 06	08.04.2018	EVS, GK & CA
MOCK-07 & 08	22.04.2018	MATH & GI
MOCK-09	06.05.2018	BNG/URDU/HINDI
MOCK-10 & 11	13.05.2018	HIST & GEO
MOCK-12	20.05.2018	ENG
MOCK-13 & 14	27.05.2018	IP & ECO
MOCK-15	03.06.2018	BNG/URDU/HINDI
MOCK-16 & 17	10.06.2018	EVS, GK & CA
MOCK-18 & 19	24.06.2018	MATH & GI
MOCK-20	08.07.2018	ENG

মকটেস্টের প্যাকেজে থাকছে-

● ২০টি মকটেস্ট ● ৪০টি ক্লাসটেস্ট ● সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং EVS এর নোটস্ ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাস করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।** পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন
H.O : 53/6 College Street (College Square)
Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
9038786000
9674478600
9674478644

FORM IV

Statement about Ownership and other particulars about **Yojana (Bengali) (To be published in the first issue every year after the last day of February).**

1.	Place of Publication	:	Kolkata
2.	Periodicity of Publication	:	Monthly
3.	Printer's Name	:	Dr. Sadhana Rout
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Publications Division, Soochna Bhavan, New Delhi-110 003.
4.	Publisher's Name	:	Dr. Sadhana Rout
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Publications Division, Soochna Bhavan, New Delhi-110 003.
5.	Editor's Name	:	Rama Mandal
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Publications Division, 8, Esplanade East Kolkata-700 069.
6.	Name & Address of Individual who owns the newspaper and Partner or shareholder holding more than one Percent of the total capital.	:	Wholly owned by Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi-110 001.

I, Sadhana Rout, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Dr. Sadhana Rout)

Dated : 13.02.2018

Signature of Publisher

কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি এবং কৃষক অনুসঙ্গ

ড. জে. পি. মিশ্র, শিবালিকা গুপ্ত

কৃষিক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনার দিকে এতকাল তেমন নজর দেওয়া হয়নি বললেই চলে। ২০১৮-'১৯-এর বাজেট ভাষণে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে খুব বেশি করে। কৃষকদের দুরবস্থা দূর করতে বহুমাত্রিক উদ্যোগের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। সর্বাত্মক বিকাশকে মূল লক্ষ্য করে জোর দেওয়া হয়েছে উদ্ভাবন, আয়বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর ওপর। আপাতভাবে দেখতে গেলে ২০১৮-'১৯-এর বাজেট প্রস্তাবে কৃষিতে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ কম মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রভিত্তিক পর্যালোচনায় বোঝা যাবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকারের অগ্রাধিকার কতখানি?

'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' বা সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের উন্নয়নের দিশায় ২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে রয়েছে এক বড়ো ধরনের প্রয়াস। কৃষি-অর্থনীতির বিকাশকে এই বাজেট প্রস্তাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বাত্মক, উদ্ভাবনভিত্তিক এবং আনকোরা নতুন বেশ কিছু প্রস্তাব রয়েছে তাতে। শুধুমাত্র উৎপাদনের ওপর সবটুকু গুরুত্ব না দিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে আয়ের বিষয়ে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভারত খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি কাটিয়ে উঠে উদ্বৃত্ত শস্যের দেশ হয়ে উঠেছে।

এখন এদেশ থেকে খাদ্য রপ্তানি করা হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির নিবিড় প্রয়োগ কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বহু অঞ্চল রয়েছে যেখানে বছরের সবসময় পর্যাপ্ত জল মেলে না। কৃষি খামারগুলির আয়তন ক্রমশ কমে যাওয়া, সম্পদের অপ্রতুলতা, কাঁচামাল-এর দাম বেড়ে যাওয়া—এসবের কারণে কৃষিকাজ থেকে লাভের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবারের বাজেটে এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এগোনোর ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্টভাবে। কৃষকদের কল্যাণে প্রস্তাব রাখা হয়েছে নানা প্রকল্পের। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পণ্য বাজারজাত—প্রতিটি ধাপের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করতে চায় সরকার। এজন্য বাজার পরিকাঠামো-সহ সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। এক্ষেত্রে দরকার বহুমাত্রিক উদ্যোগ।

বাজেটে আরও বরাদ্দ

কৃষিক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনার দিকে এতকাল তেমন নজর দেওয়া হয়নি বললেই চলে। ২০১৮-'১৯-এর বাজেট ভাষণে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে খুব বেশি করে। কৃষকদের দুরবস্থা দূর করতে বহুমাত্রিক উদ্যোগের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। সর্বাত্মক বিকাশকে মূল লক্ষ্য করে জোর দেওয়া হয়েছে উদ্ভাবন, আয়বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর ওপর। আপাতভাবে দেখতে গেলে ২০১৮-'১৯-এর বাজেট প্রস্তাবে কৃষিতে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ কম মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রভিত্তিক পর্যালোচনায় বোঝা যাবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকারের অগ্রাধিকার কতখানি? প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় এবার আগের বছরের তুলনায় বরাদ্দ ২২ শতাংশ বেড়েছে। জৈব চাষ, প্রক্রিয়াকরণ, উপকরণ ও কাঁচামাল, পরিষেবা এবং কৃষিঋণ বাবদ ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না। শস্য বীজ বাবদ বরাদ্দ নির্ধারিত হয় চাহিদা অনুযায়ী (আগের বছরের বরাদ্দ এবং প্রকৃত চাহিদার তুল্যমূল্য বিচার করে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয় আগে থেকেই—RE Stage-এ)। প্রক্রিয়াকরণ

[শ্রী মিশ্র ড. সরকারের নীতি আয়োগের পরামর্শদাতা (কৃষি বিষয়ক)। ই-মেল : mishrajaip@gmail.com। শ্রীমতী গুপ্ত তরুণ পেশাদার বিশেষজ্ঞ, নীতি আয়োগ, ভারত সরকার।]

এবং মূল্য সংযোগ বা Value Addition-এর দিকটিতে এতদিন সেভাবে লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবারের বাজেটে ছবিটা একেবারে আলাদা। ২০১৭-'১৮-র তুলনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে বেড়েছে প্রায় ১০০ শতাংশ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

২০১৬-'১৭-র প্রকৃত ব্যয়, ২০১৭-'১৮-র প্রকৃত সম্ভাব্য ব্যয় (Revised Estimates) এবং ২০১৮-'১৯-এর ব্যয়বরাদ্দের তুলনামূলক বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে সরকার কোন পথে এগোচ্ছে। দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতেই ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে ক্রমাগত (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়ের ওপর। এবারের বাজেট প্রস্তাবে এই মর্মে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা চলে, কৃষির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে গেছে। কৃষকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণগুলিও চিহ্নিত করা হচ্ছে জরুরিভিত্তিতে।

সারণি-১
বাজেটে কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের জন্য ব্যয়বরাদ্দ

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ/দপ্তর	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮	২০১৮-'১৯	শতাংশ পরিবর্তন
১	কৃষি মন্ত্রক	৪৪,৫০০	৫০,২৬৪	৫৭,৬০০	১৫ শতাংশ
১.১	কৃষি সমন্বয় ও কৃষককল্যাণ দপ্তর	৩৬,৯১২	৪১,১০৫	৪৬,৭০০	১৪ শতাংশ
১.২	পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও মৎসচাষ দপ্তর	১,৮৫৮	২,১৬৭	৩,১০০	৪৩ শতাংশ
১.৩	কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তর	৫,৭২৯	৬,৯৯২	৭,৮০০	১২ শতাংশ
২	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক	৭১৩	৭১৫	১,৪০০	৯৬ শতাংশ

সারণি-২
কৃষি ও কৃষি-বাণিজ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব

অগ্রাধিকার ক্ষেত্র	ভারত সরকারের কর্মসূচি	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮	২০১৮-'১৯	শতাংশ পরিবর্তন
ঝুঁকি মোকাবিলা	প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা	১১,০৫১.০০	১০,৬৯৯.০০	১৩,০০০.০০	২২ শতাংশ
জৈব চাষ	উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব চাষ ব্যবস্থাপনার বিকাশ	৪৮.২০	১০০	১৬০	৬০ শতাংশ
দামি পণ্য	পুষ্পচাষের প্রসার	১,৪৯৩.০৭	২,১৯০.০০	২৫৩৬	১৬ শতাংশ
কাঁচামাল ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	বীজ ও রোপণ	১৬৭.৮৫	৪৮০.০০	৩৩২.০০	– ৩১ শতাংশ
	গাছের সুরক্ষা	১৩৭.৮৬	৬২.৬৬	১২৯.২৫	১০৬ শতাংশ
	কৃষির প্রসার	৫৯০.৪৬	৮২১.০০	১,০২০.০০	২৪ শতাংশ
	খামারের আধুনিকীকরণ	৩৬৬.৯৩	৭৭৬.৭১	১,১৬৫.২৯	৫০ শতাংশ
সেচ	PMKSY-প্রতি খেতে জল	৪৩৯.৮	১৮৮৮	২৬০০	৭৯ শতাংশ
	PMKSY-র প্রতি বিন্দুতে আরও শস্য	১৯৯১.২৫	৩০০০	৪০০০	৩৩ শতাংশ
কম সুদে ঋণ	কৃষিঋণ	৯০০০০০	১০০০০০০	১১০০০০০	১০ শতাংশ
শ্বেত বিপ্লব	পশুপালন মিশন	১৩০৯.১৬	১৬৩২.৯৭	২২১৯.৮৯	৩৬ শতাংশ
নীল বিপ্লব	মৎস্যচাষের উন্নয়ন	৩৮৭.৮১	৩০১.৭৩	৬৪২.৬১	১১৩ শতাংশ
প্রক্রিয়াকরণ	প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্পাদ যোজনা	—	—	১৩১৩.০৮	—

দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন : কাজের পরিসরের প্রসার

কৃষিক্ষেত্রে অসাম্য প্রকট। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে কর্মরতদের ৫৫ শতাংশই কৃষিশ্রমিক। ওই বছর আর্থ-সামাজিক ও বর্ণভিত্তিক জনগণনা (SECC) অনুযায়ী, গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলির ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ ভূমিহীন। পশুপালন এবং মৎস্যচাষের ওপর নির্ভরশীল অন্তত ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। এবারের বাজেটে সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত যেসব প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাতে কৃষিক্ষেত্রের চালচিত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে। বাজেট ২০১৮-'১৯-এ 'কৃষি'-কে 'উদ্যোগ'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে এতদিন পর্যন্ত কৃষকদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধাপ্রাপক হিসেবেই দেখা হ'ত। এবার জোর দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষমতায়নের ওপর। এজন্য, বৃহত্তর কৃষি পরিসরের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের কল্যাণে সম্পদের যুক্তিযুক্ত ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই কল্যাণযজ্ঞের আওতায় আসবেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, মৎস্যচাষি, পশুপালক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে নিযুক্ত মানুষজন—সকলেই। বাদ যাবেন না গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরাও। পাট্টাদার চাষি (ইজারা নিয়ে চাষ করেন যারা), মৎস্য বা পশুপালনে নিয়োজিত মানুষ—সকলকেই কৃষিঋণ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে। মনে রাখতে হবে, দেশের মানুষের ৫০ শতাংশের বেশি কর্মরত কৃষিক্ষেত্রে। এখনও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ। গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি থেকে সরে এসে সরকার প্রতিটি কৃষকের প্রাপ্য আয় নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। এনিয়ে গত তিন বছরে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। ফসল উৎপাদনের পর তা বাজারের বিক্রির ক্ষেত্রেও কৃষকরা

যাতে সমস্যা বা লোকসানের মুখে না পড়েন সেদিকেও দৃষ্টি দিচ্ছে সরকার।

গত তিন বছর ধরে সামগ্রিকভাবে নাগরিকদের আয় সংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে সরকারের কাছে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের দ্বিতীয় বছরেই হাতে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। বর্তমানে এর আওতায় এসে গেছেন কৃষকদের ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এর প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-র খরিফ মরসুমে ঋণদায় নেই এমন কৃষকের সংখ্যা ৬ গুণ বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিরামহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অতিক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা (Micro Irrigation), মৃত্তিকার উর্ব্বরতা (Soil Health) এবং জৈবচাষের প্রসারে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। মৃত্তিকা স্বাস্থ্যপত্র বা সয়েল হেল্‌থ কার্ড আরও বেশি সংখ্যায় কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি তা আরও কোন কোন ভাবে কাজে লাগানো যায়, নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাড়ে এগারো কোটি সয়েল হেল্‌থ কার্ড বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। বৈদ্যুতিন জাতীয় কৃষি বাজার মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে চারশো সত্তরটি মাণ্ডি। পশুপালন ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বিকাশেও কয়েক বছর ধরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় সড়ক পরিষেবা এবং কৃষি বাজার ব্যবস্থার প্রসারে এগোনো হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক। প্রধান কৃষিজ উৎপাদন অঞ্চলগুলির সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলির সংযোগসাধনের মাধ্যমে ফসল মাঠ থেকে ওঠার পর তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার মূল্য সংযোগ-এর দিকে (Value Addition) বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

সর্বাত্মক কর্মসূচি : অবহেলিত দিকগুলিতে অগ্রাধিকার

২০০৪ সাল থেকেই সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মাধ্যমে ঋণদান বেড়ে চলেছে। অঞ্চল এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছুটা তারতম্য রয়েছে অবশ্য। ২০১৮-'১৯-এ কৃষিঋণ বাবদ ১১ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া

চিত্র-১
ইজারা নেওয়া জমি : রাজ্যভিত্তিক চিত্র

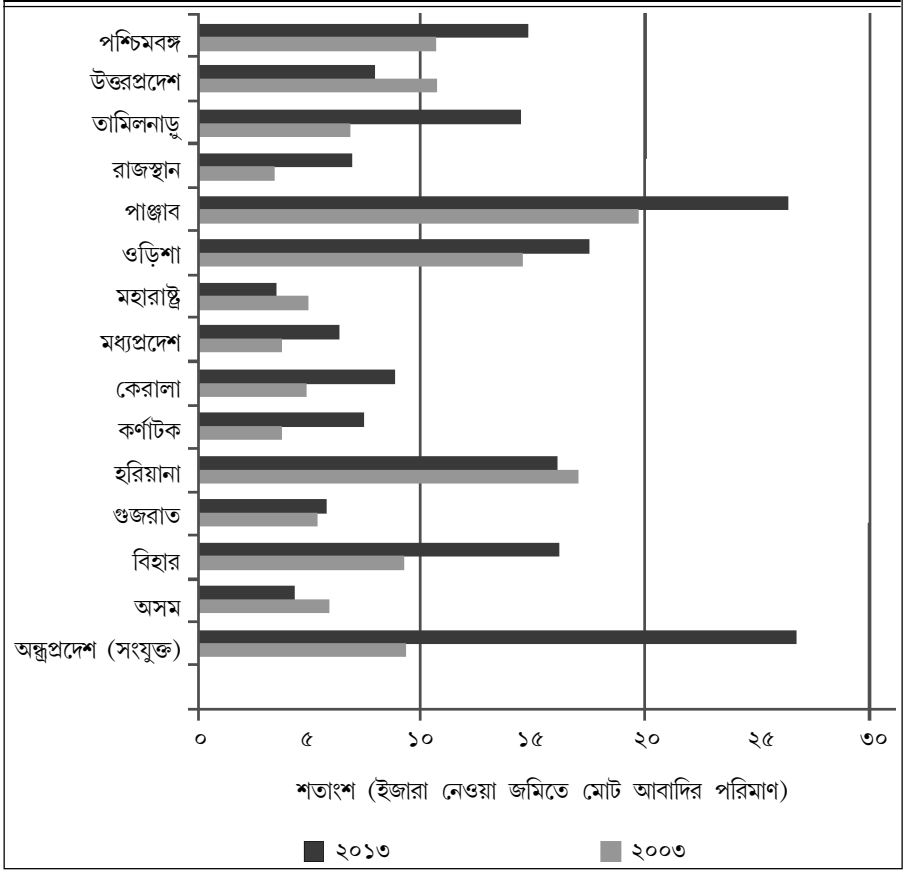

হয়েছে। এতে বেসরকারি উৎস থেকে বিনিয়োগ আসা বাড়বে। ফলে বাড়বে কৃষি খামারের উৎপাদনশীলতা। তবে, এখনও পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পেতে পারেন সেইসব চাষিরাই, যাদের কাছে জমি সংক্রান্ত মান্য নথি রয়েছে (যেমন, AP লাইসেন্স বুক ইত্যাদি)। জমি লিজ বা ইজারা নিয়ে যারা চাষ করেন, তারা এই ঋণের সুযোগ পান না। সমস্যা হল, জমি ইজারা নিয়ে যারা চাষ করেন তাদের সংখ্যা ঠিক কত তা হিসেব করা কঠিন, কারণ বহু ক্ষেত্রেই বিষয়টি জানানো হয় না। তা সত্ত্বেও NSSO-র হিসেব থেকে বলা যায়, এদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে এবং এদের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিহীন। ৫৬ শতাংশের সামান্য জমিজমা আছে। কয়েকটি রাজ্যে, মোট কর্ষিত জমির ২৫ শতাংশেরও বেশিতে চাষ করেন এই ইজারা নেওয়া কৃষকরাই। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সম্পূর্ণ ভূমিহীন কৃষকদের ইজারা নেওয়া জমির পরিমাণ ১৯৯১-এর পর আড়াই গুণ বেড়ে গেছে (১৯৯১-তে ১২ দশমিক ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১২-'১৩-এ তা দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে)। কয়েকটি রাজ্যে ২০০৩ থেকে ২০১৩-র মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে গেছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। এর অর্থ হল, ভূমিহীন পরিবারগুলি ধীরে ধীরে খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আসতে থাকলেও ঋণ বা সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা তাদের কাছে অধরা। এজন্যই, এই প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে। এবারের বাজেটে এসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে। এই বিষয়ে উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে নীতি আয়োগকে। কৃষি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে চায় সরকার। ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে আর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে তা হল, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

প্রকল্পে যেমন চাষিদের ঋণ দেওয়া হয়, সেভাবেই মৎস্যচাষ এবং পশুপালনে নিযুক্তদেরও ঋণ দেওয়ার সংস্থান। মনে রাখতে হবে, পশুপালন, গোপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রের অবদান সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের মূল্য সংযোগের (GVA) প্রায় ২৭ শতাংশ। এসব কাজের থেকেও ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলির অনেকটা আয় হয়। এজন্য এবার পশুপালন, গোপালন এবং মৎস্যচাষ দপ্তরের বরাদ্দ ৩১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর প্রসারে সরকারি বিনিয়োগের ব্যবস্থা হবে ১০ হাজার কোটি টাকার দু'টি নতুন তহবিলের মাধ্যমে। বাজেটে প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় আসবে ১০ কোটি পরিবার। এর ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের বিষয়ে অনেকটাই সুরাহা হবে গ্রামে বসবাসকারী কৃষক পরিবারগুলির।

বাজার এবং ন্যায্য দাম

● **ন্যূনতম সহায়ক মূল্য :** ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) সুবিধা এতদিন পাওয়া যেত নির্দিষ্ট কয়েকটি শস্য এবং কয়েকটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে। এই বলে MSP-র আরও সমালোচনা করা হ'ত যে, তা উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে সবসময় পর্যাপ্ত নয়। এবারের বাজেটেই প্রথম বিষয়টিতে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে নীতি আয়োগকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার উপায়ান্তর না দেখে কৃষকরা MSP-র থেকেও কম দামে ফসল বেচে দিতে বাধ্য হন। এসব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসছে সরকার। এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ''ভাবান্তর যোজনা''। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, ২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে বলা হয়েছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা MSP নির্ধারিত হবে ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি। এই উদ্যোগ অনবদ্য। কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence-এর ব্যবহার কীভাবে হতে পারে তাও দেখতে বলা হয়েছে নীতি আয়োগকে। এর ফলে সঠিক পরিকল্পনা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদনে সক্ষম হবেন কৃষকরা।

চিত্র-২
মোট ইজারা নেওয়া জমির মধ্যে ভূমিহীন (শুধুমাত্র ইজারা নিয়ে চাষ করেন) কৃষকদের ইজারা নেওয়া জমির অনুপাত

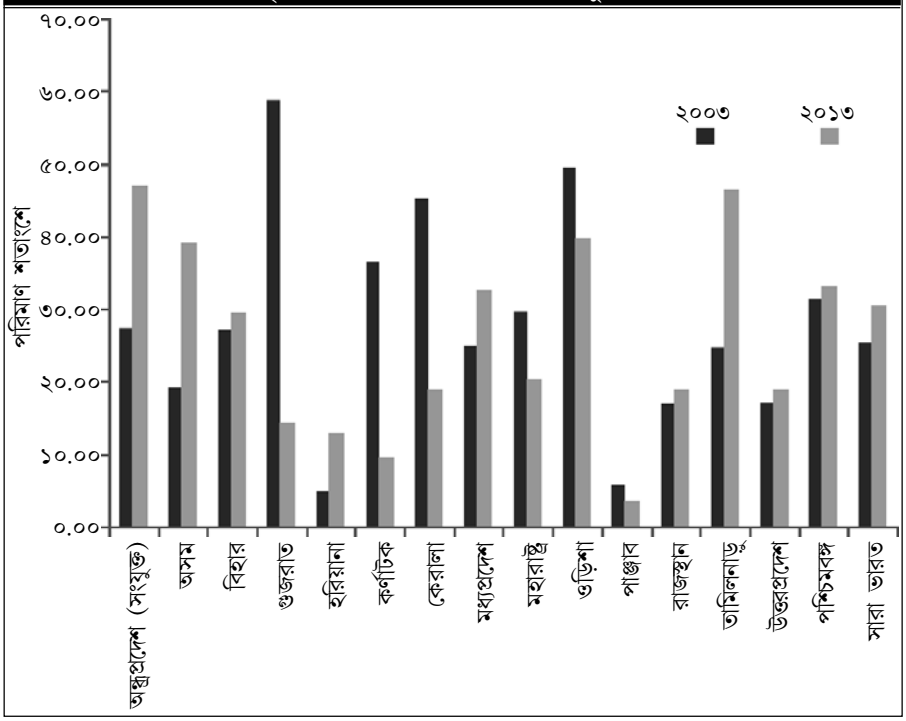

● **খামারের কাছে বাজার :** বহুক্ষেত্রেই, কৃষিজ উৎপাদনের মূল্য এবং MSP-র মধ্যে বড়োসড়ো ফারাকের জন্য দায়ি কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল তা বাজারে নিয়ে আসার অসুবিধা। কৃষকদের প্রায় ৮৫ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। উৎপাদিত ফসলের পরিমাণও অত্যন্ত কম হওয়ায় তাদের পক্ষে তা বাজারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির উপক্রম হয়। কৃষকদের সঙ্গে পাইকারি বাজারের যোগাযোগ না থাকাটা একটা বড়ো সমস্যা। সরকার গ্রামাঞ্চলের প্রায় ২২ হাজার হাট (Periodic Markets)-কে গ্রামীণ কৃষি বাজার (Grameen Agricultural Market)-এ উন্নীত করতে চায় (GrAMS)। এবাবদ বরাদ্দ হয়েছে ২ হাজার কোটি টাকা। এই গ্রামীণ বাজারগুলি পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং খুচরো বিপণনের মঞ্চ হয়ে উঠবে। জাতীয় স্তরে একটি সমন্বিত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন রূপায়ণে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এই বাজারগুলি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার তৃতীয় পর্বে এই লক্ষ্যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। গ্রামীণ বসতি এলাকাগুলির সঙ্গে এই বাজার বা GrAMS-গুলির যোগাযোগের প্রসারে সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য সড়ক নির্মাণে দেওয়া হবে অগ্রাধিকার।

বাজার এবং পণ্য ও পরিষেবা ব্যবস্থার মূল্যায়ন

গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থানে কৃষিজ এবং কৃষিজ নয় এমন সব পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়স্থল ও সরবরাহগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে কৃষি-বাণিজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগের মেলবন্ধন ঘটতে পারে কার্যকরভাবে। কৃষিজ উৎপাদক সংস্থাগুলি (FPCs) সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গোটা ছবিটাই পালটে দিতে পারে। ১০০ কোটি টাকার কম লেনদেন রয়েছে এমন FPC-গুলির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ কর ছাড় এইসব সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তসমর্থ করে তুলবে। পেঁয়াজ, আলু ও টম্যাটো (Onion, Potato and Tomato—OPT)-র মতো কৃষিজ পণ্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হাতে নেওয়া হয়েছে সবুজ অভিযান

বা Operations Green। এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে FPC-গুলি। উল্লেখ্য, কৃষিজ সরবরাহ ও পরিষেবা ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ এবং পেশাদার কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্য গৃহীত Operation Green-এর জন্য আলাদাভাবে ৫০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে আসে উৎপাদন এবং কৃষিক্ষেত্রের মূল্য সংযোগের (GVA-র) যথাক্রমে ৮ দশমিক ৮ এবং ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। এই শিল্পে এবার বরাদ্দ আগের বারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১৪০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে রপ্তানি আরও সাত হাজার কোটি টাকা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এখনই। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে রপ্তানির উদারীকরণ এবং ৪২-টি মেগা ফুড পার্কে পরীক্ষামূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে বাজেটে বলা হয়েছে।

● **দামি এবং বিক্রেতার কাছে লাভজনক কৃষিজ পণ্যসমূহ :** দামি এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক কৃষিজ পণ্যের মধ্যে পড়ে ফুল, ওষুধ বা সুগন্ধি তৈরি হয় যার থেকে এমনসব গাছগাছালি প্রভৃতি। কৃষকদের আয় বাড়াতে এবারের বাজেটে এই সবের উৎপাদনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এদেশে প্রায় ৮০০০ প্রজাতির গাছগাছালি থেকে ওষুধ তৈরি হয়। ভারতের সুগন্ধি শিল্প দিনে দিনে প্রসারিত হয়ে চলেছে। The Economist-এর Intelligence Unit-এর হিসেব অনুযায়ী, এদেশে ৩১৬ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের সুগন্ধি পণ্য বিক্রি হয়ে থাকে। Operation Green-এর আওতায় পুষ্পজাতীয় পণ্যের উৎপাদনে জোর দেওয়া হচ্ছে। ওষুধ এবং সুগন্ধি তৈরি হয় যেসব গাছগাছালি থেকে (MAP—Medicinal and Aromatic Plants) তাদের পরিকল্পনামাফিক আবাদের প্রসারের লক্ষ্যে রাখা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এতে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও লাভবান হবে। গত ২ বছর যাবৎ নীতি আয়োগ, বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কৃষিক্ষেত্রে আগাম চাহিদা ও জোগানের পূর্বাভাস পাওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে MAP-র আবাদ বাড়াতে বাজেটে যেসব প্রস্তাব রয়েছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ

এবারের বাজেটে কৃষিপণ্যের দাম এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের পাশাপাশি আধুনিক সময়ের নিরিখে এইসব কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে কতটা উপযোগী ও লাভজনক হবে সেদিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে পরিবেশগত দিকটিও। উৎপাদক কৃষক সংগঠন বা Farmer Producer Organisation-গুলিকে ব্যবহার করে জৈব চাষের প্রসারে নেওয়া হয় জোরদার প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা—PMKSY বাবদ বিনিয়োগ এবছর অনেকটাই বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা ঠেকাতে PMKSY-কে আরও কার্যকর ও বিস্তৃত করা হচ্ছে। এজন্য, সত্তর শতাংশের বেশি কৃষিজমিতে সেচের সুবন্দোবস্ত নেই এমন ৯৬-টি জেলাকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। শীতের সময় ফসলের অবশিষ্টাংশ (residue) অবৈজ্ঞানিকভাবে পুড়িয়ে ফেলার জন্য দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকায় সম্প্রতি যে তীব্র বায়ুদূষণ দেখা দেয় তার মোকাবিলাতেও প্রয়াসী সরকার। এজন্য ফসলজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দামে ভরতুকি দেওয়া হবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ফলে ধোঁয়ার প্রকোপ এবং দূষণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলিকে শামিল করে গ্রিডের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে উদ্বৃত্ত সৌরশক্তি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাবও সাধুবাদযোগ্য। এর ফলে আয় বাড়বে কিছু মানুষের। পরিবেশের দিক থেকেও তা উত্তম। গোবর এবং আবর্জনা থেকে সার ও জৈব গ্যাস উৎপাদনের কাজে গতি আনতে আনা হচ্ছে Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan বা GOBAR DHAN প্রকল্প। সমন্বিত বহুমাত্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে নীতি আয়োগের চিহ্নিত ১১৫-টি জেলায় চলবে বিশেষ কর্মসূচি, যা স্পষ্ট করে দেবে 'নতুন ভারতের' ছবি। এই জেলাগুলিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি, ডিজিটাল সংযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রের আমূল সদর্থক পরির্তনসাধনে প্রয়াসী সরকার।

পরিশেষে

কৃষিকে শিল্পের মর্যাদার আসনে নিয়ে যেতে গ্রাম ভারতে পরিবেশগত দিক থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যিক। এবারের বাজেটে এই বিশ্বাসকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। পূর্বে ঘোষিত দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল বা Long Term Irrigation Fund-এর কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে আরও প্রকল্প এবং অঞ্চলকে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। সহজে বিদ্যুৎ সংযোগ, রান্নার গ্যাস, শৌচালয় ব্যবস্থা, আবাসন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে এসব ক্ষেত্রে বরাদ্দ উপর্যুপরি বেড়ে চলেছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন বা National Rural Livelihood Mission-এ আগের বছরের তুলনায় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ২৮ শতাংশ। নবকলেবরে চালু হচ্ছে ১২৯০ কোটি টাকার জাতীয় বাঁশ মিশন বা National Bamboo Mission। এতে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে। অর্থবরাদ্দের ধরনধারণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছতে সক্রিয় উদ্যোগে আগ্রহী। আগের বছরের বাজেটে শস্যবিজ্ঞান এবং (গবাদি) পশুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিকাশ খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার কিন্তু এই দু'টি খাতে ব্যয়বরাদ্দ যথাক্রমে ৭৮ এবং ৪৭ শতাংশ বেড়েছে। এটা খুবই সদর্থক পদক্ষেপ। কারণ কৃষিক্ষেত্রের প্রসারে নতুন প্রযুক্তি এবং গবেষণার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবারের বাজেট প্রস্তাবে কৃষকদের কল্যাণ-এর বিষয়টি মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়েছে, একথা একেবারেই অত্যুক্তি নয়। যেটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল এই প্রস্তাবে সীমিত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে মুখ্য বিষয়গুলিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে যুক্তিনিষ্ঠ দিশানির্দেশ রয়েছে। সঠিক অনুগমনে পৌঁছে যাওয়া যাবে সমৃদ্ধ এক ভারতে, যেখানে বিকাশের ভাগীদার প্রত্যেকটি নাগরিক।❑

ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডিজিটাল বোর্ড : শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের প্রভাব

কিরণ ভাট্টি

শিক্ষাক্ষেত্রকে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। এই বছরের বাজেটের বার্তা এটাই। তবে এই ভাবনার প্রতিফলন বাজেট বরাদ্দে ততটা পড়েনি। ঘোষণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সম্পদের বণ্টন তো দূরের কথা, অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে, তাও স্পষ্ট নয়। এখান থেকেই আর একটা প্রশ্ন মাথায় আসে। তাহলে কি সরকার এজন্য বাজেট-বহির্ভূত বা বেসরকারি সম্পদের ওপর নির্ভর করছে? তা যদি হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ জনশিক্ষার ওপর তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তা নিয়ে জন পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

বাজেটে কী কী ঘোষণা হবে, তা নিয়ে প্রতিবছর প্রচুর জল্পনাকল্পনা চলে। আশার পাশাপাশি থাকে আশঙ্কাও। যদিও বড়োসড়ো নীতিগত ঘোষণা বাজেটে থাকে না বললেই চলে, তবু বাজেট কী ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেদিকে চেয়ে থাকেন অনেকেই। এবারের বাজেট সাধারণ নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হওয়ায় এতে জনমোহিনী নানা ঘোষণা থাকবে বলে ভাবা হয়েছিল। অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন ও সহায়তা দরকার, সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবে, এমন একটা আশা ছিলই। তাই কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের ওপর এবারের বাজেট বিশেষ জোর দেওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু অবাক হতে হল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় এই দু'টি ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখে। বিস্ময় জাগার কারণ মূলত দু'টি। প্রথমত, গত বছর তার বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসঙ্গ তেমন ছিল না। দ্বিতীয়ত, একের পর এক নির্বাচন এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু কোনও দলই কখনও শিক্ষাকে "জনমোহিনী" তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেনি। সেজন্যই এবার বাজেটে গ্রামীণ অর্থনীতি, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রের এই অগ্রাধিকার মনকে ছুঁয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সরকারের শিক্ষা নীতির অভিমুখ কী হতে চলেছে, তার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এবারের বাজেটে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে শব্দটি সর্বাধিক আলোচিত, সেই গুণমান এবং কীভাবে তা সুনিশ্চিত করা যায়, তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। এজন্য দু'টি প্রধান ঘোষণা রয়েছে। একটি হল, প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডিজিটাল বোর্ডে উত্তরণ এবং অপরটি, প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক অঙ্গ হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিবেচনা করে সরকারের তরফে শিক্ষা সম্পর্কিত এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। এই দু'টি নীতি-নির্দেশিকাই অবশ্য বাজেটের ঠিক আগে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল। সর্বশেষ CABE কমিটি বৈঠকে অপারেশন ডিজিটাল বোর্ডের ঘোষণা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানকে মিশিয়ে দিয়ে (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি-সহ) জারি করেছিল একটি কনসেপ্ট নোট। এছাড়া গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে National Acheivement Survey বা NAS-এর ফলাফলের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক একটি কর্মকৌশল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের গুণগত মান বাড়ানো, তাদের প্রশিক্ষণের মতো বেশ কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলির উন্নয়ন দরকার। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল, নবোদয় বিদ্যালয়ের ধাঁচে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার ভাবনা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে আগামী চার

[লেখক নীতি গবেষণা কেন্দ্র (CPR)-এর সিনিয়র ফেলো। ই-মেল : kiran.bhatty@gmail.com]

বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগের প্রস্তাব।

এই ঘোষণাগুলির সবক'টিই যে স্বাগত জানাবার মতো, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রযুক্তিকে যতটা সম্ভব, শিক্ষার কাজে অবশ্যই লাগাতে হবে। এবিষয়ে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং বিভিন্ন স্তর, বাজেট ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা দরকার। শিক্ষকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করতে পারলে তার সুফল সরাসরি পড়ুয়াদের ওপর পড়বে। জেলা স্তরে নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তৃণমূল স্তরের পড়াশোনার ওপর নজরদারি সম্ভব। মানের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য অর্থের সংস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। আর আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এইসব ঘোষণার পিছনে সময়োপযোগী সদিচ্ছা থাকলেও তার প্রতিফলন বাজেট বরাদ্দের ওপর পড়েনি। এই ধারণাগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, অর্থের জোগান হবে কীভাবে, তার কোনও ইঙ্গিত বাজেট নথিতে নেই।

জাতীয় শিক্ষা মিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ গত বছরের ২৮,২৫৫ কোটি টাকা থেকে ৩,০০০ কোটি বাড়িয়ে ৩১,২১২ কোটি টাকা করা হলেও তা এইসব উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের রূপায়ণে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে ক্লাসরুম শিক্ষাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে অপারেশন ডিজিটাল বোর্ড প্রকল্পটিকে ধরা যেতে পারে। এজন্য মৌলিক পরিকাঠামোর বিপুল উন্নয়ন দরকার। কারণ, বর্তমানে মাত্র ৬২ শতাংশ বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, ২৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে রয়েছে কম্পিউটার। আর যদি বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার—দুই-ই রয়েছে, এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা গোনা হয়, তাহলে তা হবে মাত্র ৯ শতাংশ (DISE, 2015-'16)। যে বিপুল সংখ্যক শিশু এখনও বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রয়ে গেছে, (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী ৬০ লক্ষ এবং NSS-এর হিসাব অনুযায়ী ২০ লক্ষ) তাদের শিক্ষার আওতায়

আনতে গেলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ দরকার। এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ মিশনের আওতায় বিদ্যালয়গুলিকে আনা হয়নি। এটা অবিলম্বে করা না হলে অপারেশন ডিজিটাল বোর্ড প্রকল্প বিশেষ এগোতে পারবে বলে মনে হয় না। এই প্রকল্পের টাকা কীভাবে আসবে, তা নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বাজেটেও কিছু বলা হয়নি। এর মধ্যে আবার ডিজিটাল ইন্ডিয়া ই-লার্নিং-এর বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে ৫১৮ কোটি থেকে এবছর ৪৫৬ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

একইভাবে একদিকে যখন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত মদনমোহন মালব্য মিশনের বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় এক পয়সাও না বাড়িয়ে ১২০ কোটি টাকাতেই স্থির রাখা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ ৭০ কোটি টাকা বেড়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে ৪০ কোটি টাকাই এসেছে ভাষা শিক্ষকদের নিয়োগ বন্ধ রাখার বিনিময়ে (১৮০ পৃষ্ঠার ২০-তম বিষয়)। শিক্ষকদের যে বিপুল ঘাটতি আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন পদক্ষেপ মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়, বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, যেখানে ভাষা শিক্ষকদের বেশি করে প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই, কিন্তু তা কখনওই শিক্ষকদের নিয়োগের বিনিময়ে হতে পারে না। এতে শিক্ষকদের বিপুল ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে। দেশের ১১.৫ শতাংশ প্রাথমিক এবং সর্বস্তরের ৭.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে একজন করে মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের গড় সংখ্যা ৪.৩, যা প্রতি গ্রেডে একজন করে শিক্ষকের কাম্য সংখ্যার থেকে অনেক কম। আমরা গুণমান বলতে কী বুঝি, এই পরিস্থিতি সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা তুলে দেয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়াই কি গুণমানের উন্নতি হতে পারে? অপারেশন ডিজিটাল বোর্ড কি শিক্ষকশূন্য শ্রেণিকক্ষে রূপায়িত হবে?

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় নবোদয় বিদ্যালয়ের ধাঁচে বিশেষ একলব্য স্কুল গড়ার যে কথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সেগুলির জন্য শিক্ষা দপ্তরের বাজেটে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। তবে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের বাজেটে একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে। সরকার শিক্ষা নিয়ে যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলে, এটা তার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলি এবং সামাজিক ন্যায় ও আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের মধ্যে দায়িত্বের বণ্টনও যে কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছে, তা হল প্রশাসন পরিচালনার দ্বিমুখী নীতি। আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের শিক্ষা সম্পর্কিত কোনও

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নেই। শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় পরিকল্পনা ও উদ্যোগের একমাত্র প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হল শিক্ষা মন্ত্রক। এই বৈপরীত্য আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রককে শিক্ষার প্রসারে কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। শিক্ষা প্রকল্পগুলির সংযুক্তির যে কথা বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, নথিপত্রে লেখা হয়েছে, সেগুলি সব বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষত যেসব বিদ্যালয় সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের জন্য খোলা হয়েছে, সেখানে এর প্রয়োগ আরও জরুরি, যাতে তারাও এর সুফল পেতে পারে। আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায় থাকা আশ্রম বিদ্যালয়গুলি যেভাবে চলে, একলব্য স্কুলগুলি সেভাবে চালালে হবে না। এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সব বিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলির আওতায় আনতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত এই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সর্বশিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ এখনও আলাদা আলাদাভাবে করা হচ্ছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের বরাদ্দ গত বছরের ২৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে সামান্য বাড়িয়ে ২৬ হাজার ১২৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে গত বছর বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৫ কোটি টাকা। এবছর ৪,২১৩ কোটি টাকা। এই দু'টি খাতের বরাদ্দকে একসঙ্গে করে রাজ্যগুলি কি সার্বিকভাবে খরচ করবে? বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে তা ভাগ করা হবে কীভাবে? এজন্য এই দু'টি প্রকল্পের মধ্যে কাঠামোগত কী কী পরিবর্তন আনতে হবে? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার কোনও উত্তর এখনও মেলেনি। ফলে গুণগত মানের ওপর এই সংযুক্তিকরণের প্রভাব ঠিক কেমন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনার বিন্যাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য আগামী চার বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করার ঘোষণা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, তবে এরও অর্থের জোগান নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। এই বছরের বাজেট বরাদ্দে তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। এবছর গবেষণা খাতে মাত্র ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, গত বছরের ৩১৯ কোটি টাকার থেকে ৪৫ কোটি বেশি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এই প্রতিশ্রুতি রাখতে হলে আগামী তিন বছরে এই খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বহুগুণ বাড়াতে হবে।

"শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভের মতো অন্যান্য যেসব উদ্যোগের উল্লেখ বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে, তার জন্য বাজেট বরাদ্দের বিশেষ প্রয়োজন নেই, তাই আর্থিক বিবরণীতে এর অনুপস্থিতি নিয়ে ভ্রূ কোঁচকানোরও কারণ নেই। তবে শিক্ষাস্তরের মানোন্নয়নে জেলাভিত্তিক যে কর্মকৌশলের কথা ভাবা হয়েছে, তার জন্য কিন্তু পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এমন এক পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে, যা শিক্ষার ওপর সার্বিক নজরদারি চালাতে এবং প্রয়োজন মতো হস্তক্ষেপ করতে পারবে। জেলা ও মহকুমা স্তরের প্রশাসন কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে, তা দেখার। এজন্য যে আর্থিক বরাদ্দ দরকার, আগামী বছরের বাজেটে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।"

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভের মতো অন্যান্য যেসব উদ্যোগের উল্লেখ বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে, তার জন্য বাজেট বরাদ্দের বিশেষ প্রয়োজন নেই, তাই আর্থিক বিবরণীতে এর অনুপস্থিতি নিয়ে ভ্রূ কোঁচকানোরও কারণ নেই। তবে শিক্ষাস্তরের মানোন্নয়নে জেলাভিত্তিক যে কর্মকৌশলের কথা ভাবা হয়েছে, তার জন্য কিন্তু পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এমন এক পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে, যা শিক্ষার ওপর সার্বিক নজরদারি চালাতে এবং প্রয়োজন মতো হস্তক্ষেপ করতে পারবে। জেলা ও মহকুমা স্তরের প্রশাসন কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে, তা দেখার জন্য আপেক্ষা করতে হবে। এজন্য যে আর্থিক বরাদ্দ দরকার, আগামী বছরের বাজেটে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রকে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। এই বছরের বাজেটের বার্তা এটাই। তবে এই ভাবনার প্রতিফলন বাজেট বরাদ্দে ততটা পড়েনি। ঘোষণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সম্পদের বণ্টন তো দূরের কথা, অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে, তাও স্পষ্ট নয়। এখান থেকেই আর একটা প্রশ্ন মাথায় আসে। তাহলে কি সরকার এজন্য বাজেট-বহির্ভূত বা বেসরকারি সম্পদের ওপর নির্ভর করছে? তা যদি হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ জনশিক্ষার ওপর তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তা নিয়ে জন পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

শিক্ষার মানোন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক ভাবনা। শুধু বর্তমান পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার জন্যই নয়, এর যে ব্যাপক প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেজন্যও বিষয়টি নিয়ে বিশদে চর্চা ও আলোচনা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রের যেসব গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা রয়েছে, সেগুলি সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার ঢাল হিসাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে কি? শিক্ষার গুণগত মানের ক্রম-অবনমনের কারণ হিসাবে রূপায়ণগত যে ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বহু আগেই, সরকার তার মোকাবিলা না করে চটজলদি সমাধানের পথে হাঁটছে না তো?❑

কেন্দ্রীয় বাজেট : জোর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

ড. রণজিৎ মেহতা

এ বাজেটে আর্থিক বিচক্ষণতা; শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র, অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের শ্রীবৃদ্ধি; স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দক্ষতা বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব অব্যাহত। এক কথায়, দেশের উন্নয়নে এক নতুন ও উদীয়মান ভারতের জোরাল অবদান রাখার লক্ষ্যে, এই বাজেট বিকাশে বেশি মনোযোগ দেওয়ার পথ আঁকড়ে ধরেছে। স্পষ্টতই, এ বাজেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রোজগার জোটাতে সাহায্য করা এবং ৮ শতাংশ বিকাশ হারের লক্ষ্য ছোঁওয়া।

বর্তমান দুনিয়ায়, সরকারের এক ছোটোখাটো সিদ্ধান্তেরও অনেক অনেক দিক আছে। এই বাজেট হরেক সম্ভাবনার পথ তৈরি করেছে। সে পথে ঠিকঠাক চলতে পারলে, ভারতের অর্থনৈতিক নীতিতে আসবে এক কাঠামোগত রদবদল। ২০১৭-র জুলাইতে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর পর প্রথম বাজেট হওয়ায়, এবছর পয়লা ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রীর পেশ করা ২০১৮-'১৯ বাজেটের গুরুত্ব সবিশেষ। অর্থনৈতিক সংস্কারে লম্বা পথের অনেকখানি পাড়ি দেওয়ার শেষে, ম্লান অর্থনৈতিক বিকাশ, সরকারি কোষাগারে সামাল সামাল দশা এবং কৃষিতে দুর্দশার মধ্যে, এই বাজেট এক আধুনিক, মজবুত ও নির্ভীক ভারত গড়ার জন্য, গরিবি হঠানো, গ্রামীণ অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং ডিজিটালাইজেশনে গুরুত্ব চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এবছর বেশকিছু উল্লেখযোগ্য নীতি ও কাঠামো সংস্কার হয়েছে। ভারতের ব্যাঙ্কিং ও ঋণ ক্ষেত্রে ঠুনকো অবস্থা সামাল দিতে কয়েকটি বড়ো পদক্ষেপ করা হয়। এসবের অন্যতম হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ফের পুঁজি ঢালা এবং অনাদায়ী ঋণ সমস্যা সুরহার পক্ষে অগ্রসক্রিয় ব্যবস্থা। বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নতির এই পটভূমিতে, ডাকসাইটে আন্তর্জাতিক ঋণযোগ্যতা মূল্যায়নকারী সংস্থা মুডিজ ১৩ বছরের পর ভারতের ঋণযোগ্যতা বিএএ৩ থেকে উন্নীত করেছে বিএএ২-তে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে শোনা গেছে, ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ পুনরুদ্ধার-সহ এক সাচ্চা, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ বা খোলামেলা প্রশাসনে সরকারের অঙ্গীকারের কথা। বাজেটে ঘোষিত ব্যবস্থাদিতে সেকথার প্রমাণ মেলে। ২০১৮-'১৯ বাজেট পেশকালে, সরকার আশা করেছে, বিকাশ হার ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এই বাজেটের লক্ষ্য গ্রামীণ পরিকাঠামো জোরদার করা এবং ২০২২-এর মধ্যে চাষির আয় দু'গুণ বাড়ানো। বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চাষিদের সহায়তা করা এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে। এর পাশাপাশি, নজর পড়েছে বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং বেসরকারি লগ্নি বৃদ্ধির উপর। কর ভিত্তি বাড়ানো (আরও বেশি লোককে করের আওতায় আনা), চাষির আয় বাড়ানো, অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগে উৎসাহ দেওয়া এবং অর্থনীতিকে সংগঠিত করার প্রয়াসে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় সরকারের ঘোষিত অগ্রাধিকার ও দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডা।

পরিকাঠামোয় বড়োসড়ো জোর, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় 'আয়ুষ্মান যোজনা'-এর সূচনা, সবার জন্য বাড়ি, শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন এবং মাছ চাষ, মোড়কের খাবার ও বস্ত্রের মতো আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রের জন্য সহায়তা, অর্থনীতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। অর্থমন্ত্রী তার বাজেটে ফের জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাজের সুযোগ সৃষ্টি সরকারি নীতির মূল কথা। চাষির দুর্দশা মাথায় রেখে, গ্রামে পরিকাঠামো ও জীবিকার জন্য ১৪.২৪ লক্ষ কোটি টাকা

[লেখক দিল্লির পিএইচডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইনডাস্ট্রির প্রধান অধিকর্তা। ই-মেল : ranjeetmehta@gmail.com]

বরাদ্দ এই দিশায় এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। অনুরূপভাবে কৃষিতে ঋণদান বেড়ে হবে ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

১০ কোটি পরিবারের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির সূচনা, হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়ার ব্যাপারে বেশ ভালো উদ্যোগ। বিশ্বের বৃহত্তম এই সরকারি বিমা প্রকল্পে উপকৃত হবে ৫০ কোটি মানুষ। পরিবারপিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থা আছে এতে। অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে, অর্থমন্ত্রী বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসাকারী সংস্থাগুলির জন্য কোম্পানি কর কমিয়ে এনেছেন ২৫ শতাংশে। ফলে, এসব সংস্থা সম্প্রসারণের পক্ষেও তা সহায়ক হবে।

কোম্পানি বন্ড বাজার চাঙ্গা করার প্রয়োজন বহুদিন যাবৎ বোঝা যাচ্ছে। এব্যাপারে চেষ্টাও হয়েছে ঢের ঢের। বন্ড বাজার থেকে কোম্পানিগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় টাকাকড়ির তোলার ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি সরকারের চিন্তাভাবনায় আছে। এর সুবাদে বাজারে বাড়বে বন্ডের জোগান।

গুজরাতের আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র, গিফট সিটিতে ইন্ডিয়ান ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম কোড (IFSC)-কে উন্নত করার জন্য বাজেটে সংস্থান আছে। এই কেন্দ্রে কিছু কিছু শেয়ার-বন্ডে মূলধনী লাভ করে ছাড়ের সুবিধে পায় অনাবাসী ভারতীয়রা। সিঙ্গাপুর, হংকং, দুবাই ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা টানতে গিফট সিটিকে সাহায্য করার এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বিলগ্নীকরণ বা শেয়ার বেচা বাড়াতে সরকারের সাফল্যের পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জন্য পরিকাঠামোর বিনিয়োগ অছি গঠন এক ইতিবাচক ঘটনা। দু'টি বিমা সংস্থা-সহ ১৪-টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তি সরকার অনুমোদন করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া সমেত ২৪-টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কৌশলগত বিলগ্নীকরণ সংস্থাগুলির পরিচালন দক্ষতা বাড়াবে।

বাজেটে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়াদি

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কাজের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের নীতির কেন্দ্রস্থলে আছে এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করার জন্য বস্ত্র, চর্ম, অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি সংস্থা-সহ শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রে গুরুত্বদান অব্যাহত থাকবে।

ভারতে ১ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি মানুষ বেকার। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এদেশে ১৫-২৯ বছর বয়সিদের ৩০ শতাংশ কোনও শিক্ষা, কাজকর্ম বা প্রশিক্ষণে রত নয়। এসবের মোদ্দাফল, দেশের উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান এক বড়ো ইস্যু। ভারতে জনসংখ্যার ৩.৫ শতাংশ কর্মহীন। তবে এর চেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ১৫-২৪ বছর বয়সিদের বেকারি হার ২০১৪-র ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-য় দাঁড়িয়েছে ১০.৫ শতাংশ। এ হিসেব দিয়েছে আন্তর্জাতিক এক সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্ট। ফি মাসে ১০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী বাড়ছে, অথচ চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা ২০১৬ সালে শুরু হওয়া ইস্তক, ৩০,৪৭৫-টি সংস্থায় নথিভুক্ত হয়েছে ২১,৬৪,৫৭৫ জন। যদিও, এ প্রকল্পের আওতায় কত জনের কাজ জুটেছে তা স্পষ্ট নয়।

কৃষির ঠিক পরে, মরসুমি কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্ষেত্রগুলির অন্যতম হচ্ছে নির্মাণ শিল্প। এই শিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ জোটে সাড়ে চার কোটি লোকের। পরিকাঠামোর জন্য, ২০১৮-'১৯ বাজেটে চাষির দুর্দশা ও কাজের সুযোগ তৈরি স্বীকৃতি পেয়েছে। কৃষির সংকট ঘোচাতে, বাজেট একগুচ্ছ গ্রামীণ প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে। এসবের মধ্যে আছে সংযোগকারী সড়ক, গ্রামীণ বাজার, ফুড পার্ক, ক্ষুদ্র সেচ, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ওয়াই-ফাই হটস্পট, শৌচাগার, কম খরচে বাড়ি, স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল উন্নয়ন, জেলা স্তরের দক্ষতা কেন্দ্র এবং মাছ চাষ ও পশুপালন পরিকাঠামো তহবিল। আগেকার কোনও বাজেটে গ্রামীণ প্রকল্প চিহ্নিত করার বিষয়টি এত গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি এবং এত ধরনের প্রকল্পে হাতও পড়েনি। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, গ্রামে কাজ ও পরিকাঠামোর সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০১৮-'১৯-এ বিভিন্ন মন্ত্রক খরচ করবে ১৪.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে আছে বাজেট, এক্সট্রা-বাজেটারি ও নন-বাজেটারি ১১.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা। এ এক বিপুল পরিমাণ অর্থ। কৃষিকাজ ও স্বনিযুক্তি বাবদ কর্মসংস্থান ছাড়াও, অর্থমন্ত্রীর হিসেব মতো, এই খরচের দরুন ৩২১ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি হবে।

দ্রুত কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঠিকা কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগে তা চালু ছিল কেবলমাত্র বস্ত্রশিল্পের বেলায়। এর ফলে, নিয়োগকর্তা কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য, চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিযুক্ত করতে এবং প্রকল্প শেষ হলে তাদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারবে। সমস্ত ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঠিকা কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার দরুন বাড়বে কর্মসংস্থান। বাগিচা ও খনির মতো ক্ষেত্র চাহিদার উপর নির্ভর করে, এই ব্যবস্থায় অবশ্য খানিকটা মরসুমি কাজের উপাদান থাকতে পারে।

কর্মসংস্থানের এক বড়ো উৎস, পরিকাঠামো শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান ও বিকাশ বৃদ্ধির জন্য, ২০১৮-'১৯-এ পরিকাঠামো খাতে বাজেটারি এবং এক্সট্রা-বাজেটারি খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ৫.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮-এ এই খাতে অনুমিত ব্যয় ৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসাকারী সংস্থাগুলির জন্য কোম্পানি কর কমিয়ে করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। গত বছরের বাজেটে, মাত্র ৫০ কোটি টাকা অবধি লেনদেনকারী সংস্থাগুলির জন্য এই কর হারের সুযোগ ছিল। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে, এতে উপকার হবে ৯৯ শতাংশ কোম্পানির। এর ফলে এসব সংস্থার হাতে বিনিয়োগের জন্য বাড়তি অর্থ থাকবে, যা আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

কাজ পাওয়ার পর প্রথম তিন বছর নারী কর্মীদের চাঁদা কমিয়ে ৮ শতাংশ করার জন্য এই বাজেট কর্মী ভবিষ্য নিধি (ইপিএফ) আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। নিয়োগকর্তার দেয় অবশ্য ১২ শতাংশই থাকবে। এর দরুন কাজে ঢুকতে উৎসাহ পাবেন আরও বেশি মহিলা।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় গড়া হবে দক্ষতা বা কুশলতা কেন্দ্র।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুগুলির সার্বিক সমাধানের লক্ষ্যে ঘোষিত নতুন 'আয়ুষ্মান

ভারত প্রকল্প' লক্ষ লক্ষ কাজের সুযোগ গড়বে, বিশেষত মেয়েদের জন্য।

২০১৭-'১৮-র সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ৫০০ কোটি টাকার জায়গায়, ২০১৮-'১৯-এ প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনায় বরাদ্দ ১৬৫২ কোটি টাকা। চর্মশিল্পে শ্রমিক লাগে বেশি এবং দেশে এর আরও বিকাশের বেশ সম্ভাবনা। সরকারি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে হাজার হাজার যুবা প্রশিক্ষণ পেয়ে চর্মশিল্পে নিযুক্ত হয়েছে। চামড়া ও জুতো কারখানায় আরও কাজের সুযোগ তৈরিতে উৎসাহ জোগাবে প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা। শ্রমিক-নিবিড় আর এক ক্ষেত্র হল বস্ত্রশিল্প। সরকার ২০১৬ সালে বস্ত্রক্ষেত্রের জন্য ৬০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল। ২০১৮-'১৯-এ এই শিল্পের জন্য বরাদ্দ ৭১৪৮ কোটি টাকা।

ভারতে কর্মসংস্থান ও বিকাশে এক মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের। তাই আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এক্ষেত্রে উদ্ভাবনা, সুদে ভরতুকি, পুঁজি ও ঋণ দিতে বরাদ্দ হয়েছে ৩৭৯৪ কোটি টাকা।

কাজ পাওয়ার পর প্রথম ৩ বছর নারী কর্মীদের চাঁদা ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ করার জন্য, বাজেট কর্মী ভবিষ্য নিধি (ইপিএফ) আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। কর্মীবাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এর ফলে তাদের হাতে মিলবে মাইনে বাবদ বেশি টাকা। ভারতে মোট কর্মীর মাত্র ২৫ শতাংশ মহিলা। বিশ্বে এটা ৪০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মহিলা কর্মীদের অংশভাক বাড়লে অর্থনীতির উন্নতি হবে।

অর্থমন্ত্রী 'কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজ'-এর বিষয়টিও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "চাষি এবং ভূমিহীন পরিবারের জন্য কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।" আরও বেশি কাজ সৃষ্টি করার উপায় হিসেবে বাজেটে স্বনিযুক্তি ও উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৫-র এপ্রিলে মুদ্রা যোজনা চালু হওয়া ইস্তক, ১.৫ কোটির বেশি মুদ্রা ঋণের জন্য মঞ্জুর হয়েছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের তিন-চতুর্থাংশের বেশি পেয়েছে মেয়েরা এবং অর্ধেকের বেশি ঋণগ্রহীতা দুর্বল শ্রেণির। আগের সব বছরে টার্গেট ছাড়াতে সফল হওয়ায়, ২০১৮-'১৯-এর জন্য ঋণ বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক ৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই ঋণ নিয়ে, ছোটোখাটো উদ্যোগীরা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।

২০১৮-'১৯ বাজেটে কৃষিক্ষেত্রের জন্য আছে স্পষ্ট দিশা। শুধুমাত্র চাষবাস বিষয়ক নয়, সার্বিকভাবে কৃষিকে এক উদ্যোগ হিসেবে দেখা দরকার। কৃষি নীতিতে কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবলে চলবে না। এই নীতিতে অবশ্যই গোটা কৃষি মূল্য ব্যবস্থার বিকাশের কথা থাকা দরকার—উৎপাদনের আগে থেকে শুরু করে ফসল তোলা অবধি সামগ্রিক জোগান শৃঙ্খলা এবং বিপণনের দিকে সরকারের নীতি প্রণেতা ও কর্মসূচির মনোযোগ দেওয়া চাই। কৃষির দুর্বলতা দূর করার জন্য, এ বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষির উপকরণ ঠিকঠাক জোগানো, ফসল প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজার পরিকাঠামোয়। এসবের সুবাদে, কর্মসংস্থান, ফসল তোলার পর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা, ফসল সংরক্ষণের জন্য হিমঘর এবং ফসল তোলার পরবর্তী পরিকাঠামোর উন্নতি হবে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল :

● ফসল তোলার পর মূল্য সংযোজনে উৎসাহ দিতে, ১০০ কোটি টাকার কম ব্যবসাকারী উৎপাদক চাষি সংস্থা (ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন—FPO)-এ প্রথম ৫ বছর আয়কর থেকে রেহাই। হর্টিকালচারাল জোগান শৃঙ্খলায় বৃহদায়তন অর্থনীতির সুফল অর্জন করতে, উৎপাদক চাষি সংস্থার মাধ্যমে এক লপ্তে অনেক জায়গাজুড়ে চাষ।

● অপারেশন ফ্লাডের আদলে, অপারেশন গ্রিনে কৃষির উপকরণ জোগানো, প্রক্রিয়াকরণে নজর দিয়ে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। এর ফলে গ্রামে কাজকর্মের সুযোগ বাড়বে। গ্রামাঞ্চলে বাজার গড়া ও বর্তমান বাজারের উন্নয়নে কৃষি বাজার তহবিলে বরাদ্দ ২০০০ কোটি টাকা।

● খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হবে উৎপাদন ব্যয়ের দেড় গুণ।

● বাঁশ ক্ষেত্রের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে, ১২৯০ কোটি টাকার পরিমার্জিত জাতীয় বাঁশ মিশন, "গ্রিন-গোল্ড"।

● সেচের উন্নতির জন্য বরাদ্দ বেড়ে ২৬০০ কোটি টাকা। ৩০ শতাংশের কম জমিতে সেচের সুবিধে মেলা ৯৬-টি জেলার জন্য।

● মাছ চাষ ও অ্যাকোয়াকালচার পরিকাঠামো এবং পশুপালন পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের জন্য ১০০০০ কোটি টাকার মূলধন বরাদ্দ।

● খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ দু' গুণ বেড়ে ১৪০০ কোটি টাকা। কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশে নজর।

চাষির আয় বৃদ্ধি, বিপুল সংখ্যক লোকের স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থা, অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগে ঋণ জোগান এবং মুদ্রা যোজনার আওতায় ব্যাপক ঋণ বণ্টনের জন্য এক গুচ্ছের নীতি ঘোষণা-সহ, বাজেট প্রত্যাশিতভাবেই নজর দিয়েছে কর্মসংস্থান, গ্রাম ও কৃষি উন্নয়ন এবং অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি ক্ষেত্রে। বরাদ্দ বেড়েছে পরিকাঠামোতেও। অনেক দশক আগে, স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ ভ্রমণের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আমি নিশ্চিত যে নতুন ভারত আমরা গড়ার আকাঙ্ক্ষা করি তা উঠে আসবে কৃষকের কুটির, ধীবরের কুঁড়ে, মুচির দোকান থেকে। নয়া ভারতের উত্থান হোক কলকারখানা, হাটবাজার থেকে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভারতের উদয় হবে বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত থেকে।"

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও গ্রামোন্নয়নের মতো মৌল ক্ষেত্রে জোর দিয়ে, অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন চমৎকার এক বাজেট। এ বাজেটে আর্থিক বিচক্ষণতা; শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র, অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের শ্রীবৃদ্ধি; স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দক্ষতা বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব অব্যাহত। এক কথায়, দেশের উন্নয়নে এক নতুন ও উদীয়মান ভারতের জোরাল অবদান রাখার লক্ষ্যে, এই বাজেট বিকাশে বেশি মনোযোগ দেওয়ার পথ আঁকড়ে ধরেছে। স্পষ্টতই, এ বাজেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রোজগার জোটাতে সাহায্য করা এবং ৮ শতাংশ বিকাশ হারের লক্ষ্য ছোঁওয়া।❑

এবারের বাজেট ও নারী ক্ষমতায়ন

ড. শাহিন রাজি

ভারতের অগ্রগতির এক নতুন রূপরেখা পেশ করা হয়েছে ২০১৮ সালের বাজেটে। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম সামাজিক ক্ষেত্রকে বাজেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন, কৃষিক্ষেত্রকে মজবুত করা এবং চাকরির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির মতো ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার ওপর যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৮-'১৯ সালের বাজেটের মূল লক্ষ্যই হল দ্রুত আর্থিক বিকাশ। নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগই বিকাশের পথে প্রধান হাতিয়ার।

"আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নারী ক্ষমতায়ন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) এবং পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী ও মজবুত করে তোলার বিশেষ লক্ষ্য নিয়েই এবারের বাজেট প্রস্তাব।"

—অরুণ জেটলি

২০১৮-'১৯ সালের যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা একদিক থেকে ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক। নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎসাহদান, যেসমস্ত সংস্থার বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে শ্রমের বাজারে নমনীয়তা আনা, কৃষি ও নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া এবং দশ কোটি পরিবারকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রকল্পের সূচনা—এগুলোই এবারের বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত প্রকল্পটি অচিরেই হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম প্রকল্প হয়ে উঠতে চলেছে। মোটকথা এবারের বাজেট সেই অর্থে জনমোহিনী নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট আসলে 'ভারত'-এর জন্য—ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ, কৃষক, মহিলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য। 'ব্যবসা করার সুবিধা' এই লক্ষ্যের বদলে সরকারের এখন নতুন লক্ষ্য দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনসাধারণের 'দৈনন্দিন জীবনযাপনের সুবিধা'। এই বাজেট একদিকে সংস্কারমুখী এবং অন্যদিকে প্রগতিশীল। এই বাজেটে শক্তিশালী এবং উদীয়মান ভারতের ছবিটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশক থেকে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন সরকার। মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা, তাদের জন্য জীবিকার সংস্থান তথা নিজের বাড়ি ও সমাজের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার তাদের অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে নানান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও শামিল হয়েছে। শিশুকন্যাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো, তাদের বেঁচে থাকার তথা তাদের জীবন সম্ভাবনাময় করে তোলার অনুকূল পরিবেশ রচনায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৩ সালে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন এই লক্ষ্যে এক বিরাট মাপের পদক্ষেপ। পঞ্চায়েত এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতের নিরিখে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সংশোধনের মাধ্যমে।

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ২ লক্ষ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি রয়েছেন।

[লেখক অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। ই-মেল : shahin.razi@gmail.com]

এদের মধ্যে ৭৫ হাজার মহিলা। এত সংখ্যক নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি বিশ্বের অন্য কোনও দেশে নেই।

মোদী সরকার 'মহিলা সংরক্ষণ বিল' পাসেও বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এই বিলে।

পঞ্চায়েত এবং সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেবিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল, পারিবারিক জীবন তথা সমাজজীবনের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের শামিল করা। তারা যাতে নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে, তার উপযোগী করে তাদের গড়ে তোলাই আসল চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে মহিলাদের পায়ে পরানো ছিল নানান প্রতিবন্ধকতার শিকল। জন্ম থেকেই শুরু হয় মেয়েদের প্রতি বৈষম্য। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লির মতো ধনী রাজ্যগুলিতে কন্যাভ্রূণ হত্যা ও শিশুকন্যাদের প্রতি নিরন্তর বৈষম্যের ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শহরের অভিজাত সম্প্রদায়, কেউই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। জন্মলগ্ন থেকে যে বৈষম্যের সূচনা, পরবর্তীকালে যৌন নিগ্রহ, পণের জন্য অত্যাচার ও বধূহত্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মস্থানে বৈষম্য, পরিবারে কোণঠাসা হয়ে থাকার মতো কত যে অগুনতি বৈষম্যের শিকার হয়ে চলে তারা, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এই বৈষম্যের কথা বলে শেষ করা যায় না।

মহিলাদের প্রতি যুগ যুগ ধরে হয়ে আসা এই বৈষম্যের দিকে নজর রেখে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-'১৯ সালের বাজেটে একগুচ্ছ ব্যবস্থাপত্রের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

- 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা প্রকল্প'-এর আওতায় ৫ কোটি মানুষকে ইতোমধ্যে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার ৮ কোটি দরিদ্র মহিলার কাছে এই সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এবারের বাজেটে মহিলাদের প্রতি যে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা পরিবারের মহিলা সদস্যদের নামে এলপিজি সংযোগ দেওয়ার বিশেষ মিশনের ঘোষণার মধ্যেই সুস্পষ্ট। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দু'টি জটিল সমস্যার সমাধান করতে চায় সরকার। প্রথমত, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের যেসমস্ত মহিলা নিত্যদিনকার রান্নাবান্নার জন্য এখনও কাঠ, গোবর, বা তুষের মতো জৈবভরভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহারে বাধ্য হয় তাদের স্বাস্থ্যের ওপর আর যাতে কোনও ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয়ত, এইসব জ্বালানি থেকে ঘরের ভেতর যে দূষণ ছড়ায়, তা কমানোও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

সরকারের এই উদ্যোগ একদিকে যেমন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে, অন্যদিকে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষাও করবে। এতে রান্নার করার সময় ও পরিশ্রম দুই-ই কমবে। রান্নার গ্যাস সরবরাহ শৃঙ্খলে গ্রামাঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

সরকার তথা জনমত গঠনকারী অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঘরের ভেতরের দূষণের কারণে এদেশে প্রতিবছর প্রায় পাঁচ লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু হয়।

যে দেশে গ্যাস সিলিন্ডারকে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিলাসিতা বলে মনে করা হয়, সেই দেশে এই পদক্ষেপ সকলের কাছে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ধীরে ধীরে হলেও এই তথাকথিত 'বিলাসিতা' মধ্যবিত্তের বাড়িতে ঢুকে পড়লে দরিদ্র জনসাধারণ এখনও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছেও রান্নার গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খুচরো জ্বালানি বিক্রেতা সংস্থাগুলির কর্পোরেটের সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল থেকে এই গ্যাস সংযোগ দেওয়া হ'ত। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে নতুন সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই রাজ্যগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

- 'প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা'-র আওতায় প্রত্যেক পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিতে সরকার ১৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করছে।

● মহিলাদের সুরক্ষার জন্য 'নির্ভয়া তহবিল'-এ ১৯.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

● ২০১৯ সালের মার্চ মাস অবধি মহিলাদের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে।

জৈব চাষের জন্য মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দেওয়া হবে এবং এই ধরনের উদ্যোগের জন্য তাদের উৎসাহও দেওয়া হবে।

● এক নতুন 'স্বর্ণ নীতি' আনতে চলেছে সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলারা নিজেদের সোনা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে ২.২৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশ হারে সুদ পেতে পারবেন।

● মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি বা ইপিএফ-এ তাদের অবদান ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছে। নিয়োগকর্তাদের তরফে এই তহবিলে অংশদানের পরিমাণ একই থাকবে।

● মহিলাদের ছয় মাসের জন্য সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হবে। সারোগেসির মাধ্যমে যেসমস্ত মহিলা সন্তানলাভ করবেন, তাদেরও মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়ার জন্য দিল্লি হাইকোর্ট ২০১৫ সালে যে রায় দিয়েছে তা মেনে চলার জন্য সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর। শিশুর জন্মের আগে এবং পরেও এই ছুটি পাওয়া যাবে।

● জাতীয় মহিলা কমিশনের জন্য ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

● স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় ২ কোটি নতুন শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। এতে মহিলাদের আব্রু যেমন রক্ষা করা যাবে, তেমনই মেয়েদের শিক্ষার পথ সহজ হবে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষা হবে।

● 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের জন্য ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য পরিকল্পিত কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করে তোলার তথা এবিষয়ে সচেতনতা প্রসারের জন্য সরকার তরফে এটি আরেকটি সামাজিক কর্মসূচি। প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। সঠিক পথে নিরক্ষরতা, বৈষম্য, যৌন নিগ্রহের তথা শিশুকন্যা হত্যার মতো সামাজিক ব্যাধিগুলির মোকাবিলা করা না গেলে মহিলাদের উন্নতি অসম্ভব।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পটি নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সমবেত উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৫ সালে ফ্ল্যাগশিপ এই প্রকল্পটির সূচনা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য মূলত তিনটি :

→ শিশুকন্যা হত্যা বন্ধ করা।

→ প্রতিটি শিশুকন্যা যাতে একটি নিরাপদ বাতাবরণে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য সুসমন্বিতভাবে নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকল্পনা করা।

→ প্রতিটি শিশু যাতে উপযুক্ত মানের শিক্ষা পায় তা সুনিশ্চিত করা।

ভারত সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানের অঙ্গ হিসাবেই চালু করা হয়েছে 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা'। এই উদ্যোগে আসলে শুধুমাত্র শিশুকন্যাদের জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প। শিশুকন্যাদের শিক্ষা ও পরবর্তীকালে বিবাহের খরচ মেটানোর জন্যই এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় করহীন ৯.১ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হচ্ছে এবং তা বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়বে। কোনও আইনি অভিভাবক/স্বাভাবিক অভিভাবক শিশুকন্যার নামে এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। ২১ বছর পূর্ণ হলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যাবে। সাধারণভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ১৮ বছর পূর্ণ হলেও অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যাবে, তবে সেক্ষেত্রে মেয়েটিকে বিবাহিত হতে হবে।

জনসাধারণকে সচেতন করতে গেলে আগে মেয়েদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। তারা জেগে উঠলে পরিবার জাগবে, গ্রাম জাগবে, পুরো দেশ জেগে উঠবে। শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে এ এক বিশেষ উদ্যোগ।

ভারতের অগ্রগতির এক নতুন রূপরেখা পেশ করা হয়েছে ২০১৮ সালের বাজেটে। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম সামাজিক ক্ষেত্রকে বাজেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন, কৃষিক্ষেত্রকে মজবুত করা এবং চাকরির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির মতো ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার ওপর যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

২০১৮-'১৯ সালের বাজেটের মূল লক্ষ্যই হল দ্রুত আর্থিক বিকাশ। নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগই বিকাশের পথে প্রধান হাতিয়ার।❑

বিশিষ্ট লেখক তুজামমেল হোসেনের কোচিং সেন্টার

NEW HORIZON STUDY CIRCLE

POSTAL COACHING | CLASS COACHING | MOCK TEST | INTERVIEW PROGRAMS

WBCS (Gr-A), 2016

Suman Rajbangshi
Roll No. - 1500149, ADSR

"I am an IAS aspirant. However, in the mid way of my preparation I have achieved a partial success having been selected as an WBCS officer. For my success I wish to record my gratitude to T. Hossain sir and his 'NHSC'. Truly, he is my friend, philoshopher and guide."

Admission going on

- + WBCS (Mains) Coaching for 2018
- + WBCS Complete Coaching for 2019
- + Miscellaneous (Main) Coaching for 2018
- + PSC Clerkship Coaching

WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation

Only Mock Tests Program.

Provision of Notes and Essential Books

WBCS (Exe.) Full Course-এ Admission নিলে Miscellaneus ও PSC Clerkship এর Class & Notes বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

WBCS (Gr-A), 2015

Erfan Habib
Deputy Collector &
Deputy Magistrate.

"সাফল্যের ফ্রেমে আঁটা "New Horizon Study Circle" এর উদগাতা তুজামমেল হোসেন স্যারকে আমি একটু পরে পেয়েছিলাম। তবে, স্যারকে অন্যদের পরে পাওয়ায় আমি খুব সহজেই অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি সম্প্রতি এই রাজ্যের WBCS (Exe.) পরীক্ষার কোচিং দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ প্রতীম। প্রশিক্ষণে তার উৎকর্ষতা অতুলনীয়।"

WBCS (Gr-A), 2016

"First of all, I want to give thanks to my 'GURU' in Economics Tajammel Sir and his esteemed team of my alma mater 'New Horizon Study Circle'. They helped me to stay on the right path and provided me right guidance throughout the journey of my civil service exam preparation. Subject wise strategy with hardwork helped me to achieve this feat."

Dr. Dipanjan Jana [WBCS (Gr.A), 2016], R.No. - 0105201
W.B. Food & Suppl;ies Officer Departmental Rank - 3

WBCS, 2015

"আমি বর্তমানে একটি ব্লকে APO হিসাবে কাজ করছি এবং WBCS (2013) পরীক্ষায় চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হলে Inspector of Co-operative Society পদে চাকরি পেয়েছি। আমার সাফল্যে তুজামমেল হোসেন স্যারের অবদান অনস্বীকার্য। শুধু শিক্ষক হিসাবেই নয় ব্যক্তি হিসাবেও তিনি একটি মূর্ত প্রতীক এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি জাতীয় সংহতির প্রতীক তা অকপটে বলা যায়।"

Ramanth Das (WBCS, 2015)

Ajijul Shaikh (WBCS) Group-A

Shayan Ahmed (WBCS) DSP

Surajit Mondal (DSP)

Durbar Banerjee (DSP)

Md. Saifur Rahaman (WBCS) C.T.O

Piyali Mondal WBCS (Exe.) BDO

Sam Mohammed SK. (WBCS) Group-C

Chitra Majumdar (WBCS) JSWS

Souvik Chattejree (WBCS) R.O.

Dip Sankar Das (WBCS) R.O.

Kalyan Laha (WBCS) Jt. BDO

Tarikul Islam (WBCS) R.O.

Rathin Sarkar (WBCS) Group-C

Nilanjan Sinha (WBCS) Group-C

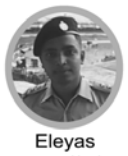
Eleyas WBP (S.I.)

Mofijur Rahaman (WBCS) ACTO

Anjan Chatterjee (A.P.O)

Monirul Islam (WBCS) R.O.

Sounak Banerjee (WBCS) Group-A

Chandrani Bandhyapadhyay (WBCS) Group-C

তুজামমেল হোসেন-এর বইগুলি WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা

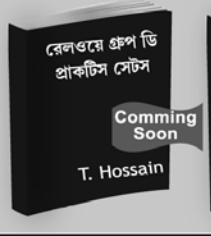

... etc.

NEW HORIZON STUDY CIRCLE &
NEW HORIZON PUBLICATION OF
T. HOSSAIN

C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007

Ph: 033 2241 6899 / 98364 84969

collegestreet.newhorizon@gmail.com | www.newhorizonstudy.com

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

এই বাজেট বয়স্কদের কতটা উপকারে আসবে?

সুমতি কুলকার্নি

আর এক বড়োসড়ো (জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ) ও দ্রুত বেড়ে চলা অসহায় গোষ্ঠী অর্থাৎ ভারতের বয়স্কদের (৬০+) জন্যও পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। ২০০১-এ এদের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬ লক্ষ। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। বয়স্কদের সংখ্যা ২০২৬-এ হবে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক/ সামাজিক মাপকাঠিতে দেখা গেছে, বয়স্কদের একটা বেশ বড়ো ভাগ দুর্বল-অসহায় শ্রেণিতে পড়ে। ২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটের কোন কোন বিধিব্যবস্থা বয়স্কদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং সেক্ষেত্রে তাদের উপকারের সম্ভাবনা কতখানি তা খতিয়ে দেখা দরকার।

সবাই জানে, ফি বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে সমাজের দুর্বল-অসহায় শ্রেণির দশা ফেরানোর মহতী আকাঙ্ক্ষা ও কঠিন বাস্তবতার মাঝে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা যথেষ্ট শক্ত কাজ। এক্ষেত্রে কিন্তু বড়ো চ্যালেঞ্জ হল মানুষের বিভিন্ন শ্রেণির দাবিদাওয়ার দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, সম্পদের টানাটানি, লগ্নির উপর প্রত্যক্ষ করের প্রভাব ও খরচ ছাপিয়ে যাওয়াজনিত মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা। শিশু ও যুবারা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য কল্যাণ কর্মসূচিগুলির অবশ্যই বেশি প্রাধান্য পাওয়া উচিত। এবং এই মানব মূলধনে লগ্নি ছাড়া, দেশ জনসংখ্যাগত সুফল লাভ করতে পারবে না। ভারতে কমবয়সিদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় এক সুবর্ণ সুযোগ হল এই সুফলের সম্ভাবনা। সেইসঙ্গে, আর এক বড়োসড়ো (জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ) ও দ্রুত বেড়ে চলা অসহায় গোষ্ঠী, অর্থাৎ ভারতের বয়স্কদের (৬০+) জন্যও পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। ২০০১-এ এদের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬ লক্ষ। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। বয়স্কদের সংখ্যা ২০২৬-এ হবে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক/ সামাজিক মাপকাঠিতে দেখা গেছে, বয়স্কদের একটা বেশ বড়ো ভাগ দুর্বল-অসহায় শ্রেণিতে পড়ে [গরিবি রেখার নিচে/অন্ত্যোদয়-এ ৪৫ শতাংশ, ২৩ শতাংশের নেই কোনও সম্পদ, আয়পত্তর নেই ৪৩ শতাংশের, ৫০ শতাংশ আর্থিক ব্যাপারে পরনির্ভর, তপশিলি জাতি ও উপজাতি ২৭ শতাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিবারে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ১০০০ টাকার কম—দি ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড (UNFPA)-এর ২০১২ সালের হিসেব][১]। ২০১৮-'১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটের কোন কোন বিধিব্যবস্থা বয়স্কদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং সেক্ষেত্রে তাদের উপকারের সম্ভাবনা কতখানি তা খতিয়ে দেখা দরকার।

করদাতা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য উপকার

আয়কর ধাপ বা আয়কর হারে কোনও রকমফের না হলেও, নিচে উল্লেখিত ব্যবস্থাদি থেকে প্রবীণ নাগরিকদের কিছু সুবিধা হবে :

● সুদ বাবদ আয়ে, ৮০টিটিএ ধারায় বর্তমান ছাড় ১০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এই আয়ের মধ্যে পড়বে ব্যাঙ্কে স্থায়ী (ফিক্সড) ও পৌনঃপুনিক (রেকারিং) আমানতের সুদও। এখন এ সুযোগ পাওয়া যায় কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদে। সুতরাং, অধিকাংশ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে আর উৎসমূলে কর কাটা হবে না। এক সমীক্ষা (Knowledge Base on Population Ageing in India—BKPAI) অনুসারে, গ্রামাঞ্চলে ২১ শতাংশ এবং শহরে ২৮ শতাংশ প্রবীণের অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে। শেয়ার, বন্ড ইত্যাদিতে টাকা খাটান খুব কমসংখ্যক প্রবীণ নাগরিক।

[লেখক মুম্বইস্থিত International Institute for Population Science-এর Development Studies বিভাগের প্রাক্তন প্রধান তথা ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক। ই-মেল : sumati2610@gmail.com]

● ৮০ডি ধারার আওতায়, চিকিৎসা বিমার কিস্তি (প্রিমিয়াম) বাবদ ছাড় এখনকার ৩০ হাজার বেড়ে হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

● গুরুতর রোগবালাইয়ে ভোগা প্রবীণদের জন্যও বাজেটে মিলেছে কিছু বাড়তি ছাড়। নির্দিষ্ট কিছু গুরুতর অসুখে চিকিৎসার জন্য ছাড়ের সীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ টাকা। এখন প্রবীণ ও ৮০+ প্রবীণদের জন্য যথাক্রমে ৬০ হাজার টাকা এবং ৮০ হাজার টাকা।

● বেতন বাবদ আয়ে, বাজেট ৪০ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ফের চালু করেছে (বেতনভুকদের যাতায়াত ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা বাবদ ছাড় অবশ্য তুলে দেওয়া হয়েছে)। আয়কর রিটার্নে পেনসন 'বেতন থেকে আয়'-এর শ্রেণিতে পড়ে বলে এতে কিছুটা সুবিধে হবে পেনসনভোগী প্রবীণ নাগরিকদেরও।

এসব ব্যবস্থার দরুন, একেবারে নিচু ধাপে প্রবীণদের আয়কর দিতে হবে না আদৌ, বাদবাকিরাও ছাড় পাবেন কিছুটা। প্রবীণরা আরও বেশি টাকার চিকিৎসা বিমা এবং স্থায়ী আমানতে উৎসাহ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনা

২০১৭-র মে মাসে এই কর্মসূচি চালু হয়েছিল মাত্র এক বছরের জন্য। কিন্তু এ বাজেটে এর মেয়াদ বেড়েছে মে, ২০২০ অবধি। এছাড়া, এ যোজনায় বিনিয়োগের সীমা এখনকার সাড়ে সাত লক্ষ থেকে

দু'গুণ বেড়ে হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। ষাটের বেশি বয়সিদের জন্য, ভারতের জীবন বিমা নিগম পরিচালিত এই প্রকল্পে, পলিসির ১০ বছর মেয়াদকালের পর বেঁচে থাকলে বকেয়া পেনসনও দেওয়া হবে। আর পলিসির ১০ বছর মেয়াদকালে, পেনসনারের মৃত্যু হলে পলিসির ক্রয়মূল্য ফেরত পাবেন তার মনোনীত উত্তরাধিকারী (নমিনি)। বেঁচে থাকলে, পলিসির দশ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, পলিসির ক্রয়মূল্যের সঙ্গে চূড়ান্ত পেনসনের কিস্তিও মিটিয়ে দেওয়া হবে।

এই যোজনা থেকে, মেয়াদ পূর্তির পর প্রাপ্য টাকা করের আওতায় পড়লেও, প্রবীণদের জন্য এটা এক আকর্ষণীয় বিকল্প ; কারণ এতে ১০ বছর যাবৎ ৮ শতাংশ রিটার্ন মেলা সুনিশ্চিত।

সার্বিক প্রভাব

বয়স্কদের কিছু শ্রেণির কাছে এসব ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সব মিলিয়ে এর প্রভাব পড়বে প্রবীণদের খুব কম জনের কাছে। গাঁয়েগঞ্জের অধিকাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চাষি পরিবারের এবং আয়কর ছাড়ে তাদের কোনও লাভ নেই। BKPAI সমীক্ষার হিসেবে, নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পেনসন পান, গ্রামে মাত্র ১০ শতাংশ এবং শহরে ১৬ শতাংশের মতো প্রবীণ। গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে ৪২ এবং ৪৭ শতাংশের নেই আদৌ কোনও আয়। বছরে ৫০ হাজার টাকা ও তার বেশি আয় আছে গ্রামের মাত্র ১২.৭ এবং শহরে ১৭ শতাংশ প্রবীণের। বাজেটের প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে লাভ হবে শুধুমাত্র এই সামান্য কিছু অংশের।

বহু সাধের জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি

অধিকাংশ বয়স্কের কাছে সত্যিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আয়ুষ্মান যোজনা— সরকারি তহবিলের জোগানো টাকায় জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির বিশাল কর্মযজ্ঞ। একথা ঠিক যে, এটা শুধুমাত্র প্রবীণদের জন্য নয়, এর আওতায় পড়ে যাবতীয় বিপিএল পরিবার। তাহলেও, এ কর্মসূচি থেকে বেশ উপকার হবে বয়স্ক লোকজনেরও। টাকাকড়ির জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকা তো আছেই, গোদের

উপর বিষফোড়া হল, শারীরিক দুর্বলতার দরুন নিজের রোজকার কাজটুকু সারার জন্য অন্যের উপর তারা নির্ভরশীল। BKPAI সমীক্ষা মাফিক, ৫০ শতাংশের বেশি প্রবীণ জানিয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। এক-পঞ্চমাংশ বলেছেন তাদের শরীর খুব খারাপ। প্রায় ১৩ শতাংশের কথা, রোগবালাইয়ে তারা নিতান্তই কাবু। আট শতাংশের মতো প্রবীণের চাই তাদের নিত্যনৈমিত্তিক অন্তত একটি কাজের জন্য অন্যের সহায়তা। প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধ কম দেখেন বা পুরোপুরি দৃষ্টিহীন। এক-চতুর্থাংশ প্রবীণ আংশিক বা পুরোপুরি স্মরণশক্তি খুইয়েছেন এবং হাঁটাচলা করতে অক্ষম।

এটা বেশ ভালো খবর যে, আয়ুষ্মান যোজনায় ১০ লক্ষ পরিবারের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয়ে পরিবারপিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা বিমার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে উপকার হবে ৫০ কোটি গরিব মানুষের। এখনকার রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার জায়গা নেবে এই কর্মসূচি। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায়, চিকিৎসাপাতি বাবদ, ৩.৬ লক্ষ বিপিএল পরিবারের ১৮ কোটি মানুষের জন্য দেওয়া হয় ১০০০ কোটি টাকা। নতুন কর্মসূচি খাতে বাজেট বরাদ্দ করেছে ২০০০ কোটি টাকা। বছর শেষে তা বেড়ে ১২০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। এ টাকা জোগাড় হবে বাড়তি ১ শতাংশ সেস বা করের উপর বসানো কর থেকে (আগেকার ৩ শতাংশ শিক্ষা সেসের জায়গায় এবার বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হয়েছে ৪ শতাংশ)। এই কর্মসূচিতে খরচের ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলি বইবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা

'এক চমৎকার রূপায়ণযোগ্য কর্মসূচি' থেকে 'জগতে সবচেয়ে জগাখিচুড়ি'—বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্পটি ঘিরে শোনা গেছে, এহেন সব প্রতিক্রিয়া। সমালোচনার মধ্যে আছে :

● অ-পর্যাপ্ত তহবিল—আয়ুষ্মান যোজনায় ২০১৮-'১৯-এ বরাদ্দের অঙ্ক মাত্র ২০০০ কোটি টাকা। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে,

বিপুল সংখ্যক মানুষ এর আওতায় পড়বে বলে নতুন এ যোজনায় খরচ হবে ৩০,০০০ কোটি টাকা।

● আয়ের তেমন কোনও সংস্থান না থাকায়, ব্যয়ের ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলি বহন করতে পারবে কি না তা নিয়ে আছে ঢের সংশয়।

● রূপায়ণ ব্যবস্থা নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব যথেষ্ট। রাজ্যগুলি এ যোজনা রূপায়ণে বিমা সংস্থা বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবারপিছু বছরে মাত্র ১০৮২ টাকার কিস্তি পরিষেবা জোগানোর পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। এই সামান্য টাকায় কি বিমা সংস্থাগুলি আগ্রহী হবে?

● জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার অভিজ্ঞতা হতাশাজনক। এতে উপকার পেয়েছে মাত্র ১.২ শতাংশ গ্রামীণ এবং ৬.২ শতাংশ শহুরে পরিবার। চিকিৎসার জন্য ট্যাঁকের কড়ি খসানো কমাতে এই প্রকল্প ব্যর্থ।

● নতুন যোজনায় শুধু হাসপাতালের খরচ জুটবে কিন্তু, চিকিৎসা বাবদ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় হয় অন্যান্য খাতে।

● BKPAI সমীক্ষায় হিসেব, সমীক্ষাটির এক বছর আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ প্রবীণকে।

● বৃদ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণত একেবারে অন্তিম মুহূর্তে। ঠিক সময়ে তাদের হাসাপাতলে ভর্তি করার জন্য এই নয়া যোজনা ইনসেনটিভের কাজ করতে পারে।

● প্রকল্পটি কেবল হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ মেটায়, কিন্তু প্রবীণদের অধিকাংশ ভোগেন বার্ধক্যজনিত আর্থারাইটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, বিভিন্ন জ্বরজ্বারির মতো রোগে। এসব ক্ষেত্রে সময়মতো রোগ নির্ণয়, ঠিকঠাক চিকিৎসা ও দেখভাল করা দরকার। এজন্য, বিশেষত দূরদূরান্ত অঞ্চলে চাই জোরদার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়া। এসব জায়গায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতিও এক দারুণ সমস্যা। এই বাজেটে, আরোগ্য কেন্দ্র ও নতুন মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি যক্ষ্মা রুগিদের জন্য পুষ্টিকর খাবার জোগানোর সংস্থান অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এতে পরোক্ষে উপকার হবে প্রবীণদেরও। শেষমেষ অবশ্য পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি-অসরকারি ফলপ্রসূ অংশীদারিত্বের উপর।

এসব বাধাবিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সামাজিক ক্ষেত্র বিশেষত স্বাস্থ্যকে গুরুত্বের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসাটা স্বাধীন ভারতে বেনজির। এর সুবাদে, দেশে বয়স্কদের জীবনের মানোন্নয়নে এগোনো যাবে অনেকটা পথ।❑

---

১ BKPAI সংক্রান্ত ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড-এর এক প্রজেক্টের আওতায় ৮৩২৯-টি পরিবারের ৯৮৫২ জন প্রবীণকে নিয়ে ২০১১ সালে নমুনা সমীক্ষা চালানো হয় হিমাচলপ্রদেশ, কেরল, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে। এই প্রজেক্টে সহযোগী ছিল বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক চেঞ্জ-এর পপুলেশন রিসার্চ সেন্টার, দিল্লির ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, মুম্বই।

দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা গড়তে বাজেট প্রস্তাবে কিছু উদ্যোগ

রমেশ কুমার যাদব, রোহিত দেও ঝা

কালো টাকার রমরমা শুধু যে সরকারি কোষাগারের সম্পদ নষ্ট করে তাই নয়, সমাজের নৈতিক অবমূল্যায়নও ঘটায়। এর ফলে বাড়ে দুর্নীতির প্রকোপ, যা সমাজজীবনে কর্কটরোগ বা ক্যান্সারের সমতুল। এইসব ব্যাধি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকদের আস্থা কমায়। কমে যায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের পরিসর। দেশের যাবতীয় সম্ভাবনার বিনাশে উদ্যত এইসব কুপ্রবণতা। ২০১৮-'১৯-এর বাজেটে কালো টাকার মোকাবিলা এবং স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ কর প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

কালো টাকা এবং দুর্নীতির ব্যাধি দূর করা সরকারের অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যে বিচারপতি এম.বি. শাহ্-র নেতৃত্বে তদন্ত দল গড়ার মধ্যে দিয়ে যে অভিযানের সূচনা হয়েছিল তা এগিয়ে চলেছে জোরকদমে।

কালো টাকার রমরমা শুধু যে সরকারি কোষাগারের সম্পদ নষ্ট করে তাই নয়, সমাজের নৈতিক অবমূল্যায়নও ঘটায়। এর ফলে বাড়ে দুর্নীতির প্রকোপ, যা সমাজজীবনে কর্কটরোগ বা ক্যান্সারের সমতুল। এইসব ব্যাধি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকদের আস্থা কমায়। কমে যায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের পরিসর। দেশের যাবতীয় সম্ভাবনার বিনাশে উদ্যত এইসব কুপ্রবণতা।

২০১৮-'১৯-এর বাজেটে কালো টাকার মোকাবিলা এবং স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ কর প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগকে আরও জোরদার করা হয়েছে। এই দিশায় সুফল মিলতে শুরু করেছে আগে থেকেই। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বাণিজ্য সহায়ক দেশ-এর তালিকায় ভারতের ক্রম অগ্রগমণ তারই ইঙ্গিত দেয়। একলপ্তে তিরিশ ধাপ উঠে ওই তালিকায় প্রথম একশোর মধ্যে চলে এসেছে দেশ। আলোচ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় যে দশটি সূচকের ভিত্তিতে এগোনো হয়, তার সবক'টিতেই আগের তুলনায় ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে কর প্রদান বিভাগে। সেখানে ১৭২-তম স্থান থেকে ভারত উঠে এসেছে ১১৯-তম স্থানে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

সদর্থক পরিবর্তনের ইঙ্গিত

বিমুদ্রায়ন এবং পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST চালু করার মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রভাবে সদর্থক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত। ২০১৭-'১৮-র অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে GST জমানায় আগের তুলনায় করদাতার সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যার নিরিখেও এই বৃদ্ধির হার যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। ২০১৬-র নভেম্বরের তুলনায় ১৮ লক্ষ বেশি নাগরিক ব্যক্তিগত আয়কর ফাইল করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রবণতার অতিরিক্ত এই হিসেব (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

বিমুদ্রায়নের পর নতুন করদাতার সংখ্যা বেড়েছে ৮৫ লক্ষ ৫১ হাজার। তার আগের বছরে এই সংখ্যাটি ৬৬ লক্ষ ২২ হাজার ছিল। এখন, কার্যকর করদাতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮ কোটি ২৭ লক্ষ। আয়কর দপ্তরের গৃহীত নানা ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ সন্তোষজনক। আগের সাত বছর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আয়কর রাজস্ব বৃদ্ধির তুল্যমূল্য অনুপাত (tax buoyancy) ছিল ১ দশমিক ১। ২০১৬-

[শ্রী যাদব '৮৭ সালের IRS আধিকারিক। বর্তমানে আয়কর বিভাগের প্রকল্প অধিকর্তা। ই-মেল : rky1961@gmail.com। শ্রী ঝা '৮৩ সালের IRS আধিকারিক। বর্তমানে আয়কর দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা। ই-মেল : rohit@gmail.com]

চিত্র-১
সর্বোচ্চ সাফল্যের সাপেক্ষে অগ্রগতি ভারতে বাণিজ্য

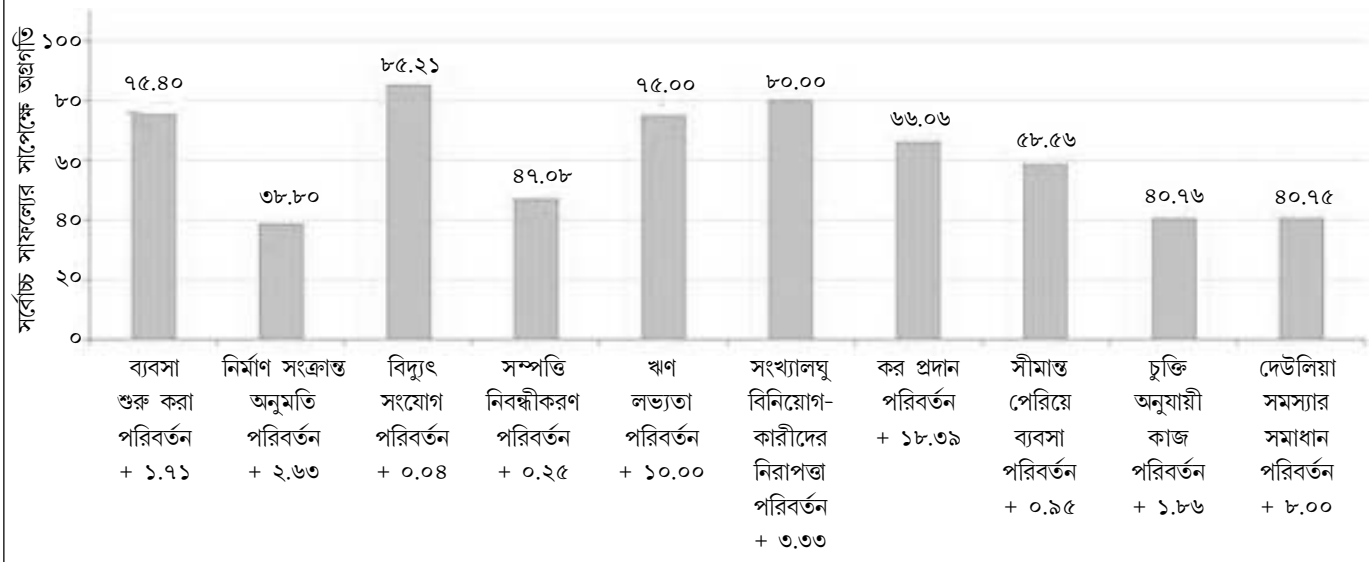

DTF (Distance of frontier) বা সর্বোচ্চ সাফল্যের সাপেক্ষে অগ্রগতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা সাফল্য অর্জনকারী দেশের তুলনায় অবস্থান।

সূত্র : ডুইং বিজনেস, ২০১৮ প্রতিবেদন—বিশ্ব ব্যাঙ্ক

'১৭ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ১ দশমিক ৯৫-এ। চলতি অর্থবছরে তা ২ দশমিক ১১-এ পৌঁছে যাওয়ার কথা।

নোট বাতিলের পরপরই কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (Central Board of Direct Taxes)-এর সাদা টাকা অভিযান (Operation Clean Money)-র আওতায়, নাগরিকদের বিষয়ে সংগৃহীত নানা তথ্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং অর্থ আদান-প্রদানের বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতি নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বড়ো অঙ্কের করদাতা এবং কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। এই কর্মসূচি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সৎ করদাতা, নাগরিকদের অবদান এবং ইতিবাচক প্রবণতা বিষয়ে বিরামহীন প্রচার—এই তিনটি ভিত্তির ওপরে। করদাতাদের ওপর অবাঞ্ছিত বোঝা না চাপিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সেবিষয়ে বৈদ্যুতিন মধ্যমে নজরদারিও এর ফলে আয়কর দপ্তরের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে।

PIB-র একটি প্রেস বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে, নোট বাতিলের পর আয়কর তল্লাশির ঘটনা ১৫৮ শতাংশ (আগেকার ৪৪৭-টি বাণিজ্যগোষ্ঠীর জায়গায় ১১৫২-টি বাণিজ্যগোষ্ঠীর দপ্তরে), বাজেয়াপ্ত সম্পদের পরিমাণ ১০৬ শতাংশ (আগেকার ৭১২ কোটি টাকার জায়গায় ১৪৬৯ কোটি টাকা), সমীক্ষার সংখ্যা ১৮৩ শতাংশ (আগেকার ৪৪২২-এর জায়গায় ১২৫২০) এবং এইসব সমীক্ষায় প্রকাশ পাওয়া অঘোষিত আয় বাবদ সংগৃহীত অর্থ ৪৪ শতাংশ (আগেকার ৯৬৫৪ কোটি টাকার জায়গায় ১৩৯২০ কোটি টাকা) বেড়েছে।

সংশোধিত বেনামি লেনদেন প্রতিরোধ আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থা

২০১৬ সালে, ১৯৮৮ সালের বেনামি লেনদেন প্রতিরোধ আইনে কিছু পরিমার্জন করা হয়। নতুন সংস্থান অনুযায়ী, বেনামি সম্পত্তি প্রথমে শর্তসাপেক্ষে এবং অনিয়ম প্রমাণিত হলে পরে পাকাপাকিভাবে বাজেয়াপ্ত করার সংস্থান রয়েছে। দোষী সাব্যস্তের সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডও হতে পারে। বেনামি লেনদেন-এর সংজ্ঞারও পরিমার্জন করে আরও কয়েক ধরনের আদান-প্রদানকে তার আওতায় আনা হয়েছে। সারা দেশে ২৪-টি বেআইনি আদানপ্রদান প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তুলছে আয়কর দপ্তর। জোরদার অভিযানের ফলে ৯০০-রও বেশি মামলায় শর্তসাপেক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়েছে মোট ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি।

বিদেশের ব্যাঙ্কে রাখা কালো টাকার সমস্যা মোকাবিলা

কালো টাকা প্রতিরোধ (বিদেশে অঘোষিত আয় ও সম্পদ) ও কর লাগু আইন, ২০১৫-এ দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির ৩ থেকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সংস্থান রয়েছে। এই আইন আনা হয়েছে বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকার সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে। ২০০২-এর অর্থ তছরুপ আইন মোতাবেক কর ফাঁকি দেওয়াকে সুস্পষ্টভাবে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পানামা এবং প্যারাডাইস নথি ফাঁস মামলায় দ্রুত ও সমন্বিত তদন্তের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT-র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গড়া হয়েছে বহুপাক্ষিক গোষ্ঠী (Multi Agency Group)। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও গত তিন বছরে বিদেশের নানা ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অ্যাকাউন্টে বেআইনিভাবে জমা পড়া বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা করের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। কর সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য ১৪৮-টি দেশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে ভারত। ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ক মামলায় পারস্পরিক আইনি সহায়তার জন্য চুক্তি হয়েছে ৩৯-টি দেশের সঙ্গে। এইসব সমঝোতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট

চিত্র-২

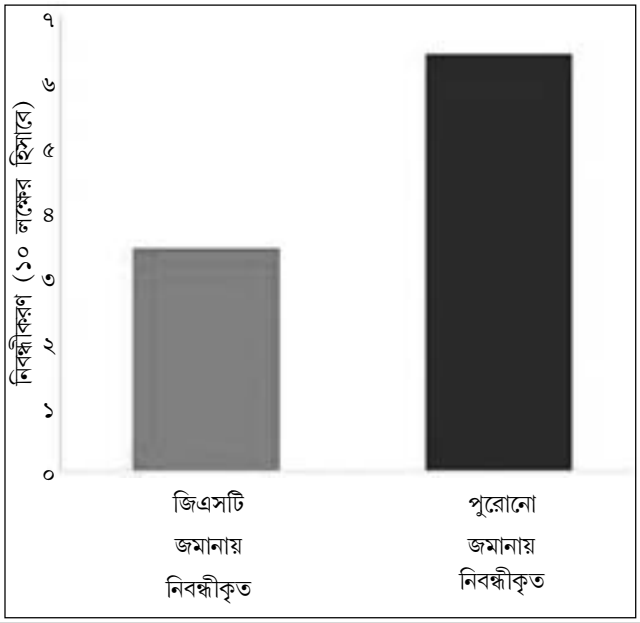

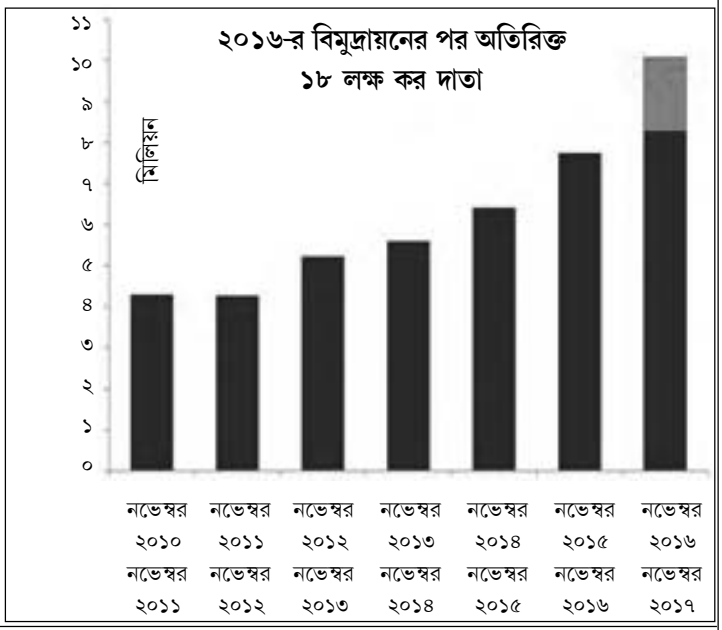

সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭-'১৮

ব্যবস্থাপত্রকে আরও প্রসারিত এবং শক্তিশালী করা হচ্ছে।

ভুয়ো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আয়কর ফাঁকি বন্ধ করা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফাঁকফোকরের সুযোগে বেশ কয়েক বছর ধরেই অগণিত ভুয়ো বাণিজ্যিক সংস্থা গজিয়ে উঠেছে। একই ঠিকানায় শয়ে শয়ে বাণিজ্যিক সংস্থার নথিবদ্ধ হওয়ার উদাহরণ দুর্লভ নয়। সাধারণভাবে, এগুলির মূলধন অত্যন্ত কম। হয় তো একজন কর্মচারী বা অধিকর্তা রয়েছেন বা তাও নেই। এই মানুষগুলিও আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী কোনও মহলের হাতের পুতুল মাত্র। অনেকক্ষেত্রেই এরকম একজনই আবার বহু সংস্থার অধিকর্তা। সংস্থাগুলির কাজ হল জাল বিল বানানো, ভুয়ো শেয়ার মূলধন দেখানো, ভুয়ো ঋণের ব্যবস্থা করা। Shell Company-র সংখ্যাও এত বেশি যে বর্তমান ব্যবস্থায় সবগুলিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের বেআইনি কাজকর্ম প্রতিরোধ বেশ কষ্টসাধ্য।

এই কাজে তদারকির জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাজস্ব সচিব এবং কর্পোরেট বিষয়ক দপ্তরের সচিবকে শীর্ষে রেখে একটি বিশেষ কর্মীদল গড়েছে। সহায়তায় থাকছে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এগোনো হচ্ছে সমন্বয়ের ভিত্তিতে।

দেশে এবং বিদেশে গজিয়ে ওঠা ভুয়ো সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি কড়া পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। কালো টাকা (বিদেশে অঘোষিত আয় ও সম্পদ) এবং কর প্রয়োগ আইন, ২০১৫; ১৯৮৮-র বেনামি লেনদেন প্রতিরোধ আইনের সংশোধন; ১৯৬১-র আয়কর আইনের পরিমার্জনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরও কার্যকর ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা (Place of Effective Management—POEM) তথা কোম্পানি আইনের সংশোধন করে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির রীতিমাফিক পরিচালনা ও মালিকানা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা—এসব তারই সাক্ষ্য। নজরদারি আরও জোরদার করতে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক মূলধনের জোগানদারদের e-KYC মজুত রাখা হচ্ছে SPICe নামে একটি বৈদ্যুতিন মঞ্চে (SPICe-Simplified Proforma for Incorporating Company electronically)। আর কোম্পানিগুলিকে PAN নম্বর দেওয়ার সময় এই SPICe মঞ্চটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, বাণিজ্যিক সংস্থার অধিকর্তাদের আধার নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভুয়ো কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে জোরদার অভিযানে নেমেছে কোম্পানি বিষয়ক দপ্তর। ২০১৭-এ ২ লক্ষ ২৪ হাজার বাণিজ্যিক সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার সংস্থার বিরুদ্ধে। তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কাজকর্ম এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হাতবদল ও স্থানবদলে জারি হয়েছে নিয়ন্ত্রণ। শাস্তির মুখে পড়েছেন এইসব সংস্থার প্রায় তিন লক্ষ ন' হাজার কর্তাব্যক্তি। তদন্তে দেখা গেছে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি ২০-টিরও বেশি বাণিজ্যিক সংস্থার অধিকর্তা। তা আইনসিদ্ধ নয়। এইসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি প্রতারণায় সাহায্যকারী পেশাদারদের সম্পর্কেও কড়া মনোভাব নিয়ে চলছে সরকার।

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে তৈরি করা হচ্ছে জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষণ কর্তৃপক্ষ বা National Financial Reporting Authority বা NFRA। কাজে যথেষ্ট স্বচ্ছতা না থাকলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংস্থার

হিসেবনিকেশের ভারপ্রাপ্ত পেশাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই কর্তৃপক্ষ।

কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক বা MCA-র মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমঝোতাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। PAN এবং CIN (বাণিজ্যিক সংস্থার পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা— Corporate Identity Number) ও DIN (বাণিজ্যিক সংস্থার অধিকর্তার পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা—Director Identity-র Number)-কে কাজে লাগিয়ে নজরদারির ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলা হচ্ছে।

তাছাড়া, ২০১৮-র অর্থ আইনের (Finance Act) মাধ্যমে ২০০২-এর অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (PMLA)-এ কিছু পরিবর্তন করতে চাইছে সরকার। প্রয়োজনীয় বিল পেশও হয়েছে। বিলটি আইএন পরিণত হয়ে গেলে, কোম্পানি আইনের চারশো সাতচল্লিশ নম্বর ধারার আওতায় প্রতারণা হিসেবে চিহ্নিত কাজকর্ম PMLA-র আওতায় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ফলে, প্রয়োজন পড়লে, বাণিজ্যিক সংস্থা নিবন্ধীকরণ দপ্তর বা Registrar of Companies, PMLA-র আওতায় এধরনের কার্যকলাপের বিষয়ে ইডি বা Enforcement Directorate-কে সরাসরি জানাতে পারবে।

INSIGHT প্রকল্প

দমনমূলক কর জমানার দিন শেষ। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণকে সম্বল করে রাজস্ব সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধে উদ্যোগী সরকার। এই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT হাতে নিয়েছে INSIGHT প্রকল্প। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে তা পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে। কর জমা না দেওয়া এবং ফেরত বা Refund পাওয়ার ক্ষেত্রে জালিয়াতির সমস্যা মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকরা যাতে স্বেচ্ছায় প্রদেয় কর মিটিয়ে দেন তা নিশ্চিত করা এই INSIGHT প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এর আওতায় ইতোমধ্যেই কর ফাঁকিতে শামিল ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। আদায় হয়েছে ২৬ হাজার ৪২৫ কোটি টাকারও বেশি।

বাজেট ২০১৮-'১৯

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ করে স্বচ্ছ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারের বাজেটে বেশ কিছু প্রস্তাব রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ (Long Term Capital Gain—LTCG) কর ফের চালু করছে সরকার। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

● **স্বতঃস্ফূর্ত কর প্রদান :** আইনের চোখরাঙানিতে নয়—মানুষ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদেয় কর মিটিয়ে দিন—এটাই সরকার চায়। কর সংক্রান্ত নথি বা ফাইল পেশ না করার দায়ে কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রয়েছে তাতে কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেট বা অর্থ বিল-এ। বর্তমান সংস্থান অনুযায়ী, রিটার্ন দাখিল না করায় কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রদেয় করের পরিমাণ অন্তত তিন হাজার টাকা হতে হবে। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রদেয় করের পরিমাণ যদি শূন্যও হয়, তাহলেও রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তা না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর ফলে ভুয়ো কোম্পানি গজিয়ে ওঠা অনেকটাই রুখে দেওয়া যাবে বলে মনে হয়।

"আইনের চোখরাঙানিতে নয়—মানুষ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদেয় কর মিটিয়ে দিন—এটাই সরকার চায়। কর সংক্রান্ত নথি বা ফাইল পেশ না করার দায়ে কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রয়েছে তাতে কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেট বা অর্থ বিল-এ। বর্তমান সংস্থান অনুযায়ী, রিটার্ন দাখিল না করায় কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রদেয় করের পরিমাণ অন্তত তিন হাজার টাকা হতে হবে। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রদেয় করের পরিমাণ যদি শূন্যও হয়, তাহলেও রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তা না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর ফলে ভুয়ো কোম্পানি গজিয়ে ওঠা অনেকটাই রুখে দেওয়া যাবে বলে মনে হয়।"

● **দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ :** দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ করে ছাড়-এর সুযোগে অনিয়ম হয়েছে প্রচুর। আয়কর দপ্তরের নথি-ই একথা বলে। যেনতেন-প্রকারেণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে (অনেক ক্ষেত্রেই Penny Stock-এ) দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ-এর দোহাই দিয়ে কর এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রচুর। এভাবে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এইসব Penny Share বা ছোটোখাটো সংস্থার অল্পমূল্যের শেয়ার আদান-প্রদানের জন্য বেশ কিছু লোকও রয়েছে। তাদের সাহায্যেই বড়ো বড়ো রাঘববোয়ালরা কর এড়িয়ে যায়।

এবারের বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ করে ছাড় থাকায় উৎপাদন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কমে গেছে। ঝোঁক এসেছে শেয়ারের মতো আর্থিক সম্পদ তৈরি করার দিকে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে মূলধনী লাভ করে ছাড় বাবদ ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে। এর বেশিরভাগ সুবিধাই পেয়েছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা।

গত কয়েক বছর ধরেই, নানা রকম অছিলায় মূলধনী লাভ কর ছাড়ের সুযোগ নেওয়া মানুষজনের সঙ্গে আয়কর দপ্তরের ভালো রকম সংঘাত চলছে। আয়কর দপ্তর ১৪০-এরও বেশি সন্দেহজনক ঋণপত্রের বিষয়ে SEBI-কে সতর্ক করেছে বলে প্রাক্তন অর্থ

প্রতিমন্ত্রী সন্তোষকুমার গাঙওয়ার সংসদে জানিয়েছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করে SEBI ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ১৯৯২-এর SEBI আইনের 11(B) ধারার আওতায় ১৩-টি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ কর ছাড়ের অনৈতিক সুবিধা নেওয়া বন্ধ করতে ২০১৭-'১৮ সালের বাজেটে শেয়ার কেনা-বেচার সময়ে লেনদেন কর প্রদানকারীরাই শুধুমাত্র এর সুযোগ পাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছিল সরকার। সেক্ষেত্রেও কিছু শর্ত ছিল। এবারের বাজেটে বলা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার বেশি হলেই ১০ শতাংশ কর বসবে। এক্ষেত্রে কোনও রকম ছাড় মিলবে না। তবে ২০১৮-র ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমার আদান-প্রদানে তা মকুব থাকবে।

● **নিরপেক্ষ বৈদ্যুতিন মূল্যায়ন বা ই-অ্যাসেসমেন্ট :** সরকারি ব্যবস্থাপত্রকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করে তোলার একটা আবশ্যিক শর্ত হল কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে তা স্পষ্টভাবে স্থির করে নেওয়া। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন প্রশাসন বা ই-গভর্নেন্স বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, আয়কর দপ্তরে ই-গভর্নেন্সের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। আয়ের উৎসে কর প্রয়োগ (TDS), রিটার্ন জমা, কর জমা, ফেরৎ বা Refund, তথ্য মজুত ও বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন—সব ক্ষেত্রেই ই-গভর্নেন্সের প্রয়োগ কাজে সুবিধার পাশাপাশি নাগরিক-বান্ধব, স্বচ্ছ এবং যুক্তিযুক্ত কর ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। অর্থ মন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, গত বছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের ৯৭ শতাংশ কাজই হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। এর মধ্যে ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে ৬০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে এবং ৬০ দিনের মধ্যেই ৯০ শতাংশ ফেরত বা refund-এর কাজও হয়ে গেছে।

২০১৬-এ প্রাথমিকভাবে চালু হয় ই-মূল্যায়ন বা ই-অ্যাসেসমেন্ট। ২০১৭-এ তার আওতায় এসে যায় ১০২-টি শহর। এর লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল আয়কর আধিকারিকদের সঙ্গে করদাতাদের সরাসরি যোগাযোগ কমানো। এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী ই-মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। করদাতা এবং কর আধিকারিকদের মধ্যে সরাসরি দেখাসাক্ষাৎ ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে ১৯৬১-র আয়কর আইনে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এই লক্ষ্যে নতুন একটি প্রকল্প চালু হবে বলে জানানো হয়েছে।

কীভাবে এই কাজ হবে, তার বিশদ রূপরেখা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বাজেটে। ব্রিটেনের মতো কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যেই করদাতা ও কর প্রশাসকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগহীন ব্যবস্থার দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এতে অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট কাজও এমনভাবে হয়, যাতে করদাতার সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কোনও দেখাসাক্ষাৎই না ঘটে। এই পদ্ধতি কর প্রশাসনের ওপর নাগরিকদের আস্থা বাড়ায় এবং অভিযোগের প্রয়োজনও থাকে না বললেই চলে।

● **ছাড়ের সুযোগের অপব্যবহার কমানো :** কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল ২০১২-'১৩ থেকে ২০১৫-'১৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর যে সমীক্ষা করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বহু সংস্থাই কর ছাড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী, ঘোষিত লক্ষ্যে কাজ করলে তবেই দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির কর ছাড়ের সুযোগ পাওয়ার কথা। এই সংস্থানের অপব্যবহার দুর্লভ নয়।

গত বছরের বাজেটে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান বাবদ অর্থ প্রদানের অনুমোদিত ঊর্ধ্বসীমা ১০ হাজার থেকে কমিয়ে ২ হাজার টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু এধরনের প্রতিষ্ঠানের খরচ করার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এর সুযোগ নিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। নগদ ব্যয় দেখিয়ে এই কাজ সারা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নগদ ব্যয় খাতে টাকা কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। তাই, এবারের বাজেটে বলা হয়েছে ওইসব প্রতিষ্ঠানকে নগদে ১০ হাজার টাকার বেশি দেওয়া যাবে না। করও বসবে। এছাড়া, উৎসে কর না কাটালে টাকার ৩০ শতাংশ আর দেওয়া হবে না এবং তার ওপরে কর চাপানো হবে।

বহু অসরকারি সংগঠনের PAN নম্বর নেই। তাদের কার্যালয়ের লোকজনেরও অনেকেরই PAN নেই। তাই তারা আয়কর দপ্তরের আওতার বাইরে। এদের কর প্রশাসনের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে এবারের বাজেটে বলা হয়েছে, বছরে আড়াই লক্ষ বা তার ওপরে লেনদেন হয়েছে এমন সব সংস্থাকে PAN-এর জন্য আবেদন করতে হবে। তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন যিনি, তারও PAN থাকা আবশ্যক করা হচ্ছে।

অনেক পথ বাকি

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানক্রমে গত বছর নভেম্বরে ১৯৬১-র আয়কর আইনের পুনঃপর্যালোচনা এবং নতুন প্রত্যক্ষ কর আইনের খসড়া তৈরি করার জন্য ৬ সদস্যের একটি কর্মী দল গড়া হয়েছে। এর আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT-র একজন সদস্য। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হলেন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। নতুন প্রত্যক্ষ কর আইনের খসড়া তৈরি হবে দেশের সমকালীন প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। অন্যান্য নানা দেশের কর প্রণালীও খতিয়ে দেখবে এই কর্মীগোষ্ঠী। সবদিক বিবেচনা করে ৬ মাসের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে আগামী বেশ কয়েক বছর ধরে। সরকার চায় 'স্বচ্ছ' সম্পদের দেশ হোক ভারত—যেখানে প্রতিটি নাগরিক সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকারী। এজন্য তথ্য-প্রযুক্তি-র ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নেও আরও বেশি উদ্যোগ নিতে হবে।❑

বাজেট এবং খাদ্য নিরাপত্তা

অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন

ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮) প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, 'চিনকে কে খাওয়াবে'? আমাদেরও একই প্রশ্ন 'ভারতকে কে খাওয়াবে', যদি এভাবে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে এবং ক্রমশ সংকুচিত জমির পরিমাণ থেকে আরও বেশি বেশি উৎপাদন পেতে হয়। তবে বর্তমান বছরের বাজেটে এইসব বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে এবং সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সম্ভবত ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং ক্ষুধা এড়ানোর জন্য এই আইনের সামাজিক সমর্থনও আছে। তবে এসব সত্ত্বেও এখনও বহুবিস্তৃত ক্ষুধা এবং অপুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। ফলে শিশু, নারী এবং পুরুষের জন্মগত সক্ষমতার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সম্ভাবনার পূর্ণ অভিব্যক্তির সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য হচ্ছে। বর্তমান বাজেটের ভিত্তিতে এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নতিকে বিবেচনায় রেখে আমি বলতে চাই যে নিম্নলিখিত আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর বাড়তি নজর দেওয়া দরকার।

মূল্যের অনিশ্চয়তা

ভারতের কৃষক প্রায়শই তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তাতে ভোগেন, ফলে কৃষকের আয় ও আয়ের স্থিতিশীলতায় ভারসাম্য থাকে না। যেমন, আলু, টমেটো এবং পেঁয়াজের মতো সবজির দাম খুব বেশি ওঠা-নামা করে। উৎপাদিত ফসলের দামের ক্রমাগত হেরফের চাষিদের জন্য ব্যাপক অসুবিধার কারণ। সেজন্য এই সমস্যার জোড়াতালি দিয়ে আপাত সমাধানের পথে হেঁটে চাষিদের নিছক সান্ত্বনা না দিয়ে, স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে হবে। এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হল শহরের সীমানা ঘেঁষা অঞ্চলে বাগিচা ফসল চাষে চাষিদের উৎসাহ প্রদান। শহরের সীমাবর্তী এবং শহরের কাছাকাছি যেসব অঞ্চলে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানে কৃষকদের এই ধরনের উচ্চমূল্যের বাগিচা ফসল চাষ করার কথা বলা যায়। উল্লিখিত অঞ্চলে এবং শহরের বাড়িগুলির ছাদেও টমেটো, পেঁয়াজ, লঙ্কা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করা যেতে পারে। এর ফলে দু'ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে; উৎপাদিত ফসলের স্থিতিশীল মূল্য এবং দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টি নিরাপত্তা।

উপকূলীয় অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য সমুদ্রতীরবর্তী চাষ

ভারতের প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার জুড়ে ব্যাপ্ত তটভূমিতে সমুদ্রতীরবর্তী চাষের সুযোগ আছে, যা কেরালার কুটনাড অঞ্চলে করা হয়ে থাকে। এই ধরনের কৃষি ব্যবস্থায় শস্য এবং মৎস্য চাষ উভয়ই সামিল হতে পারে। বিশ্বের মোট জলভাণ্ডারের ৯৭ শতাংশই সমুদ্রের জল। কিভাবে সমুদ্রের জল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানো যেতে পারে, ভারত তার পথপ্রদর্শক হবার এবং নেতৃত্ব দেবার দাবি রাখে। এই ধরনের চাষ ব্যবস্থার ফলে তটভূমি অঞ্চলের কৃষিতে আয় যেমন বাড়বে তেমনি সুনামির মতো বিপর্যয়ের জন্যও প্রস্তুত হবার উপায় পাওয়া যাবে। সমুদ্র উপকূলীয় সমুদ্র স্তরের নিচের চাষ ব্যবস্থার সব ধরনের প্রযুক্তি চেন্নাইয়ের এম. এস. স্বামীনাথন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আছে এবং এই সংস্থা এই ধরনের চাষের

[লেখক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, এম. এস. স্বামীনাথন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চেন্নাই। ই-মেল : swami@mssrf.res.in]

প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সক্ষম। এই ধরনের কর্মসূচিতে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের এবং অন্যান্য লবণাক্ততারোধী ফসলের সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যে সংস্থাটি লবণাক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ বা ফসলের সংরক্ষণের জন্য বাগানও তৈরি করেছে।

ক্ষুদ্র দানাশস্যের জাতীয় বর্ষ

ভারত সরকার ২০১৮ সালকে ক্ষুদ্র দানাশস্যের জাতীয় বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ক্ষুদ্র দানাশস্য, যেমন, সামাই (Samai), থিনাই (Thinai), কেড়ভাড়াগু (Kezhvargu), পানিভাড়াগু (Panivaragu), কাম্বু (Kambu) ইত্যাদি চাষে তামিলনাড়ু নেতৃত্বের ভূমিকায় আছে। এই ধরনের ক্ষুদ্র দানাশস্যের বিভিন্ন প্রজাতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার কোল্লি পাহাড়ে আছে। তাই মনে হয় এই ধরনের ফসলের ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য 'ক্ষুদ্র দানাশস্যের জৈব উপত্যকা' (Millet Bio-valley) তৈরি করা দরকার। এই ধরনের কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র খাদ্যশিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের প্রাতঃরাশ-শস্যের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিবিধ খাদ্যের উৎপাদন করা যেতে পারে।

পশুপালন এবং মৎস্যচাষ

কিষান ক্রেডিট কার্ড কেবলমাত্র শস্য উৎপাদনকারী চাষিদের না দিয়ে, হাঁস-মুরগি পালনকারী এবং সামুদ্রিক ও অন্তর্দেশীয় মৎস আহরণকারীদেরও এই ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। দেখা গেছে, কৃষকের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদির যথেষ্ট

অবদান থাকে। অনেক সময় আইনগত কারণে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকার সময়ে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড চাষিকে সাহায্য করতে পারে।

ধানের জৈব-উদ্যান

এই ধরনের জৈব-উদ্যানের মাধ্যমে চাষি জানতে পারবে কিভাবে জৈববস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে ফলনের মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। সেইসঙ্গে ধানের খড়, তুষ এবং শস্যদানা থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরি হতে পারে। ডালশস্যের জন্যও এই ধরনের জৈব-উদ্যান তৈরি করা যেতে পারে। এর ফলে জৈববস্তু সবটাই ব্যবহার করে চাষির আয় ও কর্মসংস্থান দুইই বাড়বে।

জলবায়ুর প্রতি অভিযোজন

ভারতের প্রত্যেকটি ব্লক স্তরে একটি করে ঝুঁকি সামলানোর ব্যবস্থার বিষয়ে গবেষণা ও বিকাশ সংস্থা থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের সংস্থায় একজন জলবায়ুর ঝুঁকি সামলানোর ম্যানেজার, একজন মহিলা কর্মী এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে একদল নাগরিককে শামিল করা যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন বৃহৎ বিপর্যয়ের আকারে নেমে আসতে চলেছে—তাই এই পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রশমন বা লাঘবের জন্য আশু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

খামার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

খামার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ধারণাতে চাষি থেকে চাষির শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়। প্রগতিশীল কৃষকের কাছ থেকে, তার জমি থেকেই অন্য চাষিরা শিক্ষিত হতে পারেন। এর ফলে জমি থেকে জমিতে প্রযুক্তির প্রসার ত্বরান্বিত হবে এবং চাষে কৃষকের দক্ষতা বাড়বে।

শহর সীমাবর্তী উদ্যানপালন বিপ্লব

ভারতে নগরায়ণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শহরাঞ্চলে খাদ্যসামগ্রীর জোগান আর আমদানির মধ্যে ফাঁক তৈরি হচ্ছে ও খাদ্যের মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। এই মূল্যস্ফীতি রোধের একটি উপায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত এবং বিপণনের সহায়তার মাধ্যমে শহর সীমাবর্তী অঞ্চলে বাগিচা ফসলের চাষে উৎসাহদান। ইজরায়েল মডেলের মতো করে এক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও সমবায় বিপণনের কথা ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া, শহরে এবং

শহরের সীমাবর্তী অঞ্চলের উদ্যান ফসলের উৎপাদনের ফলে ভোক্তা স্থিতিশীল মূল্যে প্রয়োজনীয় এই ধরনের শস্য কিনতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই অঞ্চলের উৎপাদন উচ্চ গুণমানের, কৃষিবিষহীন এবং অন্যান্য বিপজ্জনক রাসায়নিক মুক্ত হতে হবে। তবেই পণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতার সঙ্গে উচ্চগুণমানের নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিত জোগান সম্ভব হবে। যেহেতু শহরবাসীর বিশেষ চাহিদা ফল ও সবজি—তাই এই ধরনের শহর সীমাবর্তী উদ্যান ফসলের উৎপাদনের বিপ্লবের প্রয়োজন আছে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৩, ক্ষুদ্র দানাশস্য ও ওই ধরনের অন্যান্য দানাশস্যকে গণ বন্টন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সাম্প্রতিককালে, প্রচার মাধ্যমের এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, রাগি (Ragi) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দানাশস্যের জমির পরিমাণ কর্ণাটকে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বাড়ছে। এই ধরনের শস্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য লাভজনক মূল্য এবং ফলপ্রসূ আহরণ ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। কর্ণাটক সরকার ২০০০ টাকা কুইন্ট্যাল দরে প্রায় ১ লক্ষ টন রাগি সংগ্রহ করেছে। যদি সংগ্রহ ও ব্যবহার বাড়ে, তবে অবশ্যই চাষিরা এই ধরনের ক্ষুদ্র দানাশস্যের উৎপাদন বাড়াবে। এম.এস. স্বামীনাথন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তামিলনাড়ুর কোল্লি পাহাড়, ওড়িশার কোরাপুট অঞ্চলে ক্ষুদ্র দানাশস্যের সংরক্ষণ করছে এবং এইসব ফসলের বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এখন এটা স্বীকৃত যে এইসব ক্ষুদ্র দানাশস্য শুধুমাত্র পুষ্টিকরই নয়, তার সঙ্গে এগুলি জলবায়ু সহনশীলও, অর্থাৎ বৃষ্টির বণ্টন বা বিন্যাসের হেরফের হলেও ফলন দেবার প্রত্যয় রাখে। তাই এইসব ফসলকে ব্যাপক মাত্রায় পুনরায় চাষের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের বাজার নিশ্চিত করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা যে বেশকিছু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থা এইসব ক্ষুদ্র দানাশস্যের ব্যবহার করে খাদ্যসামগ্রী তৈরি করছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ও স্কুলের মধ্যাহ্ন ভোজনের কর্মসূচিতে

এইসব ক্ষুদ্র দানাশস্যের সংযোজন হতে পারে। সরকারি নথিপত্রে এই ক্ষুদ্র দানাশস্যকে ‘মোটা/কর্কশ দানাশস্য’ বলে উল্লেখ করার রীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। বরং এই শস্যগুলিকে “জলবায়ু সহনশীল পুষ্টিকর দানাশস্য” নামে অভিহিত করা উচিত। ভারতের উচিত, রাষ্ট্রসংঘে এই ধরনের ক্ষুদ্র দানাশস্যের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে এই দশকের কোনও একটি বছরকে আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র দানাশস্য বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা। ডালশস্যও প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সহনশীল। তাই উপযুক্ত নীতির মাধ্যমে এইসব ডালশস্যের চাষ ও ব্যবহার বাড়াতে হবে। তবেই অপুষ্ট শিশু ও নারীর দেশ হিসাবে পরিচয় থেকে ভারত বেরিয়ে আসতে পারবে। আর একটি জরুরি প্রয়োজন, এই ধরনের ‘অনাথ শস্যের’ গবেষণায় বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ; যাতে এদের ফলনমাত্রা যথেষ্ট বাড়ে। উচ্চফলন এবং নিশ্চিত বাজার থাকলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা এইসব ক্ষুদ্র দানাশস্যের চাষের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের মধ্যে এসবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

আর একটি উদ্বেগের কারণ হল, ফসল কাটার পরবর্তী পর্যায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফসলের উৎপাদন ও তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে এবং তার ফলস্বরূপ উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই শীঘ্রই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের আরও বেশি করে স্থাপনার দরকার আছে। সৌভাগ্যক্রমে ২০১৮-’১৯ বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা দেবার সংস্থান রাখা হয়েছে। মূল্য-সংযোজী পণ্য উৎপাদনের উৎসাহ দেবার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। বেশি বেশি করে হিমঘর ও উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার। ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আলুর সংকট যথেষ্ট হিমঘর থাকলে এড়ানো যেত। আমার মনে হয় সঠিক প্রযুক্তি, জন নীতি, চাষির অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের পথেই সমাধান আসবে।

ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮) প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, ‘চিনকে কে খাওয়াবে’? আমাদেরও একই প্রশ্ন ‘ভারতকে কে খাওয়াবে’, যদি এভাবে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে এবং ক্রমশ সংকুচিত জমির পরিমাণ থেকে আরও বেশি বেশি উৎপাদন পেতে হয়। তবে বর্তমান বছরের বাজেটে এইসব বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে এবং সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।❑

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে সোচ্চার বাজেট

কে. শ্রীনাথ রেড্ডি

কেন্দ্রীয় বাজেট, স্বাস্থ্যকে আমজনতার চর্চা বা আলোচনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজ্যগুলি ও কেন্দ্র পরবর্তী বাজেটসমূহে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কতটা বাড়াচ্ছে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দক্ষতা উন্নয়নে সুসমন্বিত কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার ওপরেই নির্ভর করছে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াসগুলির ভবিষ্যৎ। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে রাজ্যগুলিকে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের মোট বাজেটের ৮ শতাংশের বেশি করার কথা বলা হয়েছে। তারা এই লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি কেন্দ্রকেও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ক্রমশ বাড়িয়ে চলার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে হবে।

গত কয়েক দশক ধরে কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সংবাদমাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যাশা এবং বাজেটের পরে প্রতিক্রিয়ার চিত্রনাট্যটা মোটের ওপর একই রকম ছিল। আশা করা হ'ত, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, আর তারপর প্রতিক্রিয়ায় থাকত হতাশা ও প্রতিবাদ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজেটের পর খুশির হাওয়া শেষবার দেখা গিয়েছিল, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন বা NHRM ঘোষণার সময়ে। তারপরেই শ্রম মন্ত্রকের আওতায় ঘোষিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা বা RSBY। এই দু'টি ঘটনা বাদ দিলে কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্র বরাবরই থেকে গেছে বাজেট প্রস্তাবের প্রান্তিকতায়। এবারের বাজেট তার ব্যতিক্রম। এই বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য ঘোষিত একগুচ্ছ উদ্যোগ এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত পেশাদার, সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ—সকলকেই উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। এর সঙ্গেই জন্ম হয়েছে এক বিতর্কের, বাজেটে প্রস্তাবিত এইসব উচ্চাভিলাষী উদ্যোগের থেকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্র সার্বিকভাবে আদৌ উপকৃত হবে কি না, এবং হলে কতটা হবে?

বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলির মধ্যে দু'টিকে, অভিন্ন এক কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'আয়ুষ্মান ভারত'। এর মধ্যে একটি প্রকল্প হল সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত। দেশের এক লক্ষ প্রাথমিক উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে 'হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার'-এ রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রয়েছে এতে। অন্য প্রকল্পটি হল জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা, যেখানে ১০ কোটি দরিদ্র অসহায় পরিবারকে হাসপাতাল খরচ ও অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ধারণাটি গড়ে উঠেছে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের ওপর ভিত্তি করে। এর উদ্দেশ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মজবুত করে তোলা। আগে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা। ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনকে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার চালিকাশক্তি করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে সংক্রামক নয় এমন রোগব্যাধি, মানসিক রোগ প্রভৃতির মতো যেসব ক্ষেত্রের প্রতি এতদিন কোনও নজরই দেওয়া হয়নি, সেগুলিও স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন হয়ে উঠল মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, ছোঁয়াচে ও ছোঁয়াচে নয়—দুই রকমের রোগ প্রতিরোধ এবং যাবতীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সার্বিক সামগ্রিক মঞ্চ।

[লেখক Public Health Foundation of India (PHFI)-এর প্রেসিডেন্ট। ই-মেল : ksrinath.reddy@phfi.org]

ধারাবাহিক পরিষেবা দিতে গেলে প্রাথমিক স্তরে দীর্ঘকালীন রোগের সুচিকিৎসার পাশাপাশি পরবর্তী স্তরে সেটি রেফার করার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধু HIV-AIDS বা টিবি-র মতো গুরুতর রোগেব ক্ষেত্রেই নয়, ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা ও পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে হবে মানসিক উৎকণ্ঠা বা হাইপারটেনশন, মানসিক রোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসারে গোষ্ঠীগত স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরে কাউন্সেলিং-এরও প্রয়োজন রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিসরে দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চার সুফল নিয়ে গোষ্ঠীগত স্তরে যেমন প্রচার চালাতে হবে, তেমনি তামাক সেবনের কুঅভ্যাস থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াসে ফাঁকি পড়লেও চলবে না।

বাজেটে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার-এ রূপান্তরিত করার যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তা সার্বিক ধারাবাহিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে বাস্তবায়িত করবে। এর ফলে গ্রামীণ মানুষ ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন। এছাড়া স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার ও রোগ প্রতিরোধেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। এই সেন্টারগুলিতে বর্তমান কর্মীরা ছাড়াও নার্সের মতো অচিকিৎসক কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত হবেন, বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র পাওয়া যাবে, এমনকী সাধারণ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও এখানে বিনা খরচে করানোর সংস্থান থাকবে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে এখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা মাপকাঠির ওপর নজরদারি করা সম্ভব হবে। টেলি-মেডিসিন ও মোবাইল ফোন প্রযুক্তির কুশলী ব্যবহারে, দূরের চিকিৎসকদের যুক্ত করে এইসব ওয়েলনেস সেন্টারে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বহুগুণ বাড়ানো যেতে পারে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জোরদার করতে ওয়েলনেস সেন্টারগুলি চালু করার

পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলির উন্নয়নও জরুরি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দে কিন্তু এর প্রতিফলন ঘটেনি। গত বছরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় এবারের বরাদ্দ ২.১ শতাংশ কম। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত নগর স্বাস্থ্য মিশনকে বাজেটে যেভাবে অবহেলা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আসছে। অথচ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা মানুষের সংখ্যা যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, প্রতিটি শহরে যেভাবে বস্তি এলাকা ও নিম্ন আয়ের লোকের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে শহরগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্ব অপরিসীম। শহুরে মানুষের জন্যও হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলা দরকার। এই সেন্টারগুলি নির্মাণের জন্য বাজেটে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজের পরিধি বিবেচনা করে এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার।

হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো সমস্যা হল দক্ষ মানবসম্পদের অভাব। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের প্রায়শই অভাব দেখা যায়, এই সেন্টারগুলিতে নিযুক্ত হবেন অচিকিৎসক কর্মীরা। তবে এগুলিতে নার্স, স্বাস্থ্য সহায়কের মতো মধ্যস্তরের কর্মী দরকার। এদের তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এমন এক পাঠক্রমে, যেটি বিশেষভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির চাহিদাকে মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। আয়ুষ স্নাতকদের (যারা প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত) আলোপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তিন বছরের ব্রিজ কোর্স করানোর প্রস্তাবকে ঘিরে সম্প্রতি বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। এই আয়ুষ স্নাতকদের ওয়েলনেস সেন্টারগুলিতে নিয়োগ করা যেতে পারে। তারা প্রথাগত পদ্ধতিতেই নিরাময় ও স্বাস্থ্য সচেনতার কাজ করতে পারেন। প্রতি সেন্টারে দু'জন নার্স ছাড়াও একজন পুরুষ কর্মী এবং একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান দরকার। মানবসম্পদের এই ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজটা যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ফলে যুবসমাজের কর্মসংস্থানও হবে। সব থেকে বড়ো কথা, এতে একটি কার্যকর স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে মানুষের ঘরে ঘরে।

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা বা NHPS গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY)-র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। RSBY-এর আওতায় গরিব মানুষজন চিকিৎসার সুবিধা পান, তবে তা পরিবারপিছু বার্ষিক মাত্র ৩০ হাজার টাকাতেই

সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রের এই যোজনাকে আবার কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি পড়তে হয় বেশ কিছু রাজ্যে। সেখানে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের এই ধরনের প্রকল্পে পরিবারপিছু বার্ষিক ১ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সংস্থান রয়েছে। তাছাড়া হাসপাতালে ভর্তি না হলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় না, আকস্মিক বিপত্তিমূলক কোন খরচের জন্য বা দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য অর্থদানের সংস্থান এতে নেই। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি—উভয়পক্ষকেই এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে এক মজবুত সাধারণ মঞ্চ গড়ে তোলায় যথেষ্ট লাভ হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসার দিকে নজর না দেওয়ায় জনস্বাস্থ্য মাপকাঠির ওপর কেন্দ্র বা রাজ্য, কারও স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পই ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ১০ কোটি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ বাবদ বছরে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার তুলনায় এই অর্থের পরিমাণ অনেকটাই বেশি হওয়ায় পরিবারগুলি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে ঠিকই, কিন্তু হাসপাতাল ছাড়া অন্যত্র চিকিৎসার খরচ এখানে মিলবে না। হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং মজবুত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এক্ষেত্রে মুশকিল আসানের ভূমিকা নিতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হলে পরবর্তী ক্ষেত্রের ওপর চাপ কমবে, প্রাথমিক পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলি থেকে 'রেফারেল'-এর সংখ্যাও কমাবে। এর অন্যথা হলে, অর্থাৎ অদক্ষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বজায় থাকলে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের ওপর চাপ ক্রমশই বেড়ে চলবে, স্বাস্থ্য বাজেটের সিংহভাগ খরচ হবে এতে, যার জেরে আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সরকারি হাসপাতালের উন্নয়নে অর্থের জোগানে পড়বে টান।

চলতি বছরের অক্টোবরে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সূচনা হবে, সেজন্য এই আর্থিক বছরে এই খাতে দু' হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গেলে এর পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। মোট অর্থের ৪০ শতাংশ দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারগুলিকে বলা হবে, তাদের নিজস্ব কোনও বিমা প্রকল্প থাকলে সেটি এর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। এতে সম্পদের পরিমাণ বাড়বে, ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস পাবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ঘনঘন যাতায়াত করেন, এমন ব্যক্তিদের কাছেও বিমার সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে।

"চলতি বছরের অক্টোবরে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সূচনা হবে, সেজন্য এই আর্থিক বছরে এই খাতে দু' হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গেলে এর পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। মোট অর্থের ৪০ শতাংশ দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারগুলিকে বলা হবে, তাদের নিজস্ব কোনও বিমা প্রকল্প থাকলে সেটি এর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। এতে সম্পদের পরিমাণ বাড়বে, ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস পাবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ঘনঘন যাতায়াত করেন, এমন ব্যক্তিদের কাছেও বিমার সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে।"

জাতীয় সুরক্ষা বিমা প্রকল্পের আওতায় নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলি থেকে পরিষেবা কেনা হবে। এক্ষেত্রে কী কী রোগ ও পরীক্ষানিরীক্ষা এর আওতায় আসবে, তা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। একই সঙ্গে নজর দিতে হবে পরিষেবার গুণমান ও তার খরচের দিকে। প্রতারণা রুখতে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপত্রকে আরও উন্নত করে তুলতে হবে। জাতীয় সুরক্ষা বিমা প্রকল্পের সুবিধাগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে। সিংহভাগ মানুষ যাতে এই বিমা পরিষেবার আওতায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে এর সুবিধাগুলি সঠিকভাবে পেতে পারেন, সেজন্য বাড়াতে হবে 'বিমা সাক্ষরতা'। আবার উলটোদিকে রক্ষাকবচগুলি ঠিকমতো কাজ না করলে অকারণে এর চাহিদা বাড়বে, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসার চাপে বাড়বে ব্যয়।

জাতীয় সুরক্ষা বিমা প্রকল্প পরিচালিত হবে কোনও ট্রাস্ট বা বিমা সংস্থার মাধ্যমে। মধ্যস্বত্বভোগীকে বেছে নেবে রাজ্য সরকারগুলি। সরকার যে ট্রাস্ট গঠন করবে,

তার দায়বদ্ধতা বেশি থাকবে, কম হবে পরিচালন ব্যয়। কৌশলগত ক্রয় ও খরচের ক্ষেত্রে বিমা সংস্থার দক্ষতা থাকলেও এর পরিচালন ব্যয় বেশি। প্রকল্পের সুবিধা বেশি মানুষ পেতে থাকলে তারা প্রিমিয়ামের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। দু'টি ক্ষেত্রেই সরকারেরই খরচ বাড়বে। ব্যক্তিগত বিমা পলিসির থেকে এটা আলাদা হলেও 'ঝুঁকি বণ্টনের' নীতি একই। যেখানে ঝুঁকি বণ্টনের ক্ষেত্রটি বড়ো, সেখানে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষজনের প্রিমিয়ামে দুর্বল ও রুগ্ন মানুষের দাবি পূরণ হয়ে যায়, প্রিমিয়ামের হার বিশেষ বাড়ে না। জাতীয় সুরক্ষা বিমা প্রকল্প দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট হলেও অন্যরা নির্ধারিত প্রিমিয়ামে দিয়ে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের প্রয়োজন, জেলা হাসপাতালগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা দরকার। উন্নীত জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন ২৪-টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে। প্রতি তিনটি সংসদীয় কেন্দ্রপিছু একটি করে মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ যেহেতু নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু এর জন্য আরও বেশি সরকারি অর্থের জোগান প্রয়োজন। অথচ গত বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় এ বছর স্বাস্থ্য খাতে অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ২.৮ শতাংশ। এর মধ্যে আবার নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য বরাদ্দ ১২.৫ শতাংশ কমেছে। বাজেটে প্রতিবছর স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো না হলে ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বাবদ জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয়ের যে লক্ষ্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে নেওয়া হয়েছে, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যক্ষ্মারোগীদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা মেটাতে প্রতি মাসে তাদের ৫০০ টাকা করে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব রয়েছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। এতে তাদের শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, চিকিৎসার সুফল আরও বেশি করে পাওয়া যাবে। যত্রতত্র মলত্যাগের ফলে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। তা দূর করতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় আরও বেশি করে শৌচাগার নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে রোগব্যাধির ছড়ানোর দ্বিতীয় কারণ হল বায়ুদূষণ। এর মোকাবিলায় ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কৃষকরা যাতে ফসলের খেতে শস্যের বর্জ্য না পুড়িয়ে অন্যভাবে সেগুলি অপসারণ করেন সেজন্য দিল্লির প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। উনুনের বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের বাঁচাতে উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে। উনুনের ধোঁয়া থেকে যে বায়ুদূষণ হয়, তা বন্ধ করতে পারলে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার, শিশু বয়স থেকে হাঁপানি, এমনকী ডায়াবেটিসও উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।

২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট, স্বাস্থ্যকে আমজনতার চর্চা বা আলোচনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজ্যগুলি ও কেন্দ্র পরবর্তী বাজেটসমূহে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কতটা বাড়াচ্ছে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দক্ষতা উন্নয়নে সুসমন্বিত কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার ওপরেই নির্ভর করছে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াসগুলির ভবিষ্যৎ। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে রাজ্যগুলিকে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের মোট বাজেটের ৮ শতাংশের বেশি করার কথা বলা হয়েছে। তারা এই লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি কেন্দ্রকেও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ক্রমশ বাড়িয়ে চলার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে হবে। বহু স্তরীয়, বহুবিধ দক্ষতাসম্পন্ন, উচ্চ গুণমানের পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীগোষ্ঠী গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। এর সঙ্গে থাকতে হবে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থা। এইসব কাজ সুসমন্বিত ও সময়নির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হলে তবেই ভারত সাফল্য ও নিশ্চয়তার সঙ্গে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার অভীষ্ট পথে এগোতে পারবে। ভেরি বেজে গেছে, এবার যাত্রা শুরু করার পালা।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

অনুন্নত জেলায় রূপান্তর কর্মযজ্ঞ

অমিতাভ কান্ত

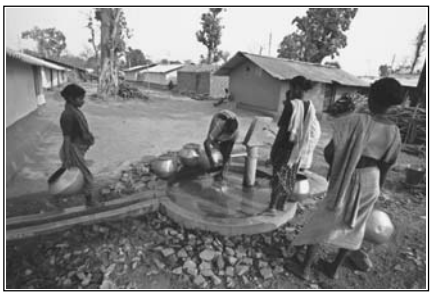

বেসলাইন বা ভূমিরেখা ডেটা ও সময়ানুগ পর্যবেক্ষণের কাজ আগামী পয়লা এপ্রিল, ২০১৮ থেকে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শুরু হতে চলেছে অভিকাঙ্ক্ষী জেলাবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কে কতটা এগিয়ে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। অনুন্নত জেলাগুলির মানোন্নয়নের ভাবনা নতুন কিছু নয়, তবে সরকারি প্রয়াসে পরিচালিত এবারের রূপায়ণপর্বে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই অভিকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে সাফল্য অর্জনের পথে নিয়ে যাবে।

এক শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, মুডি'জ ইনভেস্টরস সার্ভিস প্রভৃতির মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পূর্বাভাস হল ২০১৮-এর মধ্যে ভারত ফের বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি হয়ে উঠবে। সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার

চিত্র-১
অভিকাঙ্ক্ষী জেলার প্রগতির সূচক
নীতি আয়োগ

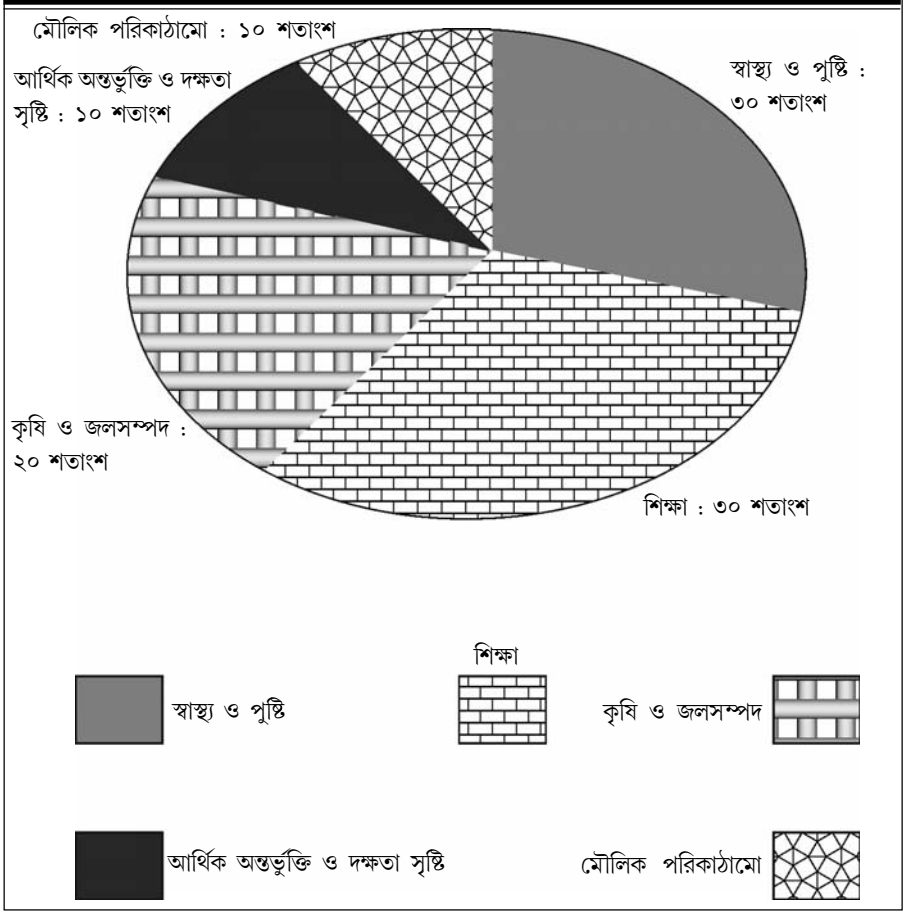

[লেখক নীতি আয়োগের সিইও। ই-মেল : amitabh.kant@nic.in]

মাপকাঠির ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সর্বশেষ রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে ৪২ ধাপ উপরে পৌঁছেছে, যা অন্য কোনও দেশের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভাবনার ইতিবাচক ইঙ্গিত অন্যদিকে আবার দেশের সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের সামনে দুরূহ চ্যালেঞ্জ। UNDP বা রাষ্ট্রপুঞ্জ উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১৬ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে ১৮৮-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩১-তম এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ১৪৯-টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১০০-তে। 'জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা' বা National Family Health Survey-র (NFHS) সর্বশেষ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের প্রতি দু'জন মহিলার একজন রক্তাল্পতায় ভুগছেন, প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজনের দৈহিক গঠন বাধাপ্রাপ্ত, প্রতি চারজন শিশুর একজন অপুষ্ট এবং প্রতি পাঁচজন শিশুর একজন স্বাস্থ্য ক্ষয়ের শিকার। বিভিন্ন অনুশীলনমূলক সমীক্ষাতেও এধরনের এক নির্মম ছবি উঠে আসে। তবে প্রাপ্ত ডেটা বা উপাত্তের গভীর বিশ্লেষণের সূত্রে অন্যরকম ছবি পাওয়া যায়; প্রকৃত অবস্থা ততটা ভয়াবহ প্রতিপন্ন হয় না, বিশেষ করে জাতীয় স্তরে। উদাহরণস্বরূপ : বাধাপ্রাপ্ত দৈহিক গঠনের শিশুদের শতাংশ হিসাব অনুযায়ী কেরল (১৯.৭ শতাংশ) ও বিহার (৪৮.৩ শতাংশ); স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে মিজোরাম (১১.৯ শতাংশ) ও ঝাড়খণ্ড (৪৭.৮ শতাংশ); জন্মকালে শিশুমৃত্যুর হার হাজারপ্রতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (১০) ও উত্তরপ্রদেশ (৬৪); এক লক্ষ জীবিত সন্তানের ক্ষেত্রে প্রসূতি মৃত্যুর হার কেরল (১৬) ও অসম (৩০০); জাতীয় কৃতি সমীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণির গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে (NAS)—তামিলনাড়ু (৫৬ শতাংশ) ও ছত্তীশগড় (৩২ শতাংশ)। একইভাবে পঠিত

সারণি-১
১১৫-টি অভিকাঙ্ক্ষী জেলার তালিকা

রাজ্য	নীতি আয়োগের ৩০ জেলা	মন্ত্রক নির্দিষ্ট ৫০ জেলা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দিষ্ট ৩৫ জেলা	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ		১. ভিজিয়ানাগ্রাম	১. বিশাখাপত্তনম	৩
অন্ধ্রপ্রদেশ		২. কুড্ডাপা		
অরুণাচলপ্রদেশ		১. নামসাই		১
অসম	১. দারাং	১. উদালগিরি		৭
অসম	২. ধুবড়ি	২. হাইলাকাণ্ডি		
অসম	৩. বরপেটা			
অসম	৪. গোয়ালপাড়া			
অসম	৫. বাকসা			
বিহার	১. কাটিহার	১. খাগারিয়া	১. ঔরঙ্গাবাদ	১৩
বিহার	২. বেগুসরাই	২. পূর্ণিয়া	২. বাঁকা	
বিহার	৩. শেখপুরা		৩. গয়া	
বিহার	৪. আরারিয়া		৪. জামুই	
বিহার	৫. সীতামারি		৫. মুজফ্ফরপুর	
বিহার			৬. নওদা	
ছত্তিশগড়		১. কোবরা	১. বস্তার	১০
ছত্তিশগড়		২. মহাসামুণ্ড	২. বিজাপুর	
ছত্তিশগড়			৩. দান্তেওয়াড়া	
ছত্তিশগড়			৪. কাঁকার	
ছত্তিশগড়			৫. কোণ্ডাগাঁও	
ছত্তিশগড়			৬. নারায়ণপুর	
ছত্তিশগড়			৭. রাজনন্দগাঁও	
ছত্তিশগড়			৮. সুকমা	
গুজরাত		১. নর্মদা		২
গুজরাত		২. দাহোদ		
হরিয়ানা		১. মেয়ট		১
হিমাচলপ্রদেশ		১. চম্বা		১
জম্মু এবং কাশ্মীর		১. কুপওয়ারা		২
জম্মু এবং কাশ্মীর		২. বারামুলা		
ঝাড়খণ্ড	১. সাহেবগঞ্জ	১. গোড্ডা	১. লাতেহার	১৯
ঝাড়খণ্ড	২. পাকুর		২. লোহারডাগা	
ঝাড়খণ্ড			৩. পালামৌ	
ঝাড়খণ্ড			৪. পূর্ব সিংভূম	
ঝাড়খণ্ড			৫. রামগড়	
ঝাড়খণ্ড			৬. আনচি	
ঝাড়খণ্ড			৭. সিমদেগা	
ঝাড়খণ্ড			৮. পশ্চিম সিংভূম	
ঝাড়খণ্ড			৯. বোকারো	
ঝাড়খণ্ড			১০. ছাতরা	
ঝাড়খণ্ড			১১. দুমকা	
ঝাড়খণ্ড			১২. গারওয়া	
ঝাড়খণ্ড			১৩. গিরিডি	

বিষয়ের সারমর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু (৫৪ শতাংশ), বিহার (২৯ শতাংশ), পরিবারভিত্তিক শতাংশ অর্জনের ক্ষেত্রে ৫-টি রাজ্যের প্রাপ্তি ১০০ শতাংশ ও ঝাড়খণ্ডের ৪০ শতাংশ। সার্বিকভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ২০০-টি জেলার দ্বারা জাতীয় গড়ের হালত খারাপ হচ্ছে।

সুতরাং, মিশন-সংকল্পে উদ্যমী হয়ে সংশ্লিষ্ট অভিকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা দরকার। এজন্য জেলা স্তরেই রাখতে হবে নজরদারি ব্যবস্থা। যাতে করে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে সেখানকার উন্নয়ন সূচকগুলি সেরা নজির সৃষ্টি করতে পারে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে দেশের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিপুল অসমতার বিষয়টি বিগত শতকের ষাটের দশকেই নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অতীতে যে কয়টি রাজ্যকে মোটামুটিভাবে অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে অবিভক্ত বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এইসব রাজ্যে চালু একাধিক ক্ষেত্র বা এলাকানির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ছিল সমকেন্দ্রিকতার অভাব ও কেন্দ্রীভূত নজরদারি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। কর্মসূচিগুলি প্রসঙ্গে একাধিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বরাদ্দকৃত অর্থের খুব সামান্য অংশই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পৌঁছচ্ছে। এছাড়া ছিল নির্ভরযোগ্য ও সময়ানুগ তথ্য বা ডেটা সংগ্রহের বড়ো চ্যালেঞ্জ। নীতি প্রণয়নের সময় আর একটি সমস্যা দেখা গিয়েছিল, তা হল সকল ক্ষেত্রে একই ধাঁচ অনুসরণ করার প্রবণতা। যে দেশে ভূগোল, সংস্কৃতি ও মানসিকতার এত রকম তারতম্য, সেখানে নীতিপ্রণয়নকালেও সামগ্রিক পরিসরের মধ্যে থেকেও 'কেস-টু-কেস' সমাধানসূত্রের কথা ভাবা দরকার।

ঝাড়খণ্ড			১৪. গুমলা	
ঝাড়খণ্ড			১৫. হাজারিবাগ	
ঝাড়খণ্ড			১৬. কুন্তি	
কর্ণাটক		১. ইয়াদগির		২
কর্ণাটক		২. রায়চুর		
কেরালা		১. ওয়ানাদ		১
মধ্যপ্রদেশ	১. দামো	১. ছত্তরপুর		৮
মধ্যপ্রদেশ	২. সিংগ্রৌলি	২. রাজগড়		
মধ্যপ্রদেশ	৩. বারওয়ানি	৩. গুনা		
মধ্যপ্রদেশ	৪. বিদিশা			
মধ্যপ্রদেশ	৫. খাণ্ডোয়া			
মহারাষ্ট্র	১. নন্দুরবার	১. ওয়াশিম	১. গাডচিরোলি	৪
মহারাষ্ট্র		২. ওসমানাবাদ		
মণিপুর		১. চাণ্ডেল		১
মেঘালয়		১. রিভই		১
মিজোরাম		১. মামিত		১
নাগাল্যান্ড		১. কিফিরে		১
ওড়িশা	১. রায়গড়া	১. কন্ধমাল	১. কোরাপুট	৮
ওড়িশা	২. কালাহাণ্ডি	২. গজপতি	২. মালকানগিরি	
ওড়িশা		৩. ঢেঙ্কানল		
ওড়িশা		৪. বোলানগির		
পাঞ্জাব		১. ফিরোজপুর		২
পাঞ্জাব		২. মোগা		
রাজস্থান	১. বারান	১. ধোলপুর		৫
রাজস্থান	২. জয়সলমীর	২. করৌলি		
রাজস্থান		৩. সিরোহি		
সিকিম		১. পূর্ব সিকিম		১
তামিলনাড়ু		১. মরানাথনপুরম		২
তামিলনাড়ু		২. ভিরুধুনাগর		
তেলেঙ্গানা		১. ভূপালপল্লী	১. খাম্মাম	৩
তেলেঙ্গানা		২. আশিফাবাদ		
ত্রিপুরা		১. ধালাই		১
উত্তরপ্রদেশ	১. চিত্রকূট	১. চন্দৌলি		৮
উত্তরপ্রদেশ	২. বলরামপুর	২. সিদ্ধার্থনগর		
উত্তরপ্রদেশ	৩. বারিচ	৩. ফতেহপুর		
উত্তরপ্রদেশ	৪. সোনভদ্র			
উত্তরপ্রদেশ	৫. শ্রাবস্তী			
উত্তরাখণ্ড		১. হরিদ্বার		২
উত্তরাখণ্ড		২. উধম সিং নগর		
পশ্চিমবঙ্গ	১. মুর্শিদাবাদ	২. নদিয়া		৫
পশ্চিমবঙ্গ	২. মালদা	২. দক্ষিণ দিনাজপুর		
পশ্চিমবঙ্গ	৩. বীরভূম			
মোট	**৩০**	**৫০**	**৩৫**	**১১৫**

সারণি-২
অভিকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির অগ্রগতি নির্ধারণ সূচক বিমিশ্র সূচকের ভার বা ওয়েটেজ

বিষয়গত দিক	ভার
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	৩০ শতাংশ
শিক্ষা	৩০ শতাংশ
কৃষি ও জলসম্পদ	২০ শতাংশ
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি	১০ শতাংশ
মৌলিক পরিকাঠামো	১০ শতাংশ
বিমিশ্র সূচক	১০০ শতাংশ

সর্বোপরি রয়েছে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি; এবং তা ছিল বলেই ওইসব অনগ্রসর জেলাতেও পোলিও দূরীকরণের কাজে সফলতা এসেছিল। অস্যার্থে একমাত্র গণ-আন্দোলনের দ্বারাই আর্থ-সামাজিক রূপান্তর সাধিত হতে পারে।

অতীতের উন্নয়নমূলক প্রয়াসগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি চালু হয়েছে 'অভিকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির রূপান্তর' কর্মযজ্ঞ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে গত বছর ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলাশাসকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলেন যে : 'দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ১০০ জেলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটলে দেশের সার্বিক বিকাশেও তার সুপ্রভাব পড়বে।' মোটামুটিভাবে এই কর্মযজ্ঞের রেখান্যাস হল : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পগুলির সমকেন্দ্রিকতা; কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরীয় 'প্রভারি' (ভারপ্রাপ্ত) আধিকারিক ও জেলাশাসকবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতা; প্রকল্প পরিচালনায় রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান; বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান; সময়োচিত তথ্য বা ডেটার ব্যবহার; জেলাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং গণ-আন্দোলনের চালিকাশক্তি।

মোট ১১৩-টি জেলাকে বাছাই করা হয়েছে; যার মধ্যে ২৮-টি রাজ্যের অন্তত

সারণি-৩
বিষয়গত দিকপিছু সূচক তালিকা
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকসমূহ	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সূচকে গুরুত্ব	সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব	সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)
১	প্রাক্-প্রসব পরিচর্যার জন্য মোট নথিভুক্ত প্রসূতিদের মধ্যে ৪ বার বা তার বেশি চেক-আপ বা পরিচর্যার সুযোগপ্রাপ্তদের শতাংশ হিসাব	৮	২.৪	HMIS, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ মন্ত্রক ২০১৬-'১৭/মাসিক
২	আইসিডিএস প্রকল্পের আওতায় নিয়মিতভাবে সহায়ক পুষ্টির সুযোগপ্রাপ্ত প্রসূতিদের শতাংশ হিসাব	৩	০.৯	জেলা আধিকারিক/ মাসিক
৩	প্রাক্-প্রসব পরিচর্যার জন্য মোট নথিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে খুব বেশি রক্তাল্পতাগ্রস্থ মহিলাদের শতাংশ হিসাব $	৯	২.৭	HMIS/মাসিক
৪	সন্তান প্রসবের প্রাপ্ত সংখ্যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের শতাংশ হিসাব	৭	২.১	HMIS/মাসিক
৫	সন্তান প্রসবের প্রাপ্ত সংখ্যার মধ্যে বাড়িতে প্রসব-কালে দক্ষ ধাত্রী বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির শতাংশ হিসাব	৩	০.৯	HMIS/মাসিক
৬	সন্তান জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে মাতৃদুগ্ধ দেবার শতাংশ হিসাব	১০	৩.০	HMIS/মাসিক
৭	পাঁচ বছরের কমবয়েসি স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশুর শতাংশ হিসাব	৭	২.১	সমীক্ষা
৮	পাঁচ বছরের কমবয়েসি দৈহিক গঠনে বাধাপ্রাপ্ত শিশুর শতাংশ হিসাব	৮	২.৪	সমীক্ষা
৯	মারাত্মক অপুষ্টিগ্রস্ততা	৫	১.৫	সমীক্ষা
১০	যথোপযুক্ত আহারপ্রাপ্ত (মাতৃদুগ্ধ + সহায়ক আহার) ৬-২৩ মাসের শিশুদের শতাংশ হিসাব	৫	১.৫	সমীক্ষা
১১	পূর্ণ প্রতিষেধক টিকাপ্রাপ্ত (বিসিজি + ডিপিটি ৩ + ওপিভি ৩ + হাস ১) ৯-১১ মাসের শিশুদের শতাংশ হিসাব	১০	৩.০	HMIS/মাসিক
১২	প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় নথিভুক্ত যক্ষ্মারোগের হিসাব ^	৫	১.৫	জেলা আধিকারিক/ RNTCP MIS/ মাসিক
১৩	**স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সূচক**	**২০**	**৬.০**	
১৩ক	উপ-কেন্দ্র বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্রে (এইচ. ডব্লিউ. সি.) পরিণত করার অনুপাত	৬	১.৮	জেলা আধিকারিক
১৩খ	ভারতীয় জনস্বাস্থ্য মানক অনুযায়ী অনুসারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনুপাত	৫	১.৫	HMIS/মাসিক
১৩গ	প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যায় ১-টির মান্যতা অনুযায়ী সক্রিয় প্রথম রেফারেল ইউনিটের অনুপাত	৩	০.৯	HMIS/মাসিক
১৩ঘ	আই.পি.এইচ.এস. মান্যতা অনুযায়ী জেলা হাস-পাতালগুলিতে বিশেষজ্ঞ পরিষেবার শতাংশ হিসাব	২	০.৬	HMIS/মাসিক
১৩ঙ	অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র বা ইউ.পি.এইচ.সি. দ্বারা বিগত এক মাসে অন্তত একবার গ্রামীণ স্বাস্থ্য অনাময় ও পুষ্টি দিবস বা শহরাঞ্চল স্বাস্থ্য অনাময় ও পুষ্টি দিবস পরিচালনার শতাংশ হিসাব	২	০.৬	HMIS/মাসিক
১৩চ	নিজস্ব ভবন রয়েছে এমন অঙ্গনওয়াড়ির অনুপাত	২	০.৬	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জেলা আধিকারিক/ মাসিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**৩০ শতাংশ**	

*জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৫-'১৬
#স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা (HMIS), কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ২০১৬-'১৯
$শ্রেষ্ঠ জেলার বিকল্প হিসেবে রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে প্রতীকী মান (Hb<11g.dl)
^পুনর্গঠিত জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (RNTCP)-র ২০১৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট

একটি করে জেলা রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩০-টি জেলা নীতি আয়োগ এবং আরও ৫০-টি চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দ্বারা। বাছাইপর্ব সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যে প্রকাশিত সরকারি ডেটা বা তথ্যের ওপর নির্ভর করে এবং রাজ্যগুলির অনুমোদন সাপেক্ষে এক বিমিশ্র মাপকাঠি সূচক অনুসরণ করে। অবশিষ্ট ৩৫-টি জেলাকে উগ্র বামপন্থী কার্যকলাপ কবলিত এলাকা হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চিহ্নিত করেছে। প্রকল্পগুলির সমন্বয়সাধনের দায়িত্বে থাকবে নীতি আয়োগ। জেলাগুলিকে বাছাই করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সক্ষমতার দিকটি যাচাই করার পর; কারণ, রাজ্যগুলির দ্বারাই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ২০২২ সালের মধ্যে ১১৫-টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিসমূহের উন্নতিসাধনের এই প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির পাশে থাকবে। সর্বোপরি থাকবে সমন্বিত ভূমিকা নিয়ে নীতি আয়োগের দ্বারা কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার এক মজবুত ব্যবস্থা।

সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার যে রণকৌশল নেওয়া হচ্ছে, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের নির্বাচিত সূচকসমূহ বা Key Performance Indicators (KPIs) চিহ্নিতকরণ, সূচকগুলিতে অগ্রগতি ঘটছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং লব্ধ অগ্রগতির ভিত্তিতে বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ। কর্মযজ্ঞের আসল উদ্দেশ্য হল, সামাজিক সূচক ও মৌলিক পরিকাঠামোর অগ্রগমণ সুনিশ্চিত করে জীবনযাত্রার গুণমানে উন্নতি ঘটানো এবং পাশাপাশি নাগরিকদের আয়ের পরিমাণ বাড়ানো। সেই মতো চিহ্নিত হয়েছে উন্নয়নের পাঁচটি ক্ষেত্র : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি ও জলসম্পদ এবং মৌলিক পরিকাঠামো, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি। রূপান্তরের এই কর্মযজ্ঞে শামিল করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রয়াস, অঙ্গীকার ও অগ্রগতির লক্ষ্যকে এবং এই সবের মিলিত প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে

শিক্ষা

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকসমূহ	শিক্ষা সূচকে গুরুত্ব	সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব	সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)
১	নিট ভর্তির অনুপাত (NER) (ক) প্রাথমিক স্তর	১৪	৪.২	MHRD-UDISE/ বার্ষিক
	(খ) মাধ্যমিক স্তরে	৬	১.৮	MHRD-UDISE/ বার্ষিক
২	শৌচালয় : মেয়েদের জন্য ব্যবহারযোগ্য পৃথক শৌচালয় আছে এমন স্কুল (শতাংশে)	৫	১.৫	সমীক্ষা/মাসিক
৩	শিক্ষাদানের ফলাফল (সকল, ছেলে, মেয়ে, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপাজি, সংখ্যালঘু) (ক) তৃতীয় শ্রেণিতে অঙ্কের ফলাফল (খ) তৃতীয় শ্রেণিতে ভাষা বিষয়ে ফলাফল (গ) পঞ্চম শ্রেণিতে অঙ্কের ফলাফল (ঘ) পঞ্চম শ্রেণিতে ভাষা বিষয়ে ফলাফল (ঙ) অষ্টম শ্রেণিতে অঙ্কের ফলাফল (চ) অষ্টম শ্রেণিতে ভাষা বিষয়ে ফলাফল	৫০	১৫	প্রত্যেক মাসে অন্য কোনও/তৃতীয়-পক্ষের সংস্থা দ্বারা আয়োজিত পরীক্ষার ভিত্তিতে
৪	মেয়েদের সাক্ষরতার হার (১৫+ বছর বয়সিদের মধ্যে)	৮	২.৪	সমীক্ষা/ত্রৈমাসিক
৫	পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি আছে এমন স্কুল (শতাংশে)	৪	১.২	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক DC/মাসিক সমীক্ষা/ত্রৈমাসিক
৬	মাধ্যমিক স্তরে ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ পরিষেবার ব্যবস্থাদি আছে এমন স্কুল (শতাংশে)	১	০.৩	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক DC/মাসিক সমীক্ষা/ত্রৈমাসিক
৭	শিক্ষার অধিকার আইনে নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত মানা হচ্ছে এমন প্রাথমিক স্কুল (শতাংশে)	৮	২.৪	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক DC/মাসিক MHRD-UDISE দ্বারা শংসায়িত/ বার্ষিক
৮	শিক্ষাবর্ষে শুরু হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে যাচ্ছে এমন স্কুল (শতাংশ)	৪	১.২	MHRD/বার্ষিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**৩০ শতাংশ**	

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকসমূহ	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে গুরুত্ব	সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব	সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)
১	প্রতি লক্ষ জনসংখ্যাপিছু মোট প্রদত্ত মুদ্রা ঋণের পরিমাণ (টাকার অঙ্কে)	২০	১	আর্থিক পরিষেবা দপ্তর/মাসিক
২	প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা : প্রতি লক্ষ জনসংখ্যাপিছু পঞ্জীকরণের সংখ্যা	২০	১	আর্থিক পরিষেবা দপ্তর/মাসিক
৩	প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা : প্রতি লক্ষ জনসংখ্যাপিছু পঞ্জীকরণের সংখ্যা	২০	১	আর্থিক পরিষেবা দপ্তর/মাসিক
৪	অটল পেনসন যোজনা : প্রতি লক্ষ জনসংখ্যাপিছু উপকৃতের সংখ্যা	২০	১	আর্থিক পরিষেবা দপ্তর/মাসিক
৫	মোট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তুলনায় আধার-যুক্ত অ্যাকাউন্টের সংখ্যা (শতাংশে)	২০	১	আর্থিক পরিষেবা দপ্তর/মাসিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**৫ শতাংশ**	

জেলানির্দিষ্ট আদর্শ KPI-গুলিতে। মাথায় রাখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার সামনে যেসব সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার কথাও।

উল্লিখিত পাঁচটি ক্ষেত্র KPI-গুলিতে সন্নিবিষ্ট হওয়া ছাড়াও এমন ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে যাতে করে জেলাস্তরেই সময়ানুগ ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রের KPI-গুলিতে থাকবে প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশুদের পুষ্টিকর আহার, প্রসবোত্তর পরিচর্যা ও পুষ্টি, বাহ্যিক পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ। শিক্ষা সম্পর্কিত KPI-গুলিতে থাকবে বিদ্যালয় যোগদানের নিট অনুপাত, বাহ্যিক পরিকাঠামো, শিক্ষার প্রতিফলন, সাক্ষরতার হার ও RTE মান্যতার বিষয়টি। কৃষির KPI-তে রয়েছে জল সহায়ক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান, 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা'-র আওতাধীন শস্য বিমা, গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণের ব্যবহার ও সরবরাহ। মৌলিক পরিকাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাস্তাঘাট, জল, শৌচালয়, আবাস, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ। এছাড়াও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যদৃচ্ছ নমুনা সংগ্রহের সাহায্যে সমীক্ষা পরিচালনার কাজে জড়িত থাকবে দু'টি সংস্থা—টাটা ট্রাস্টস ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

প্রকল্পগুলির উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনের একটি হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব স্তরীয় আধিকারিকদের প্রভারি বা নোডাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই আধিকারিকরা শুধুমাত্র জেলা প্রশাসন পরিচালনা করবেন না, তারা একদিকে জেলা অন্যদিকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও সেতুবন্ধন রক্ষার কাজটা করবেন। জেলা স্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক হবেন জেলাশাসক বা কালেক্টর। প্রকল্পের যথাযোগ্য রূপায়ণ হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য থাকবে সচিবদের নিয়ে গঠিত একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা empowered কমিটি। জেলা স্তরীয় টিমের লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কমিটি প্রয়োজন

কৃষি ও জলসম্পদ				
ক্রমিক সংখ্যা	**সূচকসমূহ**	**কৃষি সূচকে গুরুত্ব**	**সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব**	**সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)**
১	**জল : ইতিবাচক লগ্নি ও কর্মসংস্থান**	**৩০**	**৬**	
১(ক)	ক্ষুদ্র সেচে মোট সেচসেবিত এলাকা (শতাংশে)	১৭.৫	৩.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
১(খ)	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের আওতায় যত জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন হয়েছে (শতাংশে)	১২.৫	২.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/অর্ধ-বার্ষিক
২	ফসল বিমা—প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতাভুক্ত নিট ফসলি এলাকা (শতাংশে)	১৫	৩	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক/ অর্ধ-বার্ষিক
৩	**অত্যাবশ্যক কৃষি উপাদান ব্যবহার ও জোগানে বৃদ্ধি**	**১৭.৫**	**৩.৫**	
৩(ক)	কৃষিঋণে বৃদ্ধি (শতাংশে)	৭.৫	১.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৩(খ)	শংসায়িত উন্নতমানের বীজ বণ্টন	৭.৫	১.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/অর্ধ-বার্ষিক
৩(গ)	সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি	২.৫	০.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক/ ত্রৈমাসিক
৪	বৈদ্যুতিন-জাতীয় কৃষি মাণ্ডির সঙ্গে যুক্ত জেলা মাণ্ডিতে হওয়া লেনদেনের সংখ্যা	১০	২	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৫	চাষের ব্যয় ও ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের মধ্যে তফাতে পরিবর্তন (শতাংশে)	৫	১	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৬	জেলায় মোট উচ্চ মূল্যের ফসলের আওতাভুক্ত এলাকার অংশভাক (শতাংশে)	২.৫	০.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক/ অর্ধ-বার্ষিক
৭	চাল ও গমের উৎপাদনশীলতা	৫	১	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/অর্ধ-বার্ষিক
৮	টিকা প্রাপ্ত গবাদি পশুর সংখ্যা (শতাংশে)	৭.৫	১.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক/মাসিক
৯	কৃত্রিম প্রজননের প্রসার	৫	১	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
১০	প্রথম চক্রের তুলনায় দ্বিতীয় চক্রে বণ্টিত মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ডের সংখ্যা	২.৫	০.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারক/মাসিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**২০ শতাংশ**	

পড়লে প্রকল্প-নীতির রদবদল বা সামঞ্জস্য বিধান করবেন। একই উদ্দেশ্যে আরও উচ্চতর পর্যায়ে থাকবে মুখ্যসচিব ও পরিকল্পনা বা অর্থ সচিবদের নিয়ে গঠিত আরও একটি টিম।

জেলা স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমের দ্বারা প্রস্তুত করা হবে একটি ভূমিরেখা বা বেসলাইন রিপোর্ট, যাতে স্থান পাবে বিভিন্ন সূচকের সর্বশেষ হালহদিশ। তারাই প্রাপ্ত সম্পদের নিরিখে ধার্য করবে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা, যাতে করে ২০২২-এর মধ্যে প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জেলাটি কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিও দু' মাস অন্তর অন্তত একবার করে জেলা সফর করবেন এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নীতি আয়োগের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করার পর নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে জরুরি বিষয়গুলি সচিব স্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটিতে তোলা হবে। যে ১১৫-টি জেলায় কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে তার ৩০-টি পরিচালিত হবে নীতি আয়োগের দ্বারা। ৩৫-টির দায়িত্ব বর্তাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপর, অবশিষ্ট ৫৫-টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ, কৃষি ও কৃষককল্যাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন, পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থা, আবাসন ও নগরোন্নয়ন, জলসম্পদ, শক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আদিবাসী বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মধ্যে ভাগ করা হবে।

বেসলাইন বা ভূমিরেখা ডেটা ও সময়ানুগ পর্যবেক্ষণের কাজ আগামী পয়লা এপ্রিল, ২০১৮ থেকে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শুরু হতে চলেছে অভিকাঙ্ক্ষী জেলাবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কে কতটা এগিয়ে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। অনুন্নত জেলাগুলির মানোন্নয়নের ভাবনা নতুন কিছু নয়, তবে সরকারি প্রয়াসে পরিচালিত এবারের রূপায়ণপর্বে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই অভিকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে সাফল্য অর্জনের পথে নিয়ে যাবে।❑

দক্ষতা সৃষ্টি

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকসমূহ	দক্ষতা বিকাশের সূচকে গুরুত্ব	সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব	সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)
১	জেলায় ১৫-২৯ বছর বয়সি* যুবার মোট সংখ্যার তুলনায় স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে প্রশিক্ষিত/শংসায়িত যুবার সংখ্যা	২৫	১.২৫	MSDE তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রক/মাসিক
২	স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে প্রশিক্ষিত/শংসায়িত যুবার মোট সংখ্যার তুলনায় কর্মে নিযুক্ত প্রশিক্ষিত/শংসায়িত যুবার সংখ্যা	১৫	০.৭৫	MSDE তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রক/মাসিক
৩	পোর্টালে পঞ্জীকৃত মোট শিক্ষানবিশের সংখ্যার তুলনায় প্রশিক্ষণরত শিক্ষানবিশের সংখ্যা	২৫	১.২৫	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মহানির্দেশালয় (DGT)/মাসিক
৪	পূর্বে লাভ করা শিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ শংসায়িত মানুষের সংখ্যার# তুলনায় অ-প্রথাগতভাবে দক্ষ কর্মীবাহিনী**	২৫	১.২৫	MSDE ও NSDC/মাসিক
৫	মোট প্রশিক্ষিত/শংসায়িত যুবার সংখ্যার তুলনায় স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে প্রশিক্ষিত/শংসায়িত দুর্বল বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির যুবার (মহিলা, তপশিলি জাতি/উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু, ভিন্নভাবে সক্ষম) সংখ্যা#	১০	০.৫	MSDE ও NSDC/মাসিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**৫ শতাংশ**	

#এখানে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (২০১৬-'২০)-র পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা হল।

*অন্যান্য সূচকসমূহের ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশ করতে নীতি আয়োগ দ্বারা ব্যবহৃত তথ্যসূত্র থেকেই "জেলায় ১৫-২৯ বছর বয়সি যুবার মোট সংখ্যা" সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগৃহীত।

**জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব পরিস্থিতি সংক্রান্ত ২০১১-'১২ সালের সমীক্ষা ও ২০১১ সালের জনগণনা থেকে "অ-প্রথাগতভাবে দক্ষ কর্মীবাহিনী" সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুমিত।

মৌলিক পরিকাঠামো

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকসমূহ	মৌলিক পরিকাঠামো সূচকে গুরুত্ব	সার্বিক বিমিশ্র সূচকে গুরুত্ব	সূত্র/পর্যায়ক্রম (সমীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি সূচকের বৈধতা আবশ্যক)
১	বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন পরিবার (শতাংশে)	২০	২	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
২	ইন্টারনেট সংযোগ আছে এমন পরিবার (শতাংশে)	৫	০.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৩	সারা বছর ব্যবহারযোগ্য রাস্তার ৩ কিমির মধ্যে অবস্থিত বসত এলাকা (শতাংশে)	১৫	১.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৪	বাড়িতে আলাদা পায়খানা আছে এমন পরিবার (শতাংশে)	১৫	১.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৫	বাড়ির ১০০ মিটার বা ১০ মিটার উচ্চতার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল (গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক ৪০ লিটার ও শহরাঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক ১৩৫ লিটার) উপলব্ধ আছে এমন পরিবার (শতাংশে)	২০	২	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৬	গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে সর্বজনীন পরিষেবা ব্যবস্থার প্রসার/প্রতিষ্ঠা	৫	০.৫	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
৭	যেসব পরিবার গৃহহীন বা যাদের শুধুমাত্র এক বা দু' কামরার কাঁচা বাড়ি ছিল, তাদের জন্য নির্মিত পাকা বাড়ির সংখ্যা	২০	২	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা আধিকারিক + সমীক্ষা/মাসিক
	মোট	**১০০ শতাংশ**	**১০ শতাংশ**	

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

অনিন্দ্য ভুক্ত

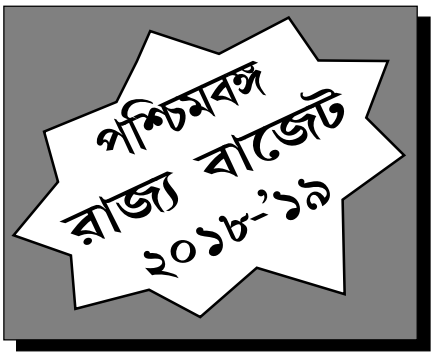

বস্তুত ভোটমুখী বাজেট করতে গিয়ে অর্থের জোগানের কথা চিন্তা করার লক্ষণ দেখাননি অর্থমন্ত্রী, যেমন ভাবেননি রাজ্য অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের কথা। শিল্প নিয়ে কার্যত কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কর্মহীনতা দূর করার কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ নেই। আছে কেবল কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের কথা। সামনে পঞ্চায়েত ভোট যে। এমনকি কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের দিকে নজর দিতে গিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলিকেও। এই দু'টি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বরং কমেছে। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ খাতে তো বরাদ্দ প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। বেড়েছে কেবল কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে।

মনোরঞ্জনের চাপটা ছিল না, যেটা প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর থাকে। সারা দেশ তো সেদিন ভারত-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দেখার মেজাজেই টিভির পর্দায় চোখ রেখে বসে থাকে। পিচ যতই শক্ত হোক, বোলার যতই দুঁদে হোক, দু'-চারটে চার-ছক্কার ঝুঁকি তাই নিতেই হয়।

তবে মনোরঞ্জনের চাপ না থাকলেও ভোটের দায়টা ছিল। আর সে দায় শিয়রে থাকলে যা হয়, অমিত মিত্র তাই করেছেন। ভোটমুখী, বিতরণধর্মী বাজেট।

এমনিতেই রাজ্য বাজেটের একটা ঝক্কি থাকে। সাধ আছে, সাধ্য নেই টাইপের ঝক্কি। মানে, আয়ের সংগতি কম আর কি। রাজ্য সরকারের আয়ের উৎস বলতে মূলত চারটি—নিজস্ব কর রাজস্ব, নিজস্ব অ-কর রাজস্ব, কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের ভাগ আর কেন্দ্রীয় সাহায্য। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য (গ্রান্ট-ইন-এইড) নিয়ে একটা বিরোধ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বদা লেগেই থাকে। কেননা এর মধ্যে কেন্দ্রের মর্জির একটা ব্যাপার থাকে। আর রাজ্যের মোট আয়ে এর অঙ্কটিও খুব একটা ছোটো নয়, প্রায় এক-চতুর্থাংশ। বাকি যে কর-রাজস্ব, তার হিসেবটা এখন একটু গোলমেলে দাঁড়াচ্ছে, জিএসটি চালুর পর। এই হিসেবটা স্থিতিশীল হতে একটু সময় নেবে। আর অ-কর রাজস্বের পরিমাণ, যার মধ্যে আছে স্ট্যাম্প ডিউটি, মোটর ভেহিকলস ডিউটি, ভূমি-রাজস্ব, এই পরিমাণটি যৎসামান্য।

জিএসটি চালুর পর কর রাজস্বের হিসাবটি এখনও অপরিষ্কার, সেটি অন্য প্রসঙ্গ। আমরা যেটা বলতে চাইছি তা হল, অ-কর রাজস্ব এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য বাদ দিলে এটাই কিন্তু রাজ্যের হাতে আয়ের প্রধান রাস্তা। আর সেই রাস্তায় যেসমস্ত কর সংগ্রহের অধিকার রাজ্যগুলির হাতে আছে, তার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। ফলে আয়ের ব্যাপারে, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার নয়, সমস্ত রাজ্যকেই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। অথচ খরচের দায়টা কিন্তু রাজ্যের ঘাড়ে থাকে। রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে গেলে; বন্যায় ঘরবাড়ি, ফসল জলে ভেসে গেলে মানুষ সরকারের দিকে তাকায়। আর হাতের কাছে সরকার বলতে তো রাজ্য সরকার। কোন কাজটা কার দায়, মানুষ সেটা বুঝতে চায় না। ফলে, রাজনৈতিক সুবিধাটি অক্ষত রাখতে হলে, ঋণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় ভোটের দায়, বিতরণের ডালা ভরাট রাখতে গেলে আরও ঋণের বোঝা কাঁধে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এই হিসেবেই, ২০১৮-'১৯ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, সেখানে আগামী অর্থবর্ষে ঋণের বোঝা ১২.১ শতাংশ বাড়বে ধরা হয়েছে। এই বৃদ্ধি রাজস্ব বৃদ্ধির

[লেখক আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।]

হার (১১.৭ শতাংশ)-এর চেয়েও বেশি। অর্থাৎ ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ।

তবে একটা কথা এখানে অনায়াসে বলা যেতে পারে। যে হিসেব করে এই ঋণের পরিমাণটি অনুমান করা হয়েছে, বেহিসেবি বিতরণের পরিমাণ সে হিসেবও না ছাড়ালে হয়তো এতটা ঋণ বাস্তবিক করতে হবে না। কারণ, জিএসটি বাবদ কর সংগ্রহ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাড়ার কথা। বর্তমান জিএসটি ব্যবস্থাতে কর সংগ্রহ মার খাবার কথা উৎপাদনমুখী রাজ্যগুলিতে, বাড়ার কথা ভোগ ও বাণিজ্য সর্বস্ব রাজ্যগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গ, বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এই অনুমানটি করেননি, যদিও বাজেট মূলত একটি অনুমান-নির্ভর প্রক্রিয়াই। কারণটি সম্ভবত রাজনৈতিক।

সে যাহোক, বিতরণের প্রথম নিদর্শনটি হল 'রূপশ্রী' প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী, দরিদ্র পরিবারগুলি, যাদের বাৎসরিক আয় ১.৫ লক্ষ টাকার কম, তারা কন্যার বিবাহ বাবদ এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান পাবে। আলোচনা হচ্ছে, 'কন্যাশ্রী'-র পর এটি সেই প্রকল্প, যা নাকি বিশ্বের দরবারে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে।

একটি প্রশ্ন তোলা যাক। কন্যাশ্রী প্রকল্প এই রাজ্যের মেয়েদের দু'টি উপকার করেছে। এক, মেয়েদের স্কুল যাবার প্রবণতা বেড়েছে। দুই, তাদের বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে। দুই সাফল্যের পিছনেই আছে টাকার হাতছানি। প্রকল্প অনুযায়ী, যেসমস্ত পরিবারের বার্ষিক আয় ১.২ লক্ষ টাকার কম তাদের মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্য ১৩-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাৎসরিক ৭৫০ টাকা অনুদান পাবে। আর ১৮ বছরের পরও যদি কোনও পরিবার তার মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দেয় তাহলে সেই পড়াশোনার জন্য এককালীন ২৫,০০০ টাকা পাবে।

এর ফলে হয়েছে কি, মেয়েরা ১৮ বছর পর্যন্ত স্কুলে তো যাচ্ছেই, তার পরেও, অন্তত ১৯ বছর পর্যন্ত, ২৫,০০০ টাকা পাবার তাগিদে, বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর? তথ্য বলছে, একবার ২৫,০০০ টাকা হাত পেতে নেবার পর, গতানুগতিক নিয়মে ঝপাঝপ সেই সব মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ছে।

এক নজরে রাজ্য বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

বিষয়	২০১৭-'১৮ (বাজেট)	২০১৭-'১৮ (সংশোধিত)	২০১৮-'১৯ (বাজেট)	২০১৭-'১৮ সংশোধিত হিসাবের চেয়ে শতকরা বৃদ্ধি
মোট আয়	**১৮২২৯২**	**১৮৫৯৭৯**	**১৯৫৮২৬**	**৫.৩**
ক. মোট রাজস্ব আয়	**১৪২৬৪৪**	**১৩৩০৩৪**	**১৪৮৬১৮**	**১১.৭**
১. রাজ্যের নিজস্ব কর সংগ্রহ	৫৫৭৮৭	৫০০৭০	৫৫২০১	১০.২
২. রাজ্যের নিজস্ব অ-কর সংগ্রহ	২২২১	৩১৭৩	৩৩৯৫	৭.০
৩. কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের ভাগ	৪৯৫১০	৪৯৫১০	৫৫৪৩৭	১২.০
৪. কেন্দ্রীয় সহায়তা	৩৫১২৬	৩০২৮০	৩২৭১৪	৮.০
৫. বাড়তি সংগ্রহ	—	—	১৮৭০	—
খ. মোট মূলধনী আয়	**৩৯৬৪৭**	**৫২৯৪৫**	**৪৭২০৮**	**– ১০.৮**
১. ঋণ	৪৮৯১৭	৪৯৯৩৭	৪৬৯৯১	১২.১
২. অন্যান্য সংগ্রহ	– ৯২৬৯	১১০০৮	২১৭	– ৯৮.০
মোট ব্যয়	**১৮২৯৯৬**	**১৮৫৯৯৮**	**১৯৫৮২৯**	**৫.২**
মূলধনী ব্যয়	৩৯৬৫২	৪১৯৫৮	৪৭২১১	১২.৫
রাজস্ব ব্যয়	১৪২৬৪৪	১৪৪০৪০	১৪৮৬১৮	৩.১
রাজস্ব ঘাটতি	০	– ১১০০৬ (১.১১ শতাংশ)	০	—
রাজকোষ ঘাটতি	– ১৯৩৫১ (১.৯৫ শতাংশ)	– ২৯৬৯৮ (৩ শতাংশ)	– ২৩৮০৫ (২.২৭ শতাংশ)	– ১৯.৮ শতাংশ
টিকা : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি মোট অভ্যন্তরীণ রাজ্য উৎপাদনের সাপেক্ষে				
উৎস : ওয়েস্ট বেঙ্গল বাজেট ডকুমেন্ট ২০১৮-'১৯				

রূপশ্রী প্রকল্প সম্বন্ধে প্রশ্নটি এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই। অতঃপর কী হবে? কন্যাশ্রী প্রকল্পের ২৫,০০০ টাকা পাবার পরই, বিয়ে বাবদ আরও ২৫,০০০ পাবার জন্য চটজলদি বিয়ের পিঁড়িতে মেয়েকে বসিয়ে দেবার প্রবণতা বাড়বে না কি?

যদি বাড়ে, তাহলে কি কন্যাশ্রী প্রকল্পটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে না? মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো কি নিছকই শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে, নাকি তাকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে? আর্থনীতিক স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা না পেলে নারীর উন্নয়ন তথা

"মানবিক প্রকল্পটি, যথাযথ নিয়মে প্রযুক্ত হলে সত্যিই সরকারের মানবিক মুখটিকেই প্রস্ফুটিত করবে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, দুই লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষকে মাসিক ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। মঙ্গলকামী রাষ্ট্রের কিন্তু এটিই কর্তব্য। অসহায় মানুষের, যাদের পাশে কেউ দাঁড়ায় না, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। আর প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণে রাজনৈতিক পক্ষপাতের সম্ভাবনাটি কম।"

ক্ষমতায়ন যে কথার কথা হয়ে থাকে তা তো আজ প্রমাণিত। তাহলে? তাহলে 'রূপশ্রী' প্রকল্প কি সত্যিই উন্নয়নের দ্যোতক হতে চলেছে, নাকি ভারতের ভোট রাজনীতির ইতিহাসে আরেকটি মাইলস্টোন হয়ে উঠবে?

তবে 'মানবিক' প্রকল্পটি, যথাযথ নিয়মে প্রযুক্ত হলে সত্যিই সরকারের মানবিক মুখটিকেই প্রস্ফুটিত করবে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, দুই লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষকে মাসিক ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। মঙ্গলকামী রাষ্ট্রের কিন্তু এটিই কর্তব্য। অসহায় মানুষের, যাদের পাশে কেউ দাঁড়ায় না, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। আর প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণে রাজনৈতিক পক্ষপাতের সম্ভাবনাটি কম।

এই সম্ভাবনা আবার ষোলো আনা থেকে যায় 'গরিব' চাষি নির্বাচনে। বৃদ্ধ, গরিব চাষিদের মাসিক পেনশন যে ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হল। শুধু কি তাই, এই প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ করা হবে। যে দেশে জনপ্রিয় ফিল্মি তারকা আয়কর ছাড়ের সুযোগ নিতে রাতারাতি 'কৃষক' বনে যেতে পারেন, সেদেশে নামগোত্রহীন রাজনৈতিক অনুগামীদের 'গরিব' এবং 'চাষি' প্রতিপন্ন করতে সময় লাগে কি, নাকি জাগে বিবেকের দংশন? শুধু লাগে একটি পরিচ্ছন্ন হিসেব, এক লক্ষ 'কৃষক' মানে, সেই কৃষক পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা পাঁচ হলে, ভোট ক'টি হয়?

এখনও এদেশে চাষি বা চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষই সংখ্যায় বেশি। একটা সময় ছিল যখন কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষ ও কৃষি থেকে আয়, দু'টোই ছিল বেশি। এখন কৃষি থেকে আয় কমেছে, নিযুক্তি কমেনি। ফলে কৃষিক্ষেত্রই এখনও এদেশের ভোট ব্যাঙ্ক। ফলে কৃষকদের জন্য দরাজ হস্ত থাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য, উভয় তরফই। কৃষকদের জন্য সরকারের দ্বিতীয় প্রকল্প, যেসমস্ত চাষি ফসলের 'অভাবী বিক্রি'-তে বাধ্য হবেন, তাদের সুরক্ষার জন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রেও টাকা কোত্থেকে আসবে সেব্যাপারে কোনও দিশা নেই। লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।

বস্তুত ভোটমুখী বাজেট করতে গিয়ে অর্থের জোগানের কথা চিন্তা করার লক্ষণ দেখাননি অর্থমন্ত্রী, যেমন ভাবেননি রাজ্য অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের কথা। শিল্প নিয়ে কার্যত কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কর্মহীনতা দূর করার কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ নেই। আছে কেবল কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের কথা। সামনে পঞ্চায়েত ভোট যে। এমনকি কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের দিকে নজর দিতে গিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলিকেও। এই দু'টি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বরং কমেছে। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ খাতে তো বরাদ্দ প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। বেড়েছে কেবল কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে।

আর ভোটমুখী খরচগুলি বাড়াতে গিয়ে ভরসা করা হয়েছে ঋণের উপর। মোট খরচের বৃদ্ধি যেখানে ধরা হয়েছে ৫.২ শতাংশ, সেখানে ঋণ বৃদ্ধির প্রস্তাব ১২ শতাংশ। ❑

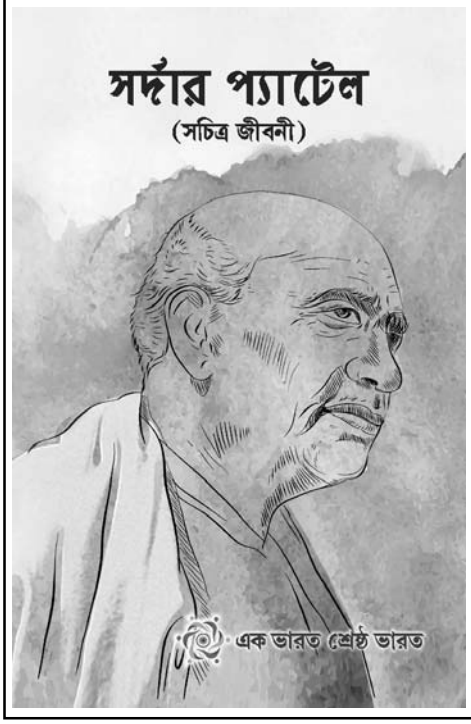

আমাদের নতুন প্রকাশনা

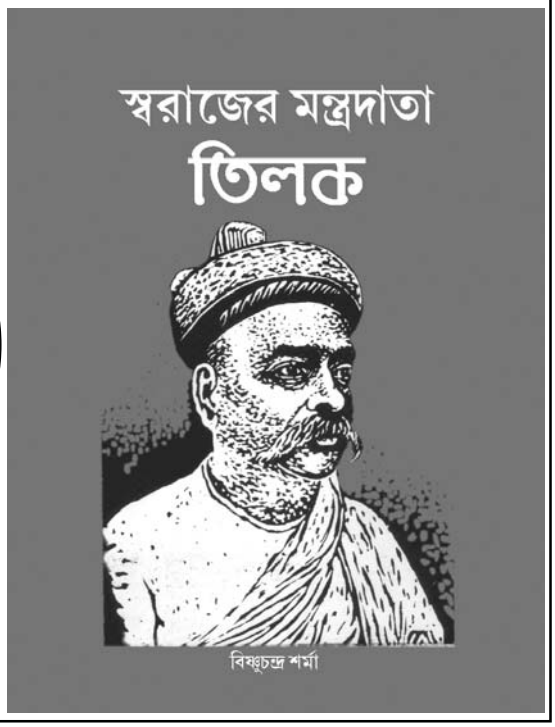

স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনা

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯ পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, সোনাকে এক বিশেষ প্রকারের প্রতিশ্রুতিপত্র বা ঋণপত্র, asset class-এর শ্রেণিভুক্ত করতে সরকার একটি সামগ্রিক স্বর্ণ নীতি রূপায়িত করবে। সাধারণ মানুষ যাতে অনায়াসেই স্বর্ণ সঞ্চয় খাতা খুলতে পারেন, সেজন্য বর্তমানে চালু স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনাটির পরিমার্জন করা হবে। স্বর্ণ ব্যবসায় আন্তর্জাতিক মানের পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা আনতে এদেশে নিয়ন্ত্রিত, ক্রেতা-বান্ধব ও শিল্প-বান্ধব gold exchange গড়ে তুলবে সরকার। এর ফলে স্বর্ণ ব্যবসা মধ্যস্বত্বভোগী-মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আরও বেশি স্বাবলম্বী হবে, ডিজিটাল লেনদেনে অগ্রগতিও হবে। হলুদ ধাতুটির জোগান গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীর পক্ষে আরও সহজসাধ্য হবে। এই গ্রামীণ ক্ষেত্রেই আদতে দেশের ৬৫ শতাংশের বেশি সোনা কেনা-বেচা হয়। অতীতে অবশ্য মধ্যস্বত্বভোগীরা হিসাব-বহির্ভূত নগদ লেনদেনে মদত জোগাত।

স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনার সূচনা হয় ২০১৫-'১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে। লক্ষ্য ছিল দেশের ঘরে ঘরে সঞ্চিত স্বর্ণালংকারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সেগুলিকে কাজে লাগানো; বৃহত্তর উদ্দেশ্য দেশে সোনার জন্য চাহিদা কমিয়ে আমদানি কমানো। প্রসঙ্গত, সোনার জন্য চাহিদার নিরিখে চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত।

স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনার সাহায্যে স্বর্ণ সঞ্চয়কারীরা সুদ আয় করতে পারেন। সোনা metal account-এ জমা করলেই সুদ মিলবে।

স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনার বৈশিষ্ট্য

● **সহজে সোনা সংরক্ষণ :** এই প্রকল্পে সঞ্চিত সোনার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সেই সোনা বা তার সমতুল অর্থ মালিককে ফেরত দেওয়া হয়। এদেশে সাধারণত লোকে মূল্যবান ধাতু ও অলংকার ব্যাঙ্কের লকারে রাখেন এবং এর জন্য ব্যাঙ্কের বার্ষিক ফি বাবদ উলটে আরও টাকা খরচ করতে হয়

তাদের। বিয়েশাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে পরা অথবা বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া এই সোনা লকার থেকে বের করা হয় না।

● **পড়ে থাকা সোনা কাজে লাগানো :** পুরানো ও অব্যবহৃত সোনা বাড়ি বা ব্যাঙ্কের লকারে পড়েই থাকে। সেই সোনা কোনও উৎপাদনশীল কাজে লাগে না। বিক্রি করে দিলেও পাওয়া যায় শুধু এককালীন টাকা। স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনায় সোনা থেকে সুদ আয় করার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে মেয়াদ শেষে পাওয়া যাবে বর্ধিত মূল্যে সোনার পরিবর্তে নগদ টাকা নেওয়ার সুবিধাও।

● **সঞ্চয়ে নমনীয়তা :** স্বর্ণালংকার, স্বর্ণমুদ্রা বা সোনার বাট, যে কোনও আকারে সোনা জমা রাখা যেতে পারে স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনায়। তবে রত্নখচিত গয়নাগাটির ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই।

● **পরিমাণের নিরিখে নমনীয়তা :** স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনায় বিশুদ্ধতা নির্বিশেষে ন্যূনতম ৩০ গ্রাম সোনা জমা রাখতে হবে। কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

● **সুবিধাজনক মেয়াদ :** স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনায় স্বল্পমেয়াদে এক থেকে তিন বছরের জন্য সোনা জমা রাখা যায়। এছাড়াও রয়েছে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সোনা তুলে নিতে গেলে নামমাত্র জরিমানা দিতে হয়।

● **আকর্ষণীয় সুদের হার :** যে সোনা সাধারণত বাড়িতে বা ব্যাঙ্কের লকারে অব্যবহৃত পড়ে থাকে, তার ওপর ০.৫ থেকে ২.৫ শতাংশ হারে সুদে পাওয়া যেতে পারে এই যোজনায়। স্বল্পমেয়াদের প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক সুদের হার নির্ধারণ করে; মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সুদের হার ঠিক করে।

● **সুদের হিসাবে বৈচিত্র্য :** স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনায় স্বল্পমেয়াদি জমা প্রকল্পে ব্যাঙ্ক টাকার অঙ্কে সুদের হিসেব করে না। সুদ দেওয়া হয় সোনায় (গ্রাম-হিসেবে)। সুদের হার এক শতাংশ হলে একশো গ্রাম সোনার ওপর সুদ হিসেবে এক গ্রাম সোনা পাওয়া যাবে। অবশ্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি সরকারি প্রকল্পের খাতা খোলার সময়ে জমা করা ধাতুর যা মূল্য ছিল, তার ভিত্তিতেই টাকার অঙ্কে সুদের হিসেব করা হয়।

● **বিশুদ্ধতা যাচাই :** সোনা জমা নিতে এবং জমা করা সোনার বিশুদ্ধতা যাচাই করতে সারা দেশজুড়ে ৩৩০-টির বেশি কেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পে যোগ দিতে প্রথমে এইসব কেন্দ্রে সোনা জমা দিয়ে সোনার বিশুদ্ধতা ও পরিমাণ শংসায়িত করিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে; পরে সেই রসিদ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিতে হবে।

● **করে ছাড় :** স্বর্ণ সঞ্চয় যোজনা থেকে পাওয়া লাভের ওপর মূলধনী লাভ কর দিতে হয় না। এই প্রকল্পের মূলধনী লাভ সম্পদ কর ও আয়করের আওতায় পড়ে না।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১. কবে প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে পালন করা শুরু করে?
২. নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী সর্বপ্রথম মহিলা কে?
৩. প্রথম কোন মহিলা ইংলিশ চ্যানেল পার করেন?
৪. মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া প্রথম কোন মহিলা জয় করেন?
৫. 'ম্যান বুকার প্রাইজ' জয়ী প্রথম মহিলা কে?
৬. প্রথম কোন মহিলা মহকাশে পাড়ি দেন?
৭. আধুনিক ভারতের ইতিহাসে মীরা সাহিব ফাতিমা বিবি কী নজির সৃষ্টি করেন?
৮. 'মিস ওয়ার্ল্ড' খেতাব প্রথম কোন ভারতীয় জয় করেন?
৯. ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি)-র করা সমীক্ষা অনুযায়ী সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠতম নারী বা 'ওম্যান অব দ্য মিলেনিয়াম' কে?
১০. ভারতের প্রথম মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনেরাল তথা ভারতীয় নৌসেনার ভাইস-অ্যাডমিরাল কে?
১১. প্রথম কোন এশীয় মহিলা ইংলিশ চ্যানেল পার করেন?
১২. রাষ্ট্রপতি ভবনে 'গার্ড অব অনার'-এর নেতৃত্ব দেন প্রথম কোন মহিলা?
১৩. ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম মহিলা ক্যাডেট কে?
১৪. 'Missile Woman of India' হিসেবে কে খ্যাত?
১৫. হরিয়ানার সাক্ষী মালিক বিখ্যাত কেন?
১৬. হায়দ্রাবাদের পি. ভি. সিন্ধু ২০১৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক-এ ব্যাডমিন্টনে রুপো জেতেন। একইসঙ্গে তিনি আর কী কী নজির সৃষ্টি করেন?
১৭. এদেশের প্রথম জিমন্যাস্ট হিসেবে কে অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান?
১৮. স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র কনিষ্ঠতম চেয়ারপার্সন কে?
১৯. প্যারালিম্পিক-এ প্রথম ভারতীয় মহিলা মেডেল বিজয়ী কে?
২০. Iridium, Niobium, Palladium ও Vanadium—এইসব রাসায়নের নামের বিশেষত্ব কী?

উত্তর :

১. ১৯৭৫ সালে। ২. বার্থা ভন সাটনার (১৯০৫ সালে—নিজের দেশ অস্ট্রিয়ার প্রথম নোবেল জয়ীও তিনি)। ৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জের্ট্রুড এডের্লে (১৯২৬ সালের ৬ আগস্ট)। ৪. জাপানের জুঙ্কো তাবেই (১৯৭৫ সালের ১৬ মে); এভারেস্ট জয়ের পাশাপশি, প্রথম নারী হিসেবে 'সেভেন সামিট'-ও (সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া) জয় করেছেন ১৯৯২ সালে। ৫. ওয়েল্‌সের বার্নিস রুবেন্স (১৯৭০ সালে The Elected Member উপন্যাসের জন্য)। ৬. রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা ভ্লাদিমিরোভনা টেরেশ্‌কোভা (১৯৬৩ সালে ১৬ জুন)। ৭. সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি। ৮. রিতা ফারিয়া পাওয়েল (১৯৬৬ সালে); পেশায় ডাক্তার রিতা প্রথম ডাক্তার হিসেবেও এই খেতাব জিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। ৯. ভারতের প্রথম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী; ১৯৭১ সালে এদেশের সর্বোচ্চ অ-সামরিক সম্মান ভারত রত্নে ভূষিত হন (সেই প্রথম কোনও মহিলা ভারত রত্নে ভূষিত হলেন)। ১০. পুনীতা অরোরা। ১১. ভারতের আরতি সাহা (১৯৫৯ সালে); ১৯৬০ সালে প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে পদ্মশ্রী-তে ভূষিত হন। ১২. উইং কমান্ডার পূজা ঠাকুর (২০১৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভারত সফরের সময়ে)। ১৩. প্রিয়া ঝিংগান (১৯৯৩ সালে যোগ দেন)। ১৪. টেসি থমাস। Agni-IV মিসাইলের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর—মিসাইল প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিয়ে দেশের প্রথম মহিলা বৈজ্ঞানিক হিসেবে নজির গড়েন। ১৫. ২০১৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক-এ কুস্তির জন্য ব্রোঞ্জ মেডেল জেতেন—তিনিই ভারতের প্রথম অলিম্পক মেডেল জয়ী মহিলা কুস্তিগির। ১৬. অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে পৌঁছানো প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় তিনি; অলিম্পিক্স-এ একক প্রতিযোগিতায় মেডেল জয়ী ভারতীয়দের মধ্যে কনিষ্ঠতমও সিন্ধু। ১৭. দীপা কর্মকার (২০১৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক-এ)। ১৮. অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র প্রথম মহিলা কর্ণধারও বটে। ১৯. দীপা মালিক (২০১৬ সালে গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক-এ শট্‌-পুট প্রতিযোগিতায়)। ২০. এইসব মৌলের নামকরণ হয়েছে নারীদের নামে—যথাক্রমে, গ্রীক দেবী আইরিস, গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র নিওবে, গ্রীক দেবী প্যালাস (নামভেদে অ্যাথিনা) এবং নর্স দেবী ভ্যানাডিস (নামভেদে ফ্রেজ্যা)।❑

এবারের বিষয় : যুব বিশ্বকাপ জিতল ভারত

ফের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। এই নিয়ে চতুর্থবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতল ভারত। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ফাইনালের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডে মাউন্ট মায়ুনগুয়ানির বে ওভালে মুখোমুখি হয় ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক জেসন সঙ্গা। তবে, প্রথমে ব্যাটিং করেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে ব্যর্থ হয় অস্ট্রেলিয়া। ৪৭.২ ওভারে শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ২১৬ রানে গুঁড়িয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ভারত অনূর্ধ্ব ১৯ : পৃথ্বী শ, মনজোৎ কালরা, শুভমান গিল, হার্ভিক দেশাই, রিয়ান পরাগ, অভিষেক শর্মা, অনুকূল রায়, কমলেশ নাগরকোটি, শিভম মাভি, শিবা সিংহ, ঈশান পোড়েল।

অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব ১৯ : জ্যাক এডওয়ার্ডস, ম্যাক্স ব্রায়ান্ট, জেসন সঙ্গা, জোনাথন মার্লো, পরম উপ্পল, নাথন ম্যাকসুইনি, উইল সাদারল্যান্ড, ব্যাক্সস্টার জে হল্ট, জ্যাক ইভান্স, রায়নান হ্যাডলি, লয়েড পোপ।

ভারতের হয়ে ২-টি করে উইকেট নেন ঈশান পোড়েল, শিভা সিংহ, কমলেশ নাগারকোতি এবং অনুকূল রায়। একটি শিকার শিভম মাভির। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন জোনাথন মের্লো। জোনাথনের পাশাপাশি কিছুটা রান পান পরম উপ্পলও (৩৪)। জবাবে ব্যাট হাতে নেমে ৩৮.৫ ওভারে দু' উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। ভারতের হয়ে ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেন মনজোৎ কালরা। ১০১ রানের ঝকঝকে ইনিংস। অপরাজিত ৪৭ রানের ইনিংস খেলে কালরাকে যোগ্য সংগত দেন হার্ভিক দেশাই।

এর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দু'টি দলই তিনবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই দু'টি দলই সফল এই টুর্নামেন্টে। তবে, মেগা ফাইনালে নামার আগে কিছুটা হলেও এগিয়ে ছিল ভারতই। চলতি টুর্নামেন্টেই গ্রুপ লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ১০০ রানে হারিয়ে দেয় ভারত। ভারতের ৩২৮ রানের জবাবে ২২৮ রানে শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।

রাহুল দ্রাবিড়ের এই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে নানা জায়গা থেকে উঠে আসা সব খুদে প্রতিভা রয়েছে। ফাইনালে নায়ক দিল্লির মনজ্যোৎ কালরা। বাঁ হাতি ওপেনার ১০২ বলে ১০১ অপরাজিত রানের ইনিংস খেলেন। তার আগে বল হাতে অস্ট্রেলিয়াকে ২১৬ রানে শেষ করে দেয় পেসাররা। বাংলার ঈশান পোড়েল নেন সাত ওভারে ৩০ রানে দুই উইকেট। টুর্নামেন্টের সেরা পাঞ্জাবের শুভমান গিল। যাকে ডাকা হচ্ছে নতুন যুবরাজ বলে। দেশের মাঠে ২০১১-র বিশ্বকাপ জয়েও টুর্নামেন্টের সেরা ছিলেন যুবি। নীল বনাম হলুদ জার্সির লড়াই দেখতে দেখতে কারও নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল ২০০৩ সালে ওয়ান্ডারার্সের সেই ফাইনালেরর কথা। সেদিন সৌরভ গাঙ্গুলির ভারত হেরেছিল রিকি পন্টিংদের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ছোটোদের হাত ধরে ছোটোখাটো শাপমুক্তি ঘটল এবার। সেদিন সৌরভের দলের অন্যতম সারথি ছিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ওয়াল' হয়েও খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। সেই, রাহুল দ্রাবিড় ফিরে এলেন কোচ হয়ে ছোটোদের বিশ্বকাপে হাত রাখতে।

২০০০, ২০০৮, ২০১২-র পরে ২০১৮। মহম্মদ কাইফ, বিরাট কোহালি, উন্মুক্ত চন্দের পর পৃথ্বী শ। চতুর্থবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়। বিশ্বকে বার্তা দিয়ে রাখল ভারতীয় ক্রিকেট, অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড নয়, এখন তারাই মহাশক্তি। গত বছর চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে ফাইনালিস্ট। মেয়েদের বিশ্বকাপে ফাইনালিস্ট। খুদেদের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন।❑

যোজনা ডায়েরি

(২১ জানুয়ারি—২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

● **প্রধানমন্ত্রীর প্যালেস্তাইন, সংযুক্ত আরব আমিবশাহি এবং ওমান সফর :**

গত ৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি প্যালেস্তাইন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান সফর সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুয়ারি প্যালেস্তাইনের রামাল্লায় যান তিনি। গত বছরই ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর, জানুয়ারিতে ভারত সফরে এসেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু। তার এক মাসের মধ্যেই ভারতের প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে পা রাখলেন নরেন্দ্র মোদী। গত বছরই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইজরায়েল সফরেও গিয়েছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর থেকেই প্যালেস্তাইনকে বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করে ভারত। ১৯৭৪-এ প্যালেস্তাইনকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার করতেও সাহায্য করে ভারত। এছাড়াও দুবাইয়ে 'সিক্সথ ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট'-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন মোদী। আমিরশাহি এবং ওমানে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

● **ভারত-ইরানের মধ্যে ৯-টি চুক্তি :**

ছাবাহার বন্দর ও বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা-সহ ইরানের সঙ্গে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ৯-টি চুক্তি হল ভারতের। গুরুত্ব পেল শক্তি, যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তার মতো বিষয়গুলি। ভিসা নীতি সরলতর করতেও চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। তিন দিনের ভারত সফরের শেষ পর্বে এদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রওহানিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে এর ফলে ভারত ও ইরানের সম্পর্ক আরও মজবুত হল। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজও এদিন দেখা করেন সফররত ইরানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

পাকিস্তানকে এড়িয়ে ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের 'ট্রানজিট রুট' গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এদিন চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে ছাবাহার বন্দরের বিষয়টি। সমুদ্রবন্দরটি বানানো হচ্ছে সাড়ে আট কোটি ডলার ব্যয়ে। পাকিস্তানের গ্বাদরে চিনের অর্থ সাহায্যে যে সমুদ্রবন্দরটি তৈরি হচ্ছে, তার থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ছাবাহার। ভারত অবশ্য ইতোমধ্যেই ছাবাহার বন্দরের মাধ্যমে ১১ লক্ষ টন গম পাঠিয়েছে আফগানিস্তানে।

● **দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জুমার ইস্তফা :**

তাকে ইস্তফার সময় বেঁধে দিয়েছিল তারই দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের গদি ছাড়লেন জেকব জুমা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতেই জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক টেলিভিশন বার্তায় নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন তিনি। টানা আট বছর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ৭৫ বছরের জুমা। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই তার বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আনছিলেন বিরোধীরা। গত কয়েক মাস আগে নড়েচড়ে বসে জুমার দল এএনসি-ও। জুমাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ আসতে থাকে দল থেকে। কিন্তু এতদিন অনড় ছিলেন জুমা। শেষমেশ দল তাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা না দিলে পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। প্রসঙ্গত, মাস তিনেক আগে দলীয় নির্বাচনে জুমাকে সরিয়ে সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন সিরিল রামফোসা। রামফোসা-ই দক্ষিণ আফ্রিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন বলে ঘোষণা করে রেখেছে এএনসি।

● **হাফিজকে 'জঙ্গি' ঘোষণা, মার্কিন অনুদান পেল পাকিস্তান :**

অবশেষে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মুম্বই হামলার মূল চক্রী তথা জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সইদকে জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করল পাক সরকার। ঘটনাচক্রে, এদিনই পাকিস্তানকে বড়োসড়ো আর্থিক অনুদানের ঘোষণা করেছে আমেরিকা। গত জানুয়ারির গোড়াতেই পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা' তকমা দিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগে ১১৫ কোটির ডলারের আর্থিক অনুদানও আটকে দিয়েছিল তার সরকার। সেসময় আমেরিকা জানিয়েছিল, ইসলামাবাদ সন্ত্রাসে মদত বন্ধ করলেই ওই অনুদান আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বদলের কথা ভাবনা-চিন্তা করা হবে। কাকতালীয়ভাবে, এদিনই একটি অধ্যাদেশ জারি করে হাফিজকে 'জঙ্গি' তকমা দেন পাক প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেন।

আগেই অবশ্য লস্কর-ই-তইবা, জামাত-উদ-দাওয়া এবং হরকত-উল-মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। এদিনের অধ্যাদেশে সেই সমস্ত সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। অন্যদিকে, আগামী

অর্থবর্ষের বাজেটে পাকিস্তানকেই সাড়ে ৩৩ কোটি ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে আমেরিকা (আমেরিকায় আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে নতুন অর্থবর্ষ)। উদ্দেশ্য, স্থিতিশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি পাক ভূখণ্ডে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের রাস্তা সুগম করা। মার্কিন কংগ্রেসের পেশ করা বাজেট প্রস্তাবে পাকিস্তানের জন্য সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ কোটি ডলারের অনুদান। বাকি ২৫.৬ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে অসামরিক খাতে। মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং সুরক্ষার বজায় রাখতে পাকিস্তান ছাড়াও আফগানিস্তানকেও আর্থিক মদতের প্রস্তাব করা হয়েছে এই বাজেটে। তালিবান, আল-কায়দা এবং আইএস-এর বিরুদ্ধে আফগান সরকারের লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য সেদেশকেও ৫০০ কোটি ডলারের বেশি অনুদান দেবে আমেরিকা। ওই অর্থের মাধ্যমে আফগান নিরাপত্তারক্ষীদের সামরিক প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবে মার্কিন সেনা।

● **আমেরিকায় কাটল আর্থিক অচলাবস্থা :**

মুক্ত হল মার্কিন রাজকোষ। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বোঝাপড়ায় আমেরিকায় তিন দিন ধরে চলা আর্থিক অচলাবস্থায় ছেদ পড়ল। মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষে বিপুল সমর্থন পেয়ে পাশ হয়ে গেল 'টেম্পোরারি স্পেন্ডিং বিল'। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সই করেছেন এই বিলে। ফলে ২৩ জানুয়ারি থেকে স্বাভাবিক হয়েছে সরকারের সব দপ্তরের কাজ। গত ১৯ জানুয়ারি সেনেটে খসড়া বিলটি প্রথম পেশ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কিন্তু বিলের সমর্থনে প্রয়োজনীয় ভোট পাননি। নতুন স্বাস্থ্য বিমা 'ট্রাম্প কেয়ার' আনতে চেয়ে যে রকম ধাক্কা তাকে খেতে হয়েছিল, এবার তারই পুনরাবৃত্তি হয়। এক্ষেত্রে অবস্থা আরও সঙ্গিন, কারণ এই 'স্পেন্ডিং বিল' পাশ না হওয়ায় তালা পড়ে যায় মার্কিন রাজকোষে। জাতীয় নিরাপত্তা ছাড়া সব দপ্তরের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা ঠিক করেছিলেন, স্পেন্ডিং বিলের সমর্থনে ভোট দেবেন না। দু'দিন আর্থিক অচলবস্থা চলার পরে একটি রফাসূত্র পান মধ্যস্থাকারীরা। ডেমোক্র্যাটরা জানান, শিশু বয়সে যেসব অভিবাসী আমেরিকায় এসে জীবন-জীবিকার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন, সেই 'ড্রিমার্স'-দের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে ট্রাম্প সরকারের বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে। এতদিন কড়া মনোভাব দেখালেও পিছু হটতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট। ডেমোক্র্যাটদের এক-তৃতীয়াংশ বিলের বিপক্ষে ভোট দিলেও এবার পাশ হয়ে যায় বিল।

● **খালেদার সাজা ঘোষণা :**

অনাথ আশ্রম গড়তে সৌদি রাজার কাছ থেকে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নিয়ে তা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দুই ছেলের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তার পরে সেই টাকায় বগুড়ায় জমি-বাড়ি কেনা হয় ব্যক্তিগত নামে। টানা দশ বছর মামলা চলার পরে গত ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া এতিমখানা তহবিল দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দিল ঢাকা পঞ্চম জজ বিশেষ আদালত। সঙ্গে লোপাট হওয়া টাকার সমপরিমাণ জরিমানা। প্রাক্তন সেনাশাসক হুসেইন মহম্মদ এরশাদের পরে খালেদা বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান, দুর্নীতির মামলায় যার কারাদণ্ড হল।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮-এ করা এই মামলায় খালেদার পুত্র তারেক রহমান ছাড়াও চার জনকে আসামি করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন। খালেদা ছাড়া প্রত্যেককে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও লোপাট হওয়া টাকার পরিমাণ জরিমানা করেছে আদালত। বিচারক আখতারুজ্জামান জানিয়েছেন, বাকিদের সমান অপরাধ প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও 'বয়স ও সামাজিক মর্যদা' বিবেচনা করে খালেদাকে কম শাস্তি দেওয়া হল। খালেদা, তারেক ও অন্য ৪ আসামির আইনজীবীরা রায়ে স্থগিতাদেশ ও জামিন চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করছেন। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সাংসদ কজি সালিমুল হক, তৎকালীন মুখ্যসচিব কামালুদ্দিন সিদ্দিকি, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভাগ্নে মমিনুর রহমান ও ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ।

● **পুরুষদের অনুমতি ছাড়াই স্বাধীন ব্যবসায় সৌদি নারীরা :**

এবার পুরুষদের অনুমতি ছাড়াই ব্যবসা শুরু করতে পারবেন সৌদি আরবের মহিলারা। সৌদি আরবের সরকার গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এই কথা ঘোষণা করেছে। তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে এবিষয়ে সবিস্তারে জানানো হল। পরিবারের পুরুষদের সম্মতি ছাড়াই সরকারি সুযোগসুবিধাও পাবেন মহিলারা। এদেশে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দিন কাটিয়ে এসেছেন, তা এই ব্যবস্থার ফলে অনেকটাই বদলাবে। এতদিন সৌদি আরবে কোনও মহিলা যদি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাইতেন, বা ঘুরতে যেতে চাইতেন, কিংবা সরকারি কোনও কাজ করাতে চাইতেন, তাহলে তাকে পরিবারের পুরুষ সদস্যের অনুমতির উপরে নির্ভর করতে হত। সেই পুরুষ অভিভাবক বাবা, স্বামী বা ভাই হতে পারেন। এবার থেকে তা আর লাগবে না। বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে সংস্কার করার জন্য মেয়েদের কাজের সুযোগ বাড়াচ্ছে সৌদি আরব। সেই ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

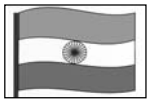

জাতীয়

➢ জাতীয় স্বাস্থ্য বিমার রূপরেখা কী হবে তা ঠিক করতে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করল কেন্দ্র। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এনিয়ে সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্তারা। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা বা 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে কেন্দ্রের দেওয়ার কথা ৬০ শতাংশ আর বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ জোগাবে রাজ্যগুলি।

● **প্রজাতন্ত্র দিবসে অতিথি ১০ রাষ্ট্রপ্রধান :**

নয়াদিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের সামরিক শক্তির পাশাপাশি সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের ছবি তুলে ধরা হল। সাবেকি রেওয়াজ ভেঙে এই বছরে প্রজাতন্ত্রের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসিয়ান-ভুক্ত ১০-টি রাষ্ট্রের নেতারা। সাধারণত প্রত্যেক বছর একজন করে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়। তবে, এই বছরে মূল চমক একই সঙ্গে দশজন রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতি। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া,

মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ব্রুনেই—এই দশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনেতারা এদিন দিল্লিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসীন ছিলেন। প্যারেড শুরু হয় ওই দশটি রাষ্ট্রের পতাকার সমাহারে। ভারতীয় সেনার হাতে ছিল ওই দশ রাষ্ট্রের পতাকা। অনুষ্ঠানের শুরুতে দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে অমর জওয়ান জ্যোতিতে বীর শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পাওয়ার পর এই বছরই তার প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস। দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য রাখেন।

● **অনুমতি ছাড়া মহিলাদের স্পর্শ নয়, মন্তব্য আদালতের :**

এক শিশুর যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত মামলার রায়ে গত ২২ জানুয়ারি দিল্লির এক আদালত জানিয়ে দিল, কোনও মহিলার অনুমতি ছাড়া তাকে স্পর্শ করা যাবে না। এমন ধরনের ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে আদালত জানিয়েছে, লম্পট ও যৌন বিকৃতিসম্পন্ন পুরুষদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন মহিলারা। রায়ে আদালত জানিয়েছে, কেনও মহিলার শরীর একদমই তার নিজের। এর উপর শুধু তারই অধিকার। ফলে তার অনুমতি ছাড়া তার দেহে হাত দেওয়ার অধিকার কারও নেই। মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার অনেক পুরুষ গ্রাহ্য করেন না। আর তাই তারা কোনও মহিলার দেহে হাত দেওয়ার আগে দু'বার ভাবেন না। ভারতের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে ছোটো থেকে প্রাপ্তবয়স্ক—সব মেয়েরাই যৌন বিকৃতসম্পন্ন পুরুষদের হাতে নিগৃহীত হন। তাই নিগ্রহের ঘটনায় অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না।

প্রসঙ্গত, ঘটনাটি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের। দিল্লির একটি জমজমাট বাজারে একটি ন'বছরের শিশুকন্যাকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ ওঠে ছবি রাম নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তের যৌন উদ্দেশ্য ছিল। ভিড়ের সুযোগটাই ব্যবহার করে সে ওই মেয়েটিকে ইচ্ছাকৃতভাবেই স্পর্শ করেছে। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সীমা মৈনী তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। ছবিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে মেয়েটিকে। তাছাড়াও আদালতের নির্দেশ দিল্লি স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি ওই শিশুটিকে ৫০ হাজার টাকা দিক।

● **নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও. পি. রাওয়াত :**

দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন ওমপ্রকাশ রাওয়াত। গত ২৩ জানুয়ারি তিনি নতুন পদের কার্যভার গ্রহণ করলেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে অচল কুমার জ্যোতি অবসর নিলেন আর রাওয়াত তারই স্থলাভিষিক্ত হলেন। ওমপ্রকাশ রাওয়াত ২০১৫-র আগস্টে নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ওমপ্রকাশ রাওয়াত বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ সামলেছেন। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচন পরিদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যে পরিদর্শক দল পাঠিয়েছিল, ওমপ্রকাশ রাওয়াত তার সদস্য ছিলেন। নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে রাওয়াত যেমন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে গেলেন, তেমনই নির্বাচন কমিশনার পদেও নতুন নিয়োগ হয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব অশোক লাভাসাকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

● **খাপ-এর মাতব্বরির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট :**

অসবর্ণ ও ভিন্ন ধর্মে বিয়ে ভাঙতে 'সম্মান' রক্ষার্থে একের পর এক খুনের ঘটনায় জড়িত খাপ পঞ্চায়েতগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। খাপ পঞ্চায়েতগুলির হাত থেকে দম্পতিদের বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রকে ব্যবস্থা নিতেও বলা হল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি একটি পিটিশনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র বলেছেন যে সাবালক নারী ও পুরুষ যখন বিয়ে করেন, তখন সেই বিয়ে বৈধ কি না, দেশের সাংবিধানিক আইনই তা একমাত্র খতিয়ে দেখতে পারে। এব্যাপারে দম্পতির মা, বাবা, অভিভাবক, সমাজ, খাপ পঞ্চায়েত বা, অন্য কারও কোনও অধিকার নেই; আর তারা সেই বিয়ে ভাঙতে হিংসার আশ্রয় নিতে পারে না।

ভিন্ন জাত ও ভিন্ন ধর্মের বিয়ে ভাঙতে দেশে 'অনার কিলিং' ('সম্মান' রক্ষার্থে খুন)-এর ঘটনা বেড়েই চলেছে। যার বেশিরভাগের সঙ্গেই জড়িত খাপ পঞ্চায়েতগুলি। সেই 'অনার কিলিং' নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একটি পিটিশন করে অলাভজনক একটি সংস্থা। এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, দুই সাবালক নারী ও পুরুষের বিয়ে বৈধ কি না, তা নিয়ে অন্য কোনও ব্যক্তি, সংগঠন, গোষ্ঠী বা সমাজ নাক গলাতে পারে না। আইনত তাদের সেই অধিকার নেই। খাপ পঞ্চায়েতগুলিকে ভর্ৎসনা করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র।

● **স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরিখে দেশের সেরা কেরল :**

স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরিখে দেশের মধ্যে এক নম্বরে কেরল। আর একুশটি বড়ো রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে নিচে রয়েছে উত্তপ্রদেশ। ছোটো রাজ্যগুলির মধ্যে সূচকে সবার শীর্ষে মিজোরাম, তার পরে মণিপুর ও গোয়া। নীতি আয়োগের সদ্য প্রকাশিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক রিপোর্টে পেশ করা হয়েছে এমনই তথ্য। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় তৈরি ওই রিপোর্টে কেরলের পরেই রয়েছে পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ু। দশম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। একেবারে নিচের দিকে রয়েছে বিহার, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য। গত এক বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে ঝাড়খণ্ড। স্বাস্থ্য পরিষেবায় দেশের মধ্যে কোন রাজ্য কোথায় দাঁড়িয়ে তা নিয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে নীতি আয়োগ। সদ্যোজাতের মৃত্যু হার (২৯ দিনের মধ্যে), জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর পরিসংখ্যান, নবজাতকের জন্মকালীন ওজনের অনুপাত, টিকাদান কর্মসূচি, টিবি-এইচআইভ-র মতো রোগ প্রতিরোধে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মহিলাদের মৃত্যুর হার, শহর-জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতির মতো বিষয়গুলির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দশ নম্বরে থাকা বাংলার সূচক আগের বছরের তুলনায় ০.৩৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সদ্যোজাতদের মৃত্যুর প্রশ্নে গোটা দেশে চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। কেরলে প্রতি হাজার জনে যেখানে ৬ জন শিশু মারা যায়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ১৮। তবে পাঁচ বছরের নিচের শিশুমৃত্যুর প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ। এক নম্বরে থাকা কেরলে ১৩ জনের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা হল ৩০। জন্মের সময়ে কম ওজন থাকার প্রশ্নে এক নম্বরে রয়েছে তেলেঙ্গানা, সেখানে যখন মাত্র ৬ শতাংশ শিশু ওই সমস্যায় ভোগে। পশ্চিমবঙ্গে এর শিকার হল ১৬.৫ শতাংশ সদ্যোজাত। শিশু-টিকাকরণে পশ্চিমবঙ্গ দেশের বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে পঞ্চম হলেও, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রসবের ক্ষেত্রে

রাজ্য আট নম্বরে। এক নম্বরে গুজরাত। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা জেলা হাসপাতালগুলিতে নার্স নিয়োগের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থানে থাকলেও, গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসক নিয়োগের ব্যাপারে একেবারে শেষের দিকে।

● **আধার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট :**

সামাজিক প্রকল্পে নাগরিকদের সুবিধা না পাওয়াটা আধার আইনকে 'অসাংবিধানিক' বলার ভিত্তি হতে পারে না। আধার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তির প্রেক্ষিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, আধার না থাকায় অনেক নাগরিককে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। কোর্ট যদিও বলেছে, আধার না থাকলেও সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না নাগরিকদের। সেক্ষেত্রে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ডের মতো নাগরিকদের জন্য পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে হবে। আধার না থাকলে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বেঞ্চ। অ্যাটর্নি জেনারেল কে. কে. বেণুগোপাল দাবি করেন, সরকার আধার কার্ড বানানোর সময়সীমা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে; আর আধার না থাকলেও কাউকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে, অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে বলেই কোনও আইনকে বাতিল করে দেওয়া যায় না—আধার মামলার শুনানিতে গোপনীয়তার প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। পাঁচ সদস্যের সংবিধান বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় বলেন, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় রয়েছে, যেখানে একথাই বলা হয়েছে। পাশাপাশি, আধার নিয়ে লোকসভাতেও সরকার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। অরুণ জেটলি জানিয়ে দিয়েছেন নাগরিকদের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার দায়বদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ নোয়াপাড়া বিধানসভা আসন দখল করল তৃণমূল। তাদের প্রার্থী সুনীল সিং-এর জয়ের ব্যবধান ৬৩ হাজার ১৮। ভোটপ্রাপ্তির হার ৫৩.৫১ শতাংশ। আর উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল নিজের দখলে রাখল ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ২০১ ভোটে জিতে। ভোটপ্রাপ্তির হার ৬১ শতাংশ। উলুবেড়িয়ার প্রয়াত সাংসদ সুলতান আহমেদ গতবার জিতেছিলেন দু' লক্ষ ১ হাজার ভোটে। সেই আসনেই এবার জয়ী হলেন তার স্ত্রী সাজদা আহমেদ।

● **শিল্পে সুবিধা দিতে নয়া সুসংহত নীতি :**

রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ করলে শিল্পের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরের তরফে নানা ধরনের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে বড়ো—সব শিল্পই এই সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের বিশেষ তালমেল নেই। তাতে শিল্প সংস্থাগুলিকে অর্থাৎ শিল্পোদ্যোগীদের অনেক সময়েই সমস্যায় পড়তে হয়। এই ব্যবস্থাতেই আমূল পরিবর্তন আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। ঠিক হয়েছে, নতুন সংস্থাগুলিকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি-কাঠামো তৈরি করা হবে। যা সব দপ্তরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবার তৈরি হচ্ছে রাজ্যের নতুন 'কমপ্রিহেন্সিভ ইনসেন্টিভ পলিসি' অর্থাৎ সুসংহত আর্থিক উৎসাহ বা সুযোগ-সুবিধা প্রধান নীতি। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে এই 'কমপ্রিহেন্সিভ ইনসেন্টিভ পলিসি' তৈরির জন্য নতুন একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য-সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তর, তথ্য-প্রযুক্তি, খাদ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি বিপণন, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি দপ্তরের সচিবদের নিয়ে গড়া হয়েছে ওই কমিটি। আগামী দু' মাসের মধ্যে ওই কমিটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে এই বিষয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সঙ্কেত পেলেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নীতি চূড়ান্ত রূপ পাবে।

● **আরও একটি পাসপোর্ট কেন্দ্রের পরিকল্পনা :**

দেশের মধ্যে এখন সবচেয়ে ব্যস্ত পাসপোর্ট দপ্তরটি কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ও কসবা কানেক্টরের মোড়ে। এই মুহূর্তে সেই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিএসকে) থেকে রোজ ২২০০-টি আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছে। রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার বিভূতিভূষণ কুমার জানিয়েছেন, কলকাতায় আরও একটি পিএসকে করার ভাবনা রয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের। রাজারহাটে ইকো পার্কের কাছে বিদেশ মন্ত্রকের যে জমি আছে, সেখানে ভবিষ্যতে বিদেশ ভবন তৈরি করা হবে। বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে সমস্ত দপ্তরগুলিকে সেখানে এক ছাদের নীচে নিয়ে আসা হবে। ওই ভবনেই আরও একটি পিএসকে তৈরির পরিকল্পনা আছে। তবে রাজারহাটে বিদেশ ভবন চালু হতে এখনও কয়েক বছর লাগবে বলে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের অফিসারেরা।

● **দেশের প্রথম ভাসমান বাজার :**

নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিমোটের বোতাম টিপতেই ভাসমান বাজারের সূচনা হল গত ২৪ জানুয়ারি। শুধু কলকাতা বা রাজ্য নয়, সারা দেশের মধ্যে এটাই প্রথম ভাসমান বাজার। জলের উপরে কাঠের শালবোল্লা, তার উপরে পাটা দিয়ে তৈরি হয়েছে পুরো পথ। ক্রেতা থাকবেন পাটাতনে আর মালপত্র-সহ বিক্রেতা নৌকোর উপরে। ২২৮ জন হকারকে ওই ভাসমান বাজারের নৌকোয় জায়গা দেওয়া হচ্ছে। এক-একটি নৌকোয় দু'জন করে বিক্রেতা থাকবেন। শহরের অন্য সব বাজারের মতো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে আগুনের প্রবেশ নিষেধ সেখানে। দমকলের ছাড়পত্র নেওয়া হলেও সেখানে আগুন জ্বেলে কিছু করা যাবে না।

● **পেশামুখী পাঠ্যক্রম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে :**

শুধু পঠন-পাঠনই নয়, পাশাপাশি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে এবার পেশামুখী পাঠ্যক্রম তৈরিতে উদ্যোগী হল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ম্যাকাউট)। ২০১৮-তে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শতাধিক কলেজে প্রায় ১৮-টি পেশামুখী নতুন পাঠ্যক্রম চালু করতে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। কম্পিউটার সায়েন্স, মনোবিদ্যা, কমিউনিকেশন ডিজাইন, আতিথেয়তা ও পর্যটন, ম্যানেজমেন্ট এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার মতো ছ'টি বিভাগে নতুন পাঠ্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের অধীনে চার থেকে পাঁচ রকমের বিষয় রয়েছে। সেই সমস্ত বিষয়ে কোর্স করতে পারলে চাকরির ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই সমস্ত বিষয়

বাছতে বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ, বেসরকারি নানা সংস্থা যারা সরকারি ও বেসরকারি উভয় জায়গায় কর্মী সরবরাহ করে তাঁদের এবং বিশেষজ্ঞদের থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামত নিয়েই পাঠ্যক্রমগুলি চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ও সমীক্ষা করেছে। সেখানে যেসমস্ত প্রস্তাব উঠে এসেছে তার ভিত্তিতেই এই নতুন পাঠ্যক্রমে তালিকা স্থির করা হয়েছে।

● **রাজ্যে পোশাক রপ্তানি সংস্থার ঘাঁটি :**

দেশের তিন বড়ো পোশাক বিক্রেতা সংস্থা। পরিভাষায় যাদের বলে 'বায়িং হাউস'। অন্যতম কাজ, ব্যবসায়ীদের থেকে পণ্য কিনে সারা বিশ্বে বিক্রি করা। এই প্রথম এ রাজ্যে ঘাঁটি গাড়ছে তারা। দপ্তর খুলছে রাজ্যের বস্ত্র শিল্প উদ্যান, পরিধানে। দেশ জুড়ে পোশাক বেচে, এমন বড়ো ব্র্যান্ডের বহু খুচরো বিপণন সংস্থার দপ্তর আছে এ রাজ্যে। কিন্তু তেমনভাবে ছিল না কোনও বায়িং হাউস। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প দপ্তর সূত্রে খবর, পরিধানে রাজ্য ১২ হাজার বর্গফুটের যে ভবন গড়েছে, সেখানেই জায়গা নিচ্ছে ট্রাইবার্গ, ইমপাল্‌স, এসএলকিউএস ইন্টারন্যাশনাল। আরও কিছু সংস্থাকে আনার কথাবার্তা চলছে। প্রথম ধাপে অন্তত ১০-টি বড়ো সংস্থাকে পরিধানে আনার পরিকল্পনা আছে বলে জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বছরে এখন প্রায় ১৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। লক্ষ্য, আগামী তিন বছরে তা বাড়িয়ে ১০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া। এ জন্য বড়ো রপ্তানিকারী সংস্থাগুলিকে রাজ্যে টেনে আনা প্রয়োজন। বস্ত্র রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদ এই কাজে রাজ্যকে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে।

● **চালকল গড়তে জমি :**

শুধু ধানের চাষ বাড়ানো নয়। চালের উৎপাদন বাড়াতে নতুন চালকল তৈরির জন্য বিনিয়োগ টানতে আগ্রহী রাজ্য সরকার। এর জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের তিন একর সরকারি জমি লিজে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর। ওই দপ্তরের কর্তাদের দাবি, রাজ্যের ১২০০ চালকলের মধ্যে এখন প্রায় ৭৬০-টি চালু আছে। অন্য চালকলগুলি নানা কারণে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে চালু চালকলের উপরে উৎপাদনের ব্যাপক চাপ পড়ছে। অনেক সময়ে দ্রুত উৎপাদন করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে চালের মান। এই অবস্থায় নতুন চালকল গড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চাল মজুত করার ক্ষমতা বাড়াতে নতুন গুদামঘর তৈরির পরিকল্পনা করেছে খাদ্য দপ্তর। সরকারি খাস জমিতে বা বাজার দরে জমি কিনে বিভিন্ন জেলায় গুদামঘর বানানো হবে। সেইসব গুদামের লাগোয়া জমিতেই আধুনিক চালকল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১০ একর জমিতে গুদামঘর এবং তিন একর জমিতে নতুন চালকল বানাতে চায় রাজ্য। ওইসব কলে ঘণ্টায় কমপক্ষে ৩০ টন চাল মিলবে।

খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, এই মডেল সফল করতে আট সদস্যের একটি কমিটি গড়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ, কৃষি, খাদ্য এবং ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের কর্তারা ছাড়াও তাতে রাখা হচ্ছে ধান-চাল বিশেষজ্ঞদের। নতুন প্রকল্পগুলি খতিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ কোনও চালকল খোলা যায় কি না, তাও দেখবে ওই কমিটি। খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, গুদাম ও চালকল গড়ার জন্য প্রথম ধাপে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও শিলিগুড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয়বাবুর দাবি, বিভিন্ন জেলায় ৫০-৬০ হাজার টন চাল মজুত করে রাখার উপযুক্ত গুদামঘর তৈরি করা হবে। প্রথম ধাপে বানানো হবে ২০-টি গুদামঘর।

অর্থনীতি

- আর্থিক বৃদ্ধির হারে সংশোধন করা হল। গত ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষের জন্য জাতীয় আয় বা জিডিপি বৃদ্ধির হার সংশোধিত হিসেবে দাঁড়িয়েছে ৮.২ শতাংশ। আগের হিসেবে তা ছিল ৮ শতাংশ। তবে ২০১৬-'১৭ সালের বৃদ্ধির হার ৭.১ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস।
- ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পক্ষেত্রের শিল্পপতিদের মনোভাব জানতে নতুন সূচক চালু করল কেন্দ্র সরকার। সিডবি ও মূল্যায়ন সংস্থা ক্রিসিল-কে এই সূচক তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। গত ৩ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি 'ক্রিসিডেক্স' নামের এই নতুন সীমক্ষা-সূচক প্রকাশ করেছেন। বরাত, লাভের অঙ্ক, ঋণ কেমন মিলছে—এইসব মাপকাঠিতে তৈরি প্রথম বারের সমীক্ষাই বলছে, ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পের মনোভাব এখন 'সামান্য ইতিবাচক'। এটি অবশ্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের সমীক্ষার ফলাফল। পূর্বাভাস অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মার্চে সামগ্রিক মনোভাবও 'ইতিবাচক'-এর কোঠায় পৌঁছে যাবে।
- পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি নিয়ে করদাতাদের সমস্যা অনলাইনেও মেটাতে উদ্যোগী কেন্দ্র। অর্থ মন্ত্রক এই লক্ষ্যে কর দপ্তরের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আটজন অফিসারকে আলাদা করে দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ট্যুইটার মারফত করদাতাদের নানা সমস্যার উত্তর দেবেন বলে এক সরকারি নির্দেশে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনে ই-মেল করেও সমস্যার সমাধান বাতলাতে পারবেন। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় জিএসটি সংক্রান্ত প্রশ্ন জায়গা করে নিচ্ছে দেখেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● **আয়কর রিটার্ন প্রসঙ্গে :**

যদি কেউ ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা দিয়ে থাকেন কিংবা বড়ো অঙ্কের লেনদেন চালান, তবে রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়ে তা মাথায় রাখতে বলল আয়কর দপ্তর। ২০১৬-'১৭ এবং ২০১৭-'১৮ 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার'-এর জন্য বকেয়া বা সংশোধিত আয়কর রিটার্ন ৩১ মার্চের মধ্যে জমা দিতে বলে দপ্তর যে বিজ্ঞাপন সংবাদ মাধ্যমে দিয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে এই বিষয়টি মাথায় রাখার কথা। কেন্দ্র জানিয়েছে, এপ্রিল-জানুয়ারি প্রত্যক্ষ কর আদায় ১৯.৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, রিটার্ন ফাইলের সময়সীমা একবার পেরিয়ে গেলে সেবছরের আয়করে আর কোনও ছাড় পাওয়া যাবে না। এমনকী অসুস্থতা বা বিদেশ ভ্রমণের মতো কারণে রিটার্ন ফাইল করতে দেরি হলেও সঞ্চয়ের পুরোটাই করযোগ্য আয়ের আওতায় পড়বে। আয়কর আইন সংশোধন করে অর্থ বিলের খুঁটিনাটির মধ্যে এই নিয়ম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

● **ঋণনীতি অপরিবর্তিত :**

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঋণনীতি ফিরে দেখতে বসে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সরকারের বিপুল খরচ ও রাজকোষ ঘাটতির

বাড়তি বোঝা জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় আরও ইন্ধন জোগাতে পারে বলেও জানিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। এই নিয়ে পর পর তিনবার সুদ কমানোর পথে হাঁটল না ছ' সদস্যের ঋণনীতি কমিটি। এক ঝলকে—❖ রেপো রেট ৬ শতাংশে অপরিবর্তিত। ❖ রিভার্স রেপো রেট ৫.৭৫ শতাংশে, ব্যাঙ্ক রেট ৬.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত। ❖ চলতি অর্থবর্ষের শেষ তিন মাস জানুয়ারি-মার্চে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি ৫.১ শতাংশ ছোঁয়ার ইঙ্গিত। ❖ নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসে তা ৫.১-৫.৬ শতাংশে থাকার সম্ভাবনা। ❖ দ্বিতীয় ভাগে তা নামতে পারে ৪.৫-৪.৬ শতাংশ। ❖ পণ্য ও পরিষেবার মোট যুক্তমূল্য (জিভিএ) অনুসারে চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধি ৬.৬ শতাংশ ছোঁয়ার সম্ভাবনা। ❖ নতুন আর্থিক বছরে তা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৭.২ শতাংশ। ❖ থিতু হচ্ছে জিএসটি জমানা, যা পথ দেখাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ায়। ❖ বিশ্ব বাজারের হাত ধরে রপ্তানির হাল ফেরার আশা।

● **ছোটো শিল্পকে উৎসাহ দিতে নতুন পদক্ষেপ :**

অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথা ঋণনীতিতে ঘোষণা করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যার মধ্যে আছে শর্তসাপেক্ষে ব্যাঙ্ক সমেত বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার ধার মেটানোর জন্য কিছুটা বাড়তি সময়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, ২০১৭ সালের ৩১ আগস্টের আগে যারা ছোটো-মাঝারি শিল্পের তকমা পেত, তাদের যদি ২০১৮-র ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাঙ্ক সমেত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ২৫ কোটি টাকার বেশি বকেয়া না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে ধার মেটানোর জন্য ১৮০ দিন বাড়তি সময় পাবে তারা। তবে এক্ষেত্রে সংস্থাটিকে জিএসটি-তে নথিভুক্ত অবশ্যই হতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ধার পাওয়ার ক্ষেত্রে ছোটো-মাঝারি পরিষেবা সংস্থাগুলির ঋণের ঊর্ধ্বসীমাও শিথিল করার কথা বলেছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। আরবিআই ডেপুটি গভর্নর এন. এস. বিশ্বনাথন বলেছেন, ছোটো-মাঝারি শিল্প অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি, কর্মসংস্থানের মূল ইঞ্জিন। তাই তাদের সমস্যা কিছুটা সুরাহা করতেই এই বন্দোবস্ত বলে দাবি শীর্ষ ব্যাঙ্কের।

একই দিনে ওই শিল্পের নতুন সংজ্ঞা দিল কেন্দ্রও। গত ৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এত দিন কোন সংস্থা কী ধরনের শিল্প হিসেবে গণ্য হবে, তা কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির অঙ্কের ভিত্তিতে ঠিক হ'ত। কিন্তু নতুন নিয়ম তা ঠিক হবে বছরে তাদের ব্যবসার অঙ্কের ভিত্তিতে। যেমন, ৫ কোটি টাকা বা তার কম ব্যবসা হলে, তা হবে ক্ষুদ্র শিল্প। ব্যবসা ৫ কোটির বেশি থেকে ৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে, তা ছোটো শিল্প। আর ওই পরিমাণ ৭৫ কোটির বেশি থেকে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে, তাকে মাঝারি শিল্প হিসেবে ধরা হবে। এদিন এজন্য মন্ত্রিসভা আইন সংশোধনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রের যুক্তি, এর ফলে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত হবে। কারণ, এতে ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংস্থার শ্রেণি বদলাবে। উল্লেখ্য, বাজেটে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসায় কোম্পানি কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

● **মেয়েদের অংশগ্রহণে ২৭ শতাংশ বাড়বে জিডিপি :**

কাজের জগতে মেয়েরা আরও বেশি করে যোগ দিলে, ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ (জিডিপি) বাড়তে পারে ২৭ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) শুরুর একদিন আগে, অর্থাৎ গত ২১ জানুয়ারি প্রকাশ করা যৌথ গবেষণাপত্রে এই মন্তব্যই করলেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রধান ক্রিস্টিন ল্যাগার্দে এবং নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর এর্না সোলবার্গ। এদিন প্রকাশিত গবেষণাপত্রে তাদের দাবি, কর্মজগতে মহিলাদের কম অংশ নেওয়ার চিরাচরিত প্রথা এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণে ইতি টানতে হবে। কোনও দেশকে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে আরও সক্ষম হতে গেলে মেয়েদের এগোনোর সুযোগ করে দিতে হবে। এমনকী কর্মজগতে যদি পুরুষদের মতোই মহিলারা সমানভাবে অংশ নেন, সেক্ষেত্রে দেশের জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য বাড়তে পারে বলে তাদের মত। জাপানের ক্ষেত্রে তা বাড়তে পারে ৯ শতাংশ, আর ভারতের ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ।

● **আরও সংস্কার চান আইএমএফ-এর কর্ণধার :**

বিশ্ব বাজারের টালমাটাল অবস্থা নিয়ে এবার মুখ খুললেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আইএমএফ-এর কর্ণধার ক্রিস্টিন ল্যাগার্দে। আইএমএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ের এক বাণিজ্য সভায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি বলেছেন, বিশ্ব বাজার, বিশেষ করে ওয়াল স্ট্রিটের পতন এই মুহূর্তে তেমন দুশ্চিন্তার কারণ নয়। তার কারণ, দুনিয়া জুড়েই হাল ফিরছে আর্থিক বৃদ্ধির। তবে শেয়ার বাজারে ভবিষ্যৎ সঙ্কট এড়াতে এই ক্ষেত্রের আরও সংস্কার জরুরি। বিশ্ব বাজারের পতন নিয়ে এই প্রথম প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন তিনি। বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি নিয়ে আইএমএফ-এর পূর্বাভাসে এ দিন ফের উল্লেখ করেন ল্যাগার্দে। জানুয়ারি মাসেই তারা জানিয়েছে, চলতি ২০১৮ সালের দুনিয়ার সব দেশ মিলিয়ে গড় বৃদ্ধি ছোঁবে ৩.৯ শতাংশ। পরের বছর ২০১৯ সালেও তা বহাল থাকার কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও আর্থিক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেছেন আইএমএফ কর্ণধার।

● **অর্থনীতির সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান :**

গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় শিল্প বৃদ্ধি ও খুচরো মূল্যবৃদ্ধির জোড়া পরিসংখ্যান। কল-কারখানার উৎপাদন এক ধাক্কায় ৮.৪ শতাংশ হারে বাড়ার হাত ধরে ডিসেম্বরে শিল্প বৃদ্ধি ছুঁয়েছে ৭.১ শতাংশ। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিসের পরিসংখ্যা অনুযায়ী গত ২০১৬-র ডিসেম্বরে তা ছিল ২.৪ শতাংশ। তবে ২০১৭-র নভেম্বরের হার অনেকটা বেশি ৮.৮ শতাংশ (সংশোধিত)। পাশাপাশি, আনাজ ও ফলের দাম কমায় জানুয়ারিতে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি কমে হয়েছে ৫.০৭ শতাংশ। গত বছরের জানুয়ারিতে কিন্তু তা ছিল ৩.১৭ শতাংশ। তবে ডিসেম্বরের হার ১৭ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৫.২১ শতাংশ।

শিল্প বৃদ্ধি হিসেবে কল-কারখানার উৎপাদনের গুরুত্ব ৭৭.৬৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থনীতির আর এক রুপোলি রেখা মূলধনী পণ্যের উৎপাদন ডিসেম্বরে ১৬.৪ শতাংশ বাড়া। এক বছর আগে তা কমেছিল ৬.২ শতাংশ। মূলধনী পণ্য উৎপাদনের হাল ফেরাটা লগ্নি বাড়ারই লক্ষণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরাও। পাশাপাশি, গত মাসে খাদ্যপণ্যের খুচরো দাম বেড়েছে ৪.৭ শতাংশ। ডিসেম্বরে যা ছিল ৪.৯৬ শতাংশ। তবে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি জানুয়ারিতে ছিল ৫.০৭ শতাংশ। মাঝারি মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেঁধে দেওয়া ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এখনও তা উঁচুতে। এই নিয়ে পরপর তিন মাস তা রইল ৪ শতাংশের উপরেই।

● **আবু ধাবির তেল ক্ষেত্রে ওএনজিসি-জোটের অংশীদারি :**

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পা রাখল ওএনজিসি বিদেশ ও আরও দুই সংস্থাকে নিয়ে গড়া জোট। সমুদ্রে তেল খননের জন্য আবু ধাবির সংস্থার ১০ শতাংশ অংশীদারি হাতে নিয়েছে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি-র বৈদেশিক শাখা ওএনজিসি বিদেশ (ওভিএল), ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি) এবং ভারত পেট্রোলিয়ামের একটি ইউনিট। এর জন্য ভারতীয় সংস্থাগুলি ঢেলেছে ৬০ কোটি ডলার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আবু ধাবির যুবরাজ শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানের উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে সই করেছে দু'দেশের সংস্থা। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দিনে সাড়ে ৪ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আবু ধাবির সংস্থাটি।

সরকারি সূত্রের খবর, এই প্রথম কোনও ভারতীয় সংস্থার জোট সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তেল ক্ষেত্রে লগ্নি করল। আবু ধাবির রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির চল্লিশ বছরের পুরনো তেলকূপ লোয়ার জাকুম কনশেসন-এর ১০ শতাংশ অংশীদারি নিল ভারতীয় সংস্থার এই জোট। সমুদ্রে অবস্থিত এই তেল ক্ষেত্রের উৎপাদন এই মুহূর্তে দিনে ৪ লক্ষ ব্যারেল বা বছরে ২ কোটি টন। ওভিএল-এর বিবৃতি অনুযায়ী এর মধ্যে ভারতীয় জোটের বরাদ্দ হবে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভারতীয় দূতাবাসও জানিয়েছে নয়াদিল্লি এত দিন একতরফাভাবে আবু ধাবির কাছ থেকে তেল কিনেছে। এবার তারা লগ্নি করায় সেই সম্পর্কে বদল হল।

● **অনুৎপাদক সম্পদে রাশ টানতে নতুন নির্দেশিকা :**

অনুৎপাদক সম্পদে দ্রুত রাশ টানতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই নির্দেশিকা তৈরিই করা হয়েছে কেন্দ্রের নতুন দেউলিয়া বিধির কথা মাথায় রেখে। যাতে শীর্ষ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা ও কেন্দ্রের দেউলিয়া আইন—এই দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় এনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাশ টানা যায় অনদায়ী ঋণের সমস্যায়। শীর্ষ ব্যাঙ্কের দাওয়াই— ❖ নতুন দেউলিয়া বিধির সঙ্গে সমন্বয়। ❖ দ্রুত অনুৎপাদক সম্পদ চিহ্নিত করা। ব্যবস্থাও সময় বেঁধে। ❖ প্রাথমিক স্তরে তা খুঁজে ফেলতে হবে স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্টে। ❖ বাতিল জয়েন্ট লেন্ডার্স ফোরাম (কোনও সংস্থাকে একাধিক ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে যা তৈরি হয়)। ❖ অনুৎপাদক সম্পদে রাশ টানতে ঋণ ঢেলে সাজা সমেত কোনও প্রকল্প এখনও কার্যকর না হলে থাকলে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। ❖ সমস্যা বুঝতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদকে। ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ না হলে, তার ১৫ দিনের মধ্যে দেউলিয়া আইনে ব্যবস্থা নিতে হবে ব্যাঙ্ককে। ❖ মোটা ঋণ সুদ ঠিক মতো মেটানো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রতি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে রিপোর্ট ১ এপ্রিল থেকেই। ❖ সদু বাকি, এমন ৫ কোটি বা তার বেশি অঙ্কের ঋণে রিপোর্ট প্রতি শুক্রবারই। এই নিয়ম ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকেই বলবৎ হয়।

● **পিপিএফ নিয়ে একাধিক নতুন প্রস্তাব কেন্দ্রের :**

চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষার মতো জরুরি প্রয়োজনে এবার যাতে চাইলেই পিপিএফ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে তার পুরো টাকা তুলে নেওয়া যায়, তার জন্য প্রস্তাব আনল কেন্দ্র। এতদিন তা করা যেত ওই অ্যাকাউন্ট খোলার অন্তত পাঁচ বছর পরে। কিন্তু নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে, এবার জরুরি প্রয়োজনে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে পুরো টাকা তুলে নেওয়া যাবে পাঁচ বছরের আগেও। একই সঙ্গে, নাবালক সন্তানের নামে স্বল্প সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খোলার রাস্তাও সরল করার কথা বলেছে কেন্দ্র। বন্দোবস্ত করেছে তার সোজাসাপ্টা নমিনেশনের। আইন সংশোধন করে কেন্দ্র সরকার এই সমস্ত নিয়ম চালু করতে চাইছে দ্রুত। যদিও পিপিএফ সমেত সমস্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের বিষয়ে তাদের আশ্বাস, সুদ, কর ছাড় সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা তাতে বদলাবে না। পিপিএফ, স্বল্প সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট বা এনএসসি-র মতো প্রকল্পে এতদিন যেসব সুযোগ-সুবিধা বা সুরক্ষা ছিল, সেগুলিও বহাল থাকবে। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে অভাব-অভিযোগ থাকলে, তা জানানোরও ব্যবস্থা হবে। কেন্দ্রের প্রস্তাব, এজন্য গভর্নমেন্ট সেভিংস সার্টিফিকেটস আইন, পিপিএফ আইন ও গভর্নমেন্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন মিশিয়ে গভর্নমেন্ট সেভিংস প্রোমোশন আইন তৈরি হোক।

পিপিএফ অ্যাকাউন্ট ১৫ বছরের জন্য খোলা হয়। পরে তা বাড়ানো যায় পাঁচ বছর করে। এত দিন তা চালুর পরে অন্তত ৫ বছর চালানোর আগে বন্ধ করা যেত না। এমনকী জরুরি প্রয়োজনে দরকার পড়লেও কেউ ৫ বছর না হওয়া পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে পারতেন না। কিন্তু এবার থেকে আগেই তা করা যাবে। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা চালু হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা নাবালক ছেলেমেয়ের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে টাকা জমা করতে পারবেন। অভিভাবকের সেখানে অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে। এতদিন আইনে নাবালকদের নিজেদের টাকা জমানো নিয়ে কিছু বলা ছিল না। এই প্রস্তাব অনুসারে নাবালকরাও টাকা জমা দিতে পারবে ওই অ্যাকাউন্টে। এতে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সঞ্চয়ের সংস্কৃতি তৈরি হবে বলে কেন্দ্রের অভিমত। বয়স্কদের পক্ষে এখন প্রায়ই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন করা মুশকিল হয়। প্রতিবন্ধী বা চলাফেরায় অসুবিধা থাকলে, তাদের হয়ে অ্যাকাউন্ট চালানোর বিষয়ে বর্তমান আইনে স্পষ্টভাবে বলা নেই। এ বিষয়ে এবার আইন সংশোধন হবে। সঞ্চয়কারী মারা গেলে নমিনিই (তা তিনি আইনি উত্তরাধিকারী না হলেও) জমানো টাকা পাবেন।

খেলা

- ভারতের সাকিনা খাতুন ইতিহাস তৈরি করলেন দুবাইয়ে প্যারা-পাওয়ারলিফটিং বিশ্বকাপে রুপো জিতে। ৪৫ কেজি বিভাগে ৮০ কেজি ওজন তুলে সাকিনা দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন দুবাইয়ে। ২৮ বছর বয়সি সাকিনা গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে লাইটওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। আর কোনও ভারতীয় প্যারা-পাওয়ার-লিফটারের যে কৃতিত্ব নেই।
- স্তন ক্যানসারের প্রতি সচেতনা বাড়াতে বিভিন্ন রকম ক্যাম্পেনের আয়োজন করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্রিকেট মাঠ থেকেও যে এই সচেতনা বাড়ানোর ক্যাম্পেনে অংশ নেওয়া সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সাম্প্রতিক ওডিআই সিরিজে চতুর্থ ম্যাচে গোলাপি জার্সি পরে মাঠে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। স্তন ক্যান্সারের প্রতি সচেতনতা বাড়াতেই এই গোলাপি জার্সি পরেন প্রোটিয়া ক্রিকেটারেরা। তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগেও

গোলাপি জার্সি পরে মাঠে নেমেছেন এবিডি-আমলারা। ২০১১ সালে প্রথম এই উদ্যোগ নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

- সুলতান আজলান শাহ্ কাপের জন্য আবারও দলের অধিনায়কের দায়িত্ব ফিরে পেলেন ভারতীয় হকির এই মুহূর্তের অভিজ্ঞতম প্লেয়ার সর্দার সিং। দল থেকেও বাদ পড়েছিলেন সর্দার। ফিরলেন অধিনায়কত্ব নিয়ে। নতুন মুখকে জায়গা করে দিতে সর্দারকে বার বার দলের বাইরে যেতে হয়েছে। তার অবর্তমানে দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলেছেন মনপ্রীত সিং। ২৭-তম সুলতান আজলান শাহ ট্রফি মালয়েশিয়ায় শুরু হচ্ছে ৩ মার্চ থেকে। ভারতের র‍্যাঙ্কিং এই মুহূর্তে ছয়। এই টুর্নামেন্টে ভারত ছাড়াও খেলছে শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় আর্জেন্তিনা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও আয়োজক দেশ মালয়েশিয়া। ফাইনাল হবে ১০ মার্চ।
- কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনকে গত ২৯ জানুয়ারি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করে।
- একদিকে, ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে তাইওয়ানের প্রতিযোগী তাই জুইংয়ের কাছে হেরে গেলেন সাইনা নেহওয়াল। অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়নের মুকুট ধরে রাখতে পারলেন না পি. ভি. সিন্ধু। ফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর সিন্ধুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেইওয়েন ঝ্যাং।
- জাতীয় স্তরের দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সফল হলেন খড়্গপুরের যুবক সাগর সাহা। 'ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন'-এর সহযোগিতায় 'বিহার নিউ বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর আয়োজন গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি পটনায় 'সপ্তম ফেডারেশন কাপ ২০১৮, সিনিয়র মেনস্ বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক স্পোর্টস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর আসর বসেছিল। এই প্রতিযোগিতায় ৬০ কিলোগ্রাম বিভাগে তৃতীয় হন ৩২ বছরের সাগর।

● **ক্রীড়ায় বরাদ্দ বাড়ল বাজেটে :**

ক্রীড়াখাতে বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পেশ করা বাজেটে ক্রীড়ামন্ত্রকের জন্য ২১৯৬.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে. গত আর্থিক বছরে যা ছিল ১৯৩৮.১৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে। গত আর্থিক বছরে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বছর তা ২৩.৬৭ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫২০.০৯ কোটি টাকা। কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির জন্য অ্যাথলিটদের আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। গত বছর ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন (এনএফসি)-র বরাদ্দ ছিল ৩০২.১৮ কোটি টাকা। এ বছর ৪১.৮২ কোটি টাকা বাড়িয়ে তা করা হয়েছে ৩৪২ কোটি টাকা।

● **গোস্বামী ও কোহলির রেকর্ড, ভারতের জয়জয়কার দক্ষিণ আফ্রিকায় :**

সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক উইকেট ছিল তারই দখলে। এবার ২০০ উইকেটেরও মালকিন হলেন ঝুলন গোস্বামী। গত ৫ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকায় সফরে ছিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রথম ওয়ান ডে জিতে দ্বিতীয় ওয়ান ডে খেলতে নেমেই নতুন রেকর্ড গড়ে ফেললেন ঝুলন গোস্বামী। তিনিই প্রথম মহিলা ক্রিকেটার যার দখলে এল ২০০ উইকেট। পঞ্চম ওভারে লরা উলভার্টের উইকেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই রেকর্ড তৈরি করলেন তিনি। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩০২ রানের বিরাট ইনিংস খেলেন ভারতের মেয়েরা। সেঞ্চুরি করেন মন্ধনাও। ১৩৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। জোড়া হাফ সেঞ্চুরিও আসে ভারতের ব্যাটিংয়ে। এই বিরাট রানের লক্ষ্যে পৌঁছনোটা সহজ ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। একা অনেকটা লড়লেন ওপেনার লি। ভারতের হয়ে প্রথম উইকেটটিই তুলে নেন ঝুলন। আর সেই উইকেটেই লেখা হয়ে যায় নতুন রেকর্ড। প্রসঙ্গত, এই দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের একদিবসীয় ম্যাচগুলি '২০১৭-'২০ আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ানশিপ'-এর অংশ। এই সফরে ভারত একদিনের সিরিজ ও টি-২০ সিরিজ উভয়ই জিতে নেয় যথাক্রমে ২-১ ও ৩-১-এ।

অন্যদিকে, তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-১-এ হারার পর, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ৬ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ও ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ যথাক্রমে ৫-১ ও ২-১-এ জিতল ভারতীয় পুরুষ দল। উল্লেখ্য, গত ৭ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ান ডে-তে বিরাট কোহালির ব্যাট থেকে এসেছে সেঞ্চুরি। ১৬০ রানের অপরাজিত ইনিংস। আর এই ইনিংস খেলতে বিরাট কোহালির লেগেছে ১৫৯ বল। গড় ১০০.৬২। এই ১৬০ রানের মধ্যে ১০০ রান বিরাট কোহালি নিয়েছেন দৌড়ে। বাকি ৬০ রান এসেছে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি থেকে। এই সেঞ্চুরির সঙ্গে যে শুধু সৌরভ গাঙ্গুলির অধিনায়ক হিসেবে ১১-টি সেঞ্চুরির রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেলেন বিরাট তা নয় সঙ্গে আরও একটি রেকর্ড ভাঙলেন। সেটাও সৌরভেরই। কোহালিই প্রথম ভারতীয় যার ব্যাট থেকে একদিনের ম্যাচে ১০০ রান এল শুধু দৌড়ে। বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটসম্যান তিনি। এর আগে ভারতীয়দের মধ্যে সৌরভ গাঙ্গুলি সর্বোচ্চ ৯৮ রান করেছিলেন দৌড়ে। সেই ম্যাচে ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৩০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ গ্যারি কার্স্টেন (১১২)। এরপর রয়েছে ফাপ দু প্লেসি (১০৩)। অ্যাডাম গিল ক্রিস্ট (১০২), মার্টিন গাপ্তিল (১০১)।

● **আইসিসি র‍্যাঙ্কিং :**

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতই শীর্ষে : জোহানেসবার্গ টেস্ট জেতার পাশাপাশি আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরেই থেকে গেল বিরাট কোহালির ভারত। সেই সঙ্গে পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্য ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার। গত ২৭ জানুয়ারি ভারতের জয়ের পরে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। ৩ এপ্রিলের সময়সীমার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে আর ভারতকে টপকে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেটা যদি ফ্যাফ ডুপ্লেসির দল পরের সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-০-এ হারায়, তা হলেও নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভারতের পয়েন্ট ছিল ১২৪। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল ১১১ পয়েন্টে। এখন সিরিজ শেষে ভারতের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১২১, দক্ষিণ আফ্রিকার ১১৫। এর ফলে পর পর দু'বছর শীর্ষে থেকেই শেষ করল ভারত। কোহালি হল বিশ্বের দশম টেস্ট অধিনায়ক যার হাতে টেস্ট শ্রেষ্ঠত্বের এই শিরোপা তুলে দেওয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইন্দোর টেস্টের পরে কোহালির হাতে সেই শিরোপা তুলে দিয়েছিলেন সুনীল গাভাস্কার।

ওডিআই-তেও শীর্ষে ভারত : ভারত একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছানোর পর আবার ব্যাটিংয়ে নিজের শীর্ষ স্থান ফিরে পেলেন অধিনায়ক বিরাট কোহালি। একই পথে হেঁটে বোলিংয়ের শীর্ষে উঠে

এলেন যশপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওডিআই সিরিজ ৫-১-এ হারিয়ে দলগত র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আগেই উঠে এসেছিল ভারত। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তিনে ইংল্যান্ড, চারে নিউজিল্যান্ড ও পাঁচে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১২২। দক্ষিণ আফ্রিকা সেখানে ১১৭। টেস্ট ও ওডিআই দুটোতেই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে জায়গা করে নেওয়ার পর ভারতের এবার লক্ষ্য টি-২০-তেও শীর্ষে উঠে আসা। ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯০৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটিংয়ের শীর্ষে উঠে এলেন বিরাট কোহালি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার এ.বি. ডে ভিলিয়ার্সও দ্বিতীয় স্থানে। তিনে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। চারে পাকিস্তানের বাবর আজম। পাঁচে ইংল্যান্ডের জো রুট। ওয়ান ডে বোলিংয়ের শীর্ষেও এক ভারতীয়। ৭৮৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে উঠে এলেন যশপ্রীত বুমরা। একই পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে এক নম্বর আফগানিস্তানের রশিদ খান। তিনে নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। চারে অস্ট্রেলিয়ার জোস হ্যাজেলউড ও পাঁচে পাকিস্তানের হাসান আলি। একটা সময় টেস্ট বোলিংয়ের শীর্ষ ও দ্বিতীয় স্থান দখল করে রেখেছিলেন ভারতের দুই বোলার রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কিন্তু সম্প্রতি তাদের নেমে যেতে হয়েছে তিন ও পাঁচ নম্বরে।

● **অস্ট্রেলিয়া ও গাপ্তিলের জোড়া রেকর্ড :**

অকল্যান্ডের মাঠে নয়া নজির গড়ল অস্ট্রেলিয়া। টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে ম্যাচ জয়ের নজির ডেভিড ওয়ার্নারের দলের। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অকল্যান্ডে ট্রাই সিরিজের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই প্রতিবেশি দেশ নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৪৯ বলে সেঞ্চুরি করেন মার্টিন। তার আগেই করে ফেলেছেন বিশ্ব রেকর্ড। নিজের দেশেরই ব্রেন্ডন ম্যাকালামের টি-২০-তে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। ৭০ ম্যাচে ২১৪০ রান করেছিলেন ম্যাকালাম। এদিন ব্যক্তিগত ৫৮ রান করতেই ম্যাকালামের সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়লেন গাপ্তিল। যখন থামলেন তার নামের পাশে ২১৮৮ রান। এই সেঞ্চুরির সৌজন্যে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েন তিনি। ভেঙে দিলেন ৫০ বলে করা ব্রেন্ডন ম্যাকালামের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। ৫৪ বলে ১০৫ রানের ইনিংস খেলেন মার্টিন। গাপ্তিলের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৯-টি ছয় এবং ৬-টি চার দিয়ে।

তবে ২৪৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ওভারের থেকে ৭ বল কম খেলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ১৮.৫ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ২৪৫/৫। অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার একাই খেলেন ৫৯ রানের ইনিংস। ওয়ার্নারের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৫-টি ছয় এবং ৪-টি চার দিয়ে। তবে, ওয়ার্নার নন, এদিন কিউই বধের নায়ক ডি আরসি শর্ট। ৩-টি ছয় এবং ৮-টি চারের সৌজন্যে ৪৪ বলে ৭৬ রান করেন এই বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান। ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ওয়ার্নার এবং শর্ট ছাড়াও অস্ট্রেলিয়াকে এই রেকর্ড করতে সাহায্য করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৩১) এবং অ্যারন ফিঞ্চ (৩৬)।

● **আইসিসি-র প্রথম মহিলা ডিরেক্টর ইন্দ্রা নুয়ি :**

ব্যবসার জগতে খুব পরিচিত নাম। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থাগুলির মধ্যে একটি চালিয়েছেন। আইসিসি-র প্রথম স্বাধীন মহিলা ডিরেক্টর হলেন সেই ইন্দ্রা নুয়ি। গত ৯ ফেব্রুয়ারির সভায় কোনও বিরোধিতা ছাড়াই নির্বাচিত হন। চলতি বছরের জুনে বোর্ডের হয়ে কাজ শুরু করবেন তিনি। গত বছরই বোর্ডে বড়োসড়ো পরিবর্তন আনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে ১৭ জন ডিরেক্টরের কথা ভাবা হয়েছিল। তার মধ্যে ১২ জন সম্পূর্ণ সদস্য ও ৩ জন সহকারি। এছাড়া থাকছেন আইসিসি চেয়ারম্যান, এবং স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মহিলা ডিরেক্টর থাকা আবশ্যক। সেই মতো বেছে নেওয়া হল ইন্দ্রা নুয়িকে। দু'বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত করা হল ইন্দ্রা নুয়িকে। সব ঠিকঠাক চললে আরও দু'বছর সেই চুক্তি বাড়ানোও যেতে পারে। যা সর্বোচ্চ সময় ছ'বছর পর্যন্তও চলতে পারে। গত বছর নভেম্বরে শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ সদস্য বেছে নেওয়ার কাজ। যা এদিন শেষ হল।

● **খেলো ইন্ডিয়ায় ভলিবলে বাংলার মেয়েরা সেরা :**

কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া অনূর্ধ্ব-১৭ স্কুল গেমস প্রতিযোগিতায় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার মেয়েরা। গোটা প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি সেট হেরেছিল বাংলার মেয়েরা। সেটা সেমিফাইনালে। এছাড়া গ্রুপ লিগ থেকে ফাইনালে সবেতেই স্ট্রেট সেটে বাজিমাত করেছিল দেবাংশী তেওয়ারি, তিথি ধাড়া, দিশা ঘোষেরা। ওই প্রতিযোগিতায় মোট দল ছিল ৮-টি। তাদের দু'টি গ্রুপে ভাগ করে লিগ পর্যায়ের খেলা হয়। সেখানে পাঞ্জাব, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলা। সেমিফাইনালে বাংলা ৩-১ সেটে গুজরাতকে হারিয়েই ফাইনালে পৌঁছয় তারা। এই ম্যাচেই প্রথম সেট হারতে হয়েছিল গুজরাতের কাছে। পরের তিনটি সেট খুব সহজেই জিতে নিয়েছিল বাংলার মেয়েরা। ফাইনালে প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। ওই সেট ২৬-১৬ পয়েন্টের ব্যবধানে বাংলা জেতে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দাঁড়াতেই দেয়নি বাংলার মেয়েরা। শেষ পর্যন্ত দেড় ঘণ্টারও কম সময়ে কিশোর মালাকারের প্রশিক্ষণে থাকা বাংলার মেয়েরা জিতল ২৮-২৬, ২৫-১৮, ২৫-১০ পয়েন্টের ব্যবধানে। বাংলা দলে হুগলির পাঁচ জন, উত্তর ২৪-পরগণার পাঁচ জন এবং হাওড়ার দু'জন মেয়ে রয়েছে। উত্তর ২৪-পরগণার দেবাংশী, প্রিয়া, হুগলির তিথি, দিশা, দেবারতীদের খেলা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। বাংলার এই মেয়েরা জাতীয় স্কুল গেমসেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

● **জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন রাজ্যের সুতীর্থা :**

এ রাজ্যের ২২ বছর বয়সি টেবল টেনিস খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। গত ৩০ জানুয়ারি রাঁচিতে জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সুতীর্থা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৪-৩-এ হারান মণিকা বাত্রাকে। জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রায় ছ'বছর পরে প্রথম সিনিয়র জাতীয় খেতাব জিতলেন। পৌলমী ঘটক এবং মৌমা দাসের পরে বাংলার প্রথম মহিলা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। মৌমা শেষবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ২০১৫-তে। তিন বছর পরে ফের বাংলার মেয়ের মাথায় উঠল জাতীয় সেরার মুকুট। গত বছর জাতীয় টিটি-তে দলগতভাবে তিনি বাংলাকে ২০ বছর পরে সোনা এনে দেওয়ার পিছনেও অন্যতম বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাছাড়া গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। অন্যদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসে আবার অষ্টমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে কমলেশ মেটার রেকর্ড ছুঁলেন দেশের অভিজ্ঞ টিটি তারকা শরথ কমল।

● **প্রথম ইন্ডিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং টুর্নামেন্ট :**

গত ২৮ জানুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে আয়োজিত হয় প্রথম ইন্ডিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং টুর্নামেন্ট। ৪০-টি মেডেলের

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৩-টি দেশের দল। পুরুষ ও মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে সাতটা সোনা জিতলেন ভারতীয় বক্সাররা। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম ফাইনালে ফিলিপিন্সের জোসি গাবুকোকে ৪-১ হারান। ৪৮ কেডি বিভাগে মেরির সোনা ছাড়া ৬৪ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভারতের পাওয়াইলাও বাসুমাতারি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী দুরন্ত জয় পেলেন ৩-২ থাইল্যান্ডের সুদাপর্ন সিসোনদিকে হারিয়ে। অসমের বক্সার ২০১৫-এ সার্বিয়ায় নেশন কাপে এর আগে সোনা জিতেছিলেন। কোকড়াঝাড়ের একটি ছোট্টো গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন বাসুমাতারি। এছাড়া অসমের আর এক বক্সার লাভলিনা বর্গোহাইন ৬৯ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন। তিনি হারান সতীর্থ পূজাকে। মেরি সোনা জিতলেও ভারতের আর এক তারকা বক্সার এল. সরিতা দেবিকে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তিনি হেরে যান ফিনল্যান্ডের অলিম্পিক্স ব্রোঞ্জজয়ী মীরা পোটকেননের বিরুদ্ধে।

পুরুষদের বিভাগে ৯১ কেজি বিভাগে সঞ্জিতও ভারতকে সোনা এনে দেন। তিনি হারান উজবেকিস্তানের সনজার তুরসোনভকে ৩-২। ৬০ কেজি বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মণীশ কৌশিক যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী শিবা থাপাকে হারিয়ে চমকে দিয়েছেন আগের রাউন্ডে, ওয়াকওভার পান ফাইনালে। মঙ্গোলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ফলে রিংয়ে না নেমেই সোনা জেতেন তিনি। সেমিফাইনালে বাউটে কপালে চোট পেয়েছিলেন তার ফাইনালের প্রতিপক্ষ। সেই কারণেই ফাইনালে খেলেননি। এছাড়া এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী সতীশ কুমার ৯১ কেজি বিভাগে পেয়েছেন রুপো। তিনি হারেন উজবেকিস্তানের বাখোদিরর জালোলোভের কাছে ১-৪। উজবেকিস্তানেরই বোবো-উসমন বাতুরোভের কাছে হেরে যান ভারতের আর এক বক্সার দীনেশ দাগার। ওয়েল্টারওয়েট (৬৯ কেজি) বিভাগে তিনি পান রুপো। ৭৫ কেজি বিভাগে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ রুপোজয়ী সায়েতি বুরাও সোনা জয়ের লড়াইয়ে নেমে হারেন ক্যামেরুনের এসেইন ক্লোটিলডের বিরুদ্ধে।

● **আইপিএল-এর নিলাম :**

এবারের মতো শেষ আইপিএল-এর নিলাম। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তৈরি হয়ে গেল ১১-তম আইপিএল-এর আট দল। এবারের আইপিএল-এর নিলামে সব থেকে বেশি দামে বিক্রি হলেন বেন স্টোকস। ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে দামি জয়দেব উনাদকট। ৫৮০ জলের মধ্যে ১৬৯ জন ক্রিকেটারকে নিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। যাদের মধ্যে ৫৬ জন বিদেশি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং দিল্লি ডেয়ারডেভিলস তাদের ২৫ জন ক্রিকেটারের কোটা তৈরি করে ফেলেছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২৪ জনের দল বানিয়েছে। এখনও একজনকে নিতে পারবে। নিলাম থেকে ২৩ জনের দল বানিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। কিংস একাদশ পাঞ্জাব দল বানিয়েছে ২১ জনের। সব থেকে কম প্লেয়ার নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাত্র ১৯ জন। কেউ তাদের টাকার কোটা প্রায় শেষ করে ফেলেছে। আবারও কারও পুরো দল তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও টাকা বেঁচে গিয়েছে।

মণীশ পাণ্ডিয়া (১১ কোটি হায়দরাবাদ) ও লোকেশ রাহুল (১১ কোটি পাঞ্জাব)-কে মাত দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন জয়দেব উনাদকট। রাজস্থান তাকে কিনে নিয়েছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায়। উনাদকটই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হলেন ইংল্যান্ড অল-রাউন্ডার বেন স্টোকসের পর। বেন স্টোকসকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষে কিনে নিল রাজস্থান রয়্যালস। চেন্নাই সুপার কিংস ও কিংস একাদশ পাঞ্জাবের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর স্টোকসকে নিতে সমর্থ্য হয় দু'বছর নির্বাসন কাটিয়ে ফেরা রাজস্থান। অস্ট্রেলিয়া পেসার অ্যান্ড্রু টাইকে ৭ কোটি ২০ লক্ষে কিনে নিলন পাঞ্জাব। প্রথম দিন থেকে তিনবার নিলামে ওঠার পর বেস প্রাইজ ২ কোটিতে ক্রিস গেলকে কিনে নিল প্রীতি জিন্টার দল। আগের দু'বার কোনও দলই তাকে নিতে চায়নি। কেউই গেলের জন্য বিড করেনি। এর মধ্যে নেপাল থেকে আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে ইতিহাস গড়লেন সন্দীপ লামিচানে। এর মধ্যে যেভাবে দাম উঠল গৌতম কৃষ্ণাপ্পার সেটাও বড়ো চমক। দ্বিতীয় দিন ২০ লক্ষে বেস প্রাইজে আসা কৃষ্ণাপ্পাকে ৬ কোটি ২০ লক্ষে তাকে কিনে নেয় রাজস্থান। গত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাকে নিয়েছিল ২ কোটিতে।

● **ইতিহাস গড়লেন ফেডেরার :**

রজার ফেডেরার। ৩৬ বছর বয়সে ছিনিয়ে নিলেন এটিপি র‍্যাঙ্কিং-এর শীর্ষস্থান। ২০১২-এর পর এই প্রথম এক নম্বর স্থান ফিরে পেলেন তিনি। এর আগে সবচেয়ে বেশি বয়সে এক নম্বর হওয়ার রেকর্ড ছিল আন্দ্রে আগাসির দখলে। ৩৩ বছর বয়সে টেনিস সার্কিটে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছিলেন আগাসি। আন্দ্রে আগাসির রেকর্ড টপকে টেনিসের ইতিহাসে বয়স্কতম প্লেয়ার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন রজার। এবিএন অ্যামরো ওয়ার্ল্ড টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে ডাচ প্লেয়ার রবিন হাসিকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পান রজার।

কেরিয়ারে ৯৭ নম্বর খেতাব জেতার চ্যালেঞ্জে নামার আগেই সবচেয়ে বেশি বয়সি টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বের এক নম্বরের সিংহাসনে বসার বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছিলেন ফেডেরার। সেই নজিরে তুলির শেষ টানটা যেন দিলেন ফাইনালে দিমিত্রভকে উড়িয়ে দিয়ে। টেনিস বিশ্বে সবচেয়ে বেশি খেতাবের মালিক জিমি কোনর্স। তার খেতাব জয়ের সংখ্যা ১০৯। ফেডেরার দ্বিতীয় স্থানে আছেন ৯৭-টি খেতাব জিতে। এর আগেই মেলবোর্ন পার্কে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনটা নিজের দখলেই রাখলেন রজার ফেডেরার। ১১ ম্যাচে অপরাজিত থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শেষ করলেন ফেডেরার। এর আগে ফেডেরার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০ ও ২০১৭-তে।

● **অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয় ওজনিয়াকির :**

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনাল। রড লেভার এরিনায় গত ২৭ জানুয়ারি। জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়। তাও আবার বিশ্বের এক নম্বর সিমোনা হ্যাপেলকে হারিয়ে। ছয় বছর পর মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করলেন ডেনমার্কের ২৭ বছর বয়সি টেনিস তারকা। ওজনিয়াকির বাবা পিয়ত্র পেশাদার ফুটবলার ছিলেন। মা আনা পোল্যান্ডের জাতীয় ভলিবল দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ওজনিয়াকির জন্মের আগেই তারা পোল্যান্ড ছেড়ে পাকাপাকিভাবে ডেনমার্কে চলে যান। ফুটবল বা ভলিবল নয়, শৈশবেই ওজনিয়াকি আকৃষ্ট হন টেনিসে। ২০০৫ সালে প্রতিযোগিতামূলক টেনিসের আসরে তাকে প্রথম দেখলেন বিশ্বের টেনিসপ্রেমীরা। ২০০৬ সালে এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই জুনিয়র বিভাগে শীর্ষ বাছাই ছিলেন

ড্যানিশ তারকা। চার বছরের মধ্যেই দখল করেন বিশ্বের এক নম্বর স্থান। নাটকীয় উত্থান। অথচ এর আগে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন কখনও পূরণ হয়নি ওজনিয়াকির। দু'বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়ে কোর্ট ছেড়েছেন। উইম্বলডন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফরাসি ওপেনের মতো টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই যন্ত্রণার বিদায়। টেনিস বিশ্বে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **তাজমহল বাঁচাতে পদক্ষেপ :**

পরিবেশ দূষণের জন্য ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে তাজমহলের। তাজমহল বাঁচাতে উত্তরপ্রদেশ সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি তা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকারকে এক মাসের মধ্যে একটি ভিশন ডকুমেন্ট পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রতি দিন গড়ে ২২ হাজার পর্যটক তাজমহল দেখতে আসেন। তাজ বাঁচাতে টিকিটের দাম বাড়িয়ে সেই সংখ্যাতেই রাশ টানতে চাইছে সরকার। তাই, তাজমহলের টিকিটের দাম বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে তাজমহলে ঢোকার জন্য টিকিটের দাম ৪০ থেকে বেড়ে ৫০ টাকা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মূল সমাধিসৌধে পা রাখতে হলে টিকিটের পাশাপাশি আরও ২০০ টাকা খরচ করতে হবে পর্যটকদের। ক্ষয়িষ্ণু দশা থেকে তাজকে বাঁচাতেই এই পদক্ষেপ কেন্দ্রের। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আগরা শাখার শীর্ষ কর্তা ভূবন বিক্রম সিং জানিয়েছেন, দেশীয় পর্যটকদের জন্যই টিকিটের দাম বাড়ানো হচ্ছে। বিদেশি পর্যটকেরা আগে থেকেই ভারতীয়দের থেকে বেশি দাম দিয়ে তাজমহলে প্রবেশ করতেন। তাদের জন্য টিকিটের দাম প্রায় সাড়ে বারোশো টাকা। গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে তাজমহল দর্শনে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা। এর পরেই তাজের টিকিটের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এই সিদ্ধান্তের পিছনে কারণ—আগামী প্রজন্মের জন্য তাজকে বাঁচিয়ে রাখা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **সৌরবিদ্যুৎ থেকে পরিস্রুত জল :**

পরিস্রুত জল পেতে এবার সৌরবিদ্যুৎ কাজে লাগাবে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সহজলভ্য এই প্রযুক্তি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে শহরের বস্তি সর্বত্রই কার্যকর হবে। সৌরশক্তি বিজ্ঞানী শান্তিপদ গণচৌধুরীর নেতৃত্বে এক দল বিজ্ঞানী সৌরবিদ্যুৎ কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন বিশেষ ধরনের জলশোধন যন্ত্র। আধুনিক জীবনযাত্রায় শহরাঞ্চলে এখন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে বৈদ্যুতিক জলশোধন যন্ত্র। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ নেই। কিংবা থাকলেও তা অনিয়মিত ও ভোল্টেজ ওঠা-পড়ার কারণে ব্যবহার করা যায় না। কারণ ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস করার জন্য সেগুলিতে যে বিশেষ ধরনের আলো (আল্ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প) থাকে সেটি একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে চলে। ফলে অনিয়মিত বিদ্যুতের জন্য ভোল্টেজ ওঠানামা করলে বাল্ব কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে সৌরবিদ্যুৎ কাজে লাগালেও ভোল্টেজ ওঠাপড়ার আশঙ্কা থাকে। শান্তিপদবাবু জানান, সমস্যার সমাধানে তারা একটি যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন। সেটি ওই যন্ত্রের বাল্বে নির্দিষ্ট ভোল্ডেজের সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। তার দাবি, জল থেকে লোহা বের করে দিতে একটি 'আয়রন রিমুভার' এবং ধাতু ও অন্যান্য পদার্থ ছেঁকে নিতে 'আল্ট্রা ফিলট্রেশন' ব্যবস্থাও বৈদ্যুতিক জলশোধন যন্ত্রটিতে থাকবে।

● **মহাকাশে পাড়ি দিল সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট :**

'তারামানব'-কে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট, 'ফ্যালকন হেভি'। তবে গোটা কর্মকাণ্ডে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা নেই, রয়েছে আমেরিকারই একটি বেসরকারি সংস্থা 'স্পেসএক্স'। উল্লেখযোগ্য, এই প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে মহাকাশ অভিযান। ফ্যালকন-এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ দেখতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি কেনেডি স্পেস সেন্টারে ভিড় করেছিলেন হাজার খানেক উৎসাহী মানুষ। বিশেষ কৌতূহল ছিল অবশ্যই তারামানব অর্থাৎ কি না 'স্টারম্যান'-এর জন্য। সংস্থার চেয়ারম্যান এলন মাস্কের চেরি লাল টেসলা রোডস্টার গাড়িতে চেপে একাই রওনা দিল স্পেসস্যুট পরিহিত নকল মহাকাশযাত্রীটি।তবে এখনই তাকে বিদায় জানানোর সময় আসেনি। টেসলা রোডস্টার থেকে ওয়বকাস্টের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে তার। ফ্যালকনে চেপে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে যাবে বৈদ্যুতিক গাড়িটি। সেখান থেকে সৌর জগতের আরও গভীরে, সোজা মঙ্গলের দিকে। মাস্ক জানিয়েছেন, তার টেসলা রোডস্টার থেকে মহাকাশে ভেসে যাবে প্রয়াত গায়ক ডেভিড বাউয়ির গান ''লাইফ অন মার্স''। মহাকাশযাত্রীটির নাম 'স্টারম্যান' রাখা হয়েছে বাউয়িরই অন্য একটি গান থেকে। তারামানবের ডান হাত থাকবে স্টিয়ারিংয়ে, আর বাঁ হাত এলিয়ে থাকবে গাড়ির দরজায়।

অন্তত ১৮৭৪৭-টি জেট বিমানের গতিতে এদিন মাটি ছেড়েছে ফ্যালকন। রাতারাতি পাহাড়-প্রমাণ ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। ২৭-টি ইঞ্জিনের এই মহাকাশযানটি বানানো হয়েছে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে দেশেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পেন্টাগণকে সাহায্য করবে তারা। সেইসঙ্গে নাসার কর্মযজ্ঞেও অংশ নেবে। পৃথিবীর কক্ষপথে ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পাঠাতে সক্ষম মহাকাশযানটি। তবে স্পেসএক্সের আসল লক্ষ্য লালগ্রহ। তাদের দাবি, মঙ্গলে ৪০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পে-লোড নিয়ে যেতে সক্ষম তাদের মহাকাশযান।

● **অঙ্কের 'হল অব ফেম'-এ ৮ বছরের ভারতীয় বংশদ্ভূত মেয়ে :**

লন্ডনে অঙ্কের আসর মাত করে দিল সোহিনি রায়চৌধুরী। ৮ বছরের মেয়ে। খুব দ্রুত আর নিখুঁতভাবে অঙ্ক কষে দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড হল অব ফেম'-এ বিশ্বের প্রথম ১০০ 'বিস্ময় শিশু প্রতিভা'-র তালিকায় নাম তুলে ফেলেছে সোহিনি। সোহিনির জন্ম দিল্লিতে হলেও সে পড়ে এখন বার্মিংহামের নেলসন প্রাইমারি স্কুলে। এ বছরের গোড়ায় সোহিনি অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। কত তাড়াতাড়ি পাটিগণিতের অঙ্ক কষতে পারে স্কুল পড়ুয়া কচিকাঁচারা, দ্রুত সমাধান করতে পারে পাটিগণিতের সুজটিল ধাঁধা, তার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল 'ম্যাথমেটিক্স' নামে একটি অনলাইন সংস্থা। যারা ব্রিটেনের প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের অনলাইএন অঙ্ক শেখায়। 'ওয়ার্ল্ড হল অব

ফেম'-এর সেই প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনের সব প্রাথমিক স্কুল তো বটেই, ছিল বহু দেশের স্কুলের কচিকাঁচারা। লক্ষ্য ছিল, কাঁচা বয়সে, 'সেরা অঙ্কের মাথা'-গুলিকে বেছে নেওয়া। ১০০ জনের সেই তালিকায় বেশ উপরের দিকেই রয়েছে ৮ বছরের সোহিনির নাম।

● **ডাইনোসরের ডিম মিলল গুজরাতে :**

দৈত্যাকার ডাইনোসরের ডিম মিলল গুজরাতে। মহিষাগড় জেলার মুভাড়া গ্রামে। যেটা এখন গুজরাতের মহিষাগড়ের বালাসিনর এলাকা, সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে ক্রেটাশিয়াস যুগে এই প্রজাতির ডাইনোসররা দাপিয়ে বেড়াত, সেই বিস্তীর্ণ এলাকায় ডিম পাড়ত। বালাসিনরের রাইওলি ছিল গোটা বিশ্বে ডাইনোসরদের ডিম পাড়ার বৃহত্তম ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। সেই রাইওলি থেকেই ১০ কিলোমিটার দূরে মহিষাগড়ের মুভাড়া গ্রামে গত ২০ জানুয়ারি মাটি খুঁড়তে গিয়ে ক্রেটাশিয়াস যুগের ডাইনোসরের দৈত্যাকার একটি প্রজাতির ডিমের হদিশ মিলেছে। ডিমটি পাওয়া গিয়েছে ভাঙা অবস্থায়। ওই প্রজাতির ডাইনোসরের নাম—'রাজাসরাস নর্ম্যাডেন্সিস'। একটি বাড়ি তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে ডিমটির হদিশ পান শ্রমিকরা। তারা সেটি তুলে দিয়েছেন স্থানীয় মামলাতদারের (মহকুমা স্তরের রাজস্ব আধিকারিক) হাতে। তিনি ওই ডিমটি তুলে দেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জিএসআই)-এর হেফাজতে। ডিমটি সত্যি সত্যিই ডাইনোসরের কি না, হলে তা ঠিক কোন সময়ের, জিএসআই-এর গবেষণাগারেই তা পরখ করে দেখা হবে। ডাইনোসর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে ওই প্রজাতির ডাইনোসরদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মূলত, নর্মদা নদীর অববাহিকায়। ডিম পাড়ার জন্য তারা যেত দাক্ষিণাত্য (অধুনা মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) আর গুজরাতের বিভিন্ন এলাকায়।

● **নয়া গতির নাম হাইপারলুপ :**

আর মাত্র বছর পাঁচ-সাত বছরের অপেক্ষা। তার পরেই পুণে থেকে মুম্বই পৌঁছনো যাবে মাত্র ২৫ মিনিটে। গল্পকথা নয়। এমনটাই হতে চলেছে আগামী দিনে। সৌজন্যে, ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ান। ইউরোপ-আমেরিকা বা অন্য কোনও এশীয় দেশে নয়, বরং এ দেশেই প্রথম যাত্রা শুরু করতে পারে এই হাইস্পিড ট্রেন। স্পিডের নিরিখে যেকোনও সুপারস্পিড ট্রেন বা বিমানকেও হার মানাবে হাইপারলুপ ট্রেন। আমেরিকার নেভাদায় এর পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সংস্থার দাবি, ঘণ্টায় ২৪০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগে চলতে পারে এটি। যেকোনও যাত্রিবাহী বিমানের গতিবেগের থেকে কয়েক গুণ বেশি। এমনকী, হাই-স্পিড ট্রেনের গতিকেও মাত দিয়েছে হাইপারলুপ। একটি লো-প্রেসার টিউবের মধ্যে দিয়ে চলে এই সুপারফাস্ট ট্রেন। সাধারণ ট্রেনের মতো একাধিক কামরা নয়, বরং একটিমাত্র কামরা থাকে এতে। মূলত ইলেকট্রিকেই চলে। চৌম্বক শক্তির প্রভাবে কামরাটি লাইন থেকে খানিকটা উপরে উঠে যায়। এরপর ধীরে ধীরে গতি তা বাড়ায়। ভারতের বাজার ধরতে এ দেশে হাইপারলুপ নেটওয়ার্ক চালু করতে বরাবরই আগ্রহী সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ব্রিটিশ ধনকুবের স্যার রিচার্ড ব্র্যানসন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এনিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিও সেরে ফেলেছেন তিনি।

সংস্থার দাবি, ওই ট্রেন চালু হলে পুণে থেকে মুম্বইয়ের পরিকল্পিত বিমানবন্দরে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ২৫ মিনিট। বাঁচবে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা। সংস্থার সিইও রব লয়েডের মতে, হাইপারলুপের জন্য ভারতের বাজার খুবই আকর্ষণীয়। পাশাপাশি, তিনি আরও জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকেও পুণে-মুম্বই রুট বেশ লোভনীয়। ভার্জিনের তরফে জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দু'-তিন বছরের মধ্যেই হাইপারলুপ টিউবের ট্র্যাক তৈরির কাজও হয়ে যাবে। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুণে-মুম্বই রুটের ওই ট্রেন চালু হয়ে যাবে বলেই আশা সংস্থা কর্তৃপক্ষের। ট্রেন সফরের ছবিটাই আমূল বদলে দিতে পারে হাইপারলুপ ওয়ান। গোটা দেশজুড়ে এই ধরনের ট্রেনের টিউব তৈরি করতে আগ্রহী ব্র্যানসন। তবে প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় মধ্য পুণে, নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং মুম্বই—এই রুটেই চলবে হাইপারলুপ। ব্র্যানসনের দাবি, আগামী ৩০ বছরে এ দেশের আর্থ-সামাজিক চেহারাটাই পালটে দিতে পারে এই ট্রেনব্যবস্থা। সংস্থার সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা পেতে পারে ভারত।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন

● **ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পেলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :**

তিন দশক আগে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ কলকাতায় এসে লেজিয়ঁ দ্য'নর-ও ভূষিত করেছিলেন সত্যজিৎ রায়কে। ফ্রান্সের এই সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান এবার পেলেন সত্যজিতের অপু। গত ৩০ জানুয়ারি ফরাসি রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দর জিগলারের হাতে সম্মানিত হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে 'ধ্রুপদী বাঙালি ভদ্রলোক বা সংবেদনশীল বাঙালি মননের প্রতিমূর্তি' সৌমিত্রকেও কুর্নিশ জানালেন তিনি। সত্যজিৎ এই সম্মানের সর্বোচ্চ স্তরে 'কমঁদর' হয়েছিলেন, তার 'ফেলুদা' সৌমিত্র হলেন নাইট।

● **বাংলা গানে শুরু হল সাহিত্য উৎসব :**

বিশ্বের নানা প্রান্তের লেখক-লেখিকার ভিড়। তার সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যান্ড। শ্রীলঙ্কার সাগরপাড়ে ছোট্টো শহর গল-এ সাহিত্য উৎসব শুরু হল এই আমেজে। এক সময়ে পর্তুগিজ এবং পরে ওলন্দাজদের উপনিবেশ শহরটি এখন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। বাংলাদেশের ব্যান্ড 'চিরকুট'-এর গান দিয়ে নবম সাহিত্য উৎসবের সূচনা হল। বাংলা ভাষা না বুঝলেও 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'...-র সুরে মেতে উঠেছিলেন সব ইংরেজি ভাষার লেখক-লেখিকা। প্রতি জানুয়ারিতে লেখক, কবি, সঙ্গীতকাররা গল-এ ভিড়ে জমান। শহরের নাম হয়েছে সিংহলি 'গালা' (অর্থ, পাথর) থেকে। গলের উপকূল বিরাট বিরাট পাথর তাকে চিনিয়ে দেয়। প্রচলিত আছে, ১৫৮৭ সালে প্রথম যে পর্তুগিজ ব্যক্তি গলের তীরে নেমেছিলেন, তিনি বিরাট পাথরে বসা মোরগের ডাক শুনেছিলেন। তারপর থেকে গল-কে চেনার চিহ্নই হয়ে ওঠে পাথরে বসা ওই মোরগ। পর্তুগিজদের হারিয়ে ওলন্দাজরা গল-এ ঢোকেন ১৬৪০ সালে। তারা তৈরি করেন দুর্গ। যার তিন দিক ঘেরা সমুদ্র। সঙ্গে বিখ্যাত লাইটহাউস। শ্রীলঙ্কার বাসিন্দারা ওলন্দাজ ঐতিহ্য নিয়ে বেশ গর্বিত। বছরভর পর্যটকদের ভিড়ও লেগে থাকে এখানে। এবার উৎসবে ছিলেন, সেবাস্টিয়ান ফকস, আলেকজান্ডার ম্যাকল স্মিথ, রিচার্ড ফ্ল্যানাগানের মতো মুখ। ভারত থেকে ছিলেন পঙ্কজ মিশ্র,

অমিত চৌধুরী এবং কুশনাভ চৌধুরী। শুধু লেখক নয়, আছেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ডেম ম্যাগি স্মিথ।

প্রয়াণ

● **আসমা জাহাঙ্গির :**

এমন একটা সময় ছিল যখন মানবাধিকারকে কোনও 'বিষয়' বলে মনেই করা হ'ত না। তারপর একটা সময় এল, যখন বন্দিদের অধিকার নিয়েও ভাবনা শুরু হল। কথাগুলো বলতেন যিনি, তাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। গত ১১ ফেব্রুয়ারি লাহৌরে হৃদ্‌রোগ আক্রান্ত হয়ে থেমে গেল সেই প্রতিবাদী স্বর। ৬৬ বছর বয়সী আইনজীবী, সমাজকর্মী আসমা জাহাঙ্গির। পাক গুপ্তচর সংস্থা মাঝেমধ্যেই সন্দেহভাজন হিসেবে নানা ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যেত। তাদের আদালতে তোলা পর্যন্ত হ'ত না। তাদের বিনা পয়সায় মামলা লড়তেন আসমা। নিরপরাধের মুক্তির জন্য জান লড়িয়ে দিতেন। মুশারফের বিরাগভাজন হন সেকারণেই। ২০০৭ সালের গ্রেপ্তার করা হয় আসমাকে। ১৯৭১ সালে যে ক'জন পাকিস্তানি জীবন বিপন্ন করে বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়ান, তার মধ্যে ছিলেন আসমার বাবা মালিক গোলাম জিলানি। বাবার সুবাদে তো বটেই, মুক্তিযুদ্ধের পাক সেনার বর্বরতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে আসমা অনড় ছিলেন বলে বাংলাদেশও তাকে চেনে এক ডাকে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারপার্সনও ছিলেন। ১৯৯০-এর দশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের হয়ে পাকিস্তান সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন আসমাই। গণতন্ত্রকামীদের পক্ষে সওয়াল করায় ১৯৮৩ সালে জেনারেল জিয়া উল হকের শাসনেও কারাবাস করেছেন আসমা। পেয়েছেন প্রাণনাশের হুমকি। ভারত-পাক শান্তির জন্যও সরব হয়েছেন বরাবর। পাকিস্তানে বহুচর্চিত আইনজীবীদের আন্দোলনের সময়ে প্রধান বিচারপতি ইফতিকার চৌধুরির পুনর্বহালেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার।

● **শওকত আলি :**

'পিঙ্গল আকাশ', 'অপেক্ষা', 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'গন্তব্যে অতঃপর', 'উত্তরের খেপ', 'অবশেষে প্রপাত', 'জননী ও জাতিকা', 'জোড় বিজোড়', 'ওয়ারিশ', 'বাসর ও মধুচন্দ্রিমা' এমন অসংখ্য উপন্যাস বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের পাঠকদের জন্য রেখে, না ফেরার দেশে চলে গেলেন কথাসাহিত্যিক শওকত আলি। ফুসফুসের সংক্রমণ, কিডনির জটিলতা ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে গত ৪ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। রোগের সাথে যুদ্ধ করে হেরে যেতে হল তাকে। গত ২৫ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান তিনি। ১৯৭৭ সালে পেয়েছেন হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৮৩ সালে পেয়েছেন অজিত গুহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার। উপন্যাসত্রয়ী 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত' এবং 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন'-এর জন্য শওকত আলি ১৯৮৬ সালে পেয়েছেন ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। এরপর কথাসাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯০ সালে পেয়েছেন একুশে পদক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও অবদান রেখেছেন তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাকে বন্দি করে জেলে পাঠায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা।

অবিভক্ত ভারতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেন শওকত। শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ১৯৪১ সালে সপরিবারে ফের রায়গঞ্জে ফিরে যায় তার পরিবার। সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন তার মা। ডাক্তারি পেশা শুরু করেন বাবা। অন্যদিকে রায়গঞ্জ করোনেশন ইংলিশ হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন শওকত। ১৯৫১ সালে তিনি করোনেশন স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ সালে তিনি দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ছাত্র জীবনেই জড়িয়ে পড়েন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ১৯৯৫২ সালে জড়িয়ে পড়েন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। এরপরই মায়ের মৃত্যু। ১৯৫২ সালে শওকত আলি তার ভাই-বোনদের নিয়ে সেসময়ের পূর্ব বাংলার দিনাজপুরে চলে যান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি। ১৯৫৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। ১৯৫৫ সালে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ.-তে ভর্তি হন ও ১৯৫৮ সালে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে দৈনিক মিল্লাতে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন শওকত আলি। এরপরই সুযোগ আসে শিক্ষকতার। ১৯৫৮ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন দিনাজপুরের একটি স্কুলে। ১৯৬২ সালে জগন্নাথ কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন তিনি। এর আগে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিনে লেখালেখি চালালেও ঢাকায় আসার পর লেখালেখির প্রসার ঘটে তার। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ'। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। বামপন্থীদের 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করেছেন। দৈনিক মিল্লাত, মাসিক সমকাল, ইত্তেফাকে তার অনেক গল্প, কবিতা ও শিশু সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। শওকত আলি তার 'ওয়ারিশ' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনকাল, দেশভাগ আর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মর্মন্তুদ ছবি এঁকেছেন। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে তিনি তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের বঞ্চনার কথা তুলে এনেছেন, পাশাপাশি ফুটিয়ে তুলেছেন শোষকের বিরুদ্ধে 'অচ্ছুৎ' সম্প্রদায়ের বিপ্লব-বিদ্রোহের চিত্র। 'উন্মুল বাসনা', 'লেলিহান সাধ', 'শুন হে লখিন্দর', 'বাবা আপনে যান'-সহ বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন শওকত আলি। লেখালেখি এবং শিক্ষকতা করেই জীবন পার করেছেন শওকত আলি। সরকারি সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন। অবসর নিয়ে ঢাকার হাটখোলায় নিজের বাড়িতেই থাকতেন। বাঙালি সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন নিয়ে যে ক'জন লেখক কাজ করেছেন, শওকত আলি তাদের অন্যতম। বিভিন্ন দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তাধারার পরিবর্তনও উঠে এসেছে তার লেখায়।

বিবিধ

● **লিঙ্গবৈষম্য এড়াতে 'জেন্ডার সার্কেল' :**

শৌচালয়ের বাইরে লাগানো একটি বিশেষ লোগো। পাশে লেখা, 'আমরা সবাই সমান, কেউ কাউকে যেন না করে অপমান'। লোগোও বলছে সেকথাই। লোগোর পোশাকি নাম 'জেন্ডার সার্কেল'। লিঙ্গবৈষম্যের বিরোধিতায় এই বিশেষ লোগোকে হাতিয়ার করে পরিবর্তনের পথ দেখালেন, কলকাতার পড়ুয়া শোভন মুখোপাধ্যায়। এই লোগোতে স্ত্রী-পুরুষ-তৃতীয় লিঙ্গ, কাউকেই আলাদাভাবে দেখানো হবে না। একটি বৃত্তের মধ্যেই থাকবে ওই তিন জনের আদল। আমরা সবাই সমান। এটা বোঝাতেই এই উদ্যোগ।

● **অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'আধার' :**

শুধু ব্যাঙ্ক বা মোবাইল নয়, এবার অক্সফোর্ড ডিকশনারির সঙ্গেও 'লিঙ্ক' হয়ে গেল আধার। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ডের বিচারে 'আধার' শব্দটি হিন্দি ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার, ২০১৭ হয়েছে। যার সুবাদেই এবার থেকে অক্সফোর্ডের ডিকশনারিতে দেখা মিলবে আধারের। গত ২৭ জানুয়ারি জয়পুর সাহিত্য উৎসবে এই ঘোষণা করা হয়। জনপ্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের মনে ছাপ ফেলার নিরিখে প্রতি বছরই কোনও না কোনও নতুন শব্দকে বেছে নেয় অক্সফোর্ড ডিকশনারি। এমন কোনও শব্দ যা সবচেয়ে বেশি চর্চিত, তাকেই ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার করা হয়। ২০১৭ সালে যে ক'টি শব্দ নিয়ে আমজনতা সবচেয়ে বেশি মশগুল হয়েছিল, সবগুলিই অক্সফোর্ডের বিবেচনাধীন ছিল। কোন শব্দটিকে এই ডিকশনারিতে সংযোজন করা হবে তা নিয়ে জয়পুর সাহিত্য উৎসবে একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন করে অক্সফোর্ড। ভারতের সাহিত্য বিশারদ কৃতিকা আগরওয়াল, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস এডিটরিয়াল ম্যানেজার মল্লিকা ঘোষ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুনম নিগম ছিলেন সেই কমিটিতে। তারাই বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেন।

● **আবু ধাবিতে প্রথম মন্দির শিলান্যাস করলেন মোদী :**

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানীতে এই প্রথম তৈরি হতে যাচ্ছে কোনও হিন্দু মন্দির। মন্দির বানাচ্ছে গুজরাতের একটি প্রতিষ্ঠান। আবু ধাবিতে সেই মন্দিরের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার তিন দেশের সফরে গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ১১ জানুয়ারি সকালে দুবাইয়ের অপেরা হাউস থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্দিরের শিলান্যাস করেন তিনি। মন্দির তৈরির মূল দায়িত্বে থাকবেন ভারতীয় শিল্পীরা। ২০২০ সালের মধ্যে এটি তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করে হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এখনও পর্যন্ত একটিমাত্র হিন্দু মন্দির রয়েছে। সেটি দুবাইয়ে। ২০১৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে যান মোদী। তারপরই সেদেশের সরকার ঘোষণা করে, তারা হিন্দু মন্দির গড়ার জন্য ৫৫ হাজার বর্গমিটার জমি বরাদ্দ করছে আবু ধাবির আল ওয়াথবা-য়। এই মুহূর্তে সেদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছেন, যা সেখানকার জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও বেশি। এঁদের একটা বড়ো অংশ হিন্দু।

● **১০ দেশের ২৭ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর লেখা :**

আসিয়ান দেশগুলির মোট ২৭-টি সংবাদপত্রে গত ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা নিবন্ধ। ৬৯-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ১০-টি আসিয়ান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আসেন ভারতে। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারা। আর সেই সকালেই ২৭-টি সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা। ১০-টি ভাষার সংবাদপত্রে এদিন প্রকাশিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর লেখা।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনে একসঙ্গে ১০-টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে বেনজির এবং ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন মোদী। ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মোট ১৯০ কোটি মানুষের জন্য ভারত-আসিয়ান সহযোগিতা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, লিখেছেন মোদী। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের 'লুক ইস্ট' বা 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির কথা আসিয়ান দেশগুলির মানুষকে মনে করিয়ে দিতে মোদী আরও লিখেছেন, সূর্যোদয় দেখার জন্য চিরকালই ভারতীয়রা পূর্ব দিকে তাকাতে অভ্যস্ত। আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় করার উপর জোর দিয়েছে ভারত। ১০-টি দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধটিতে এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবেই যে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিবিড়, সেকথা মোদী উল্লেখ করেছেন। ভারতের সঙ্গে যে আসিয়ান দেশগুলির তেমন কোনও সংঘাত নেই, মোদীর নিবন্ধে সেকথাও স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে।

● **কোটিপতিদের গ্রাম :**

গ্রামের নাম বোমজা। অরুণাচলপ্রদেশ ও ভুটান সীমান্তের কাছে প্রত্যন্ত গ্রাম। এহেন গ্রামের কদর গত ৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকেই বেড়ে গিয়েছে কয়েকশো গুণ। বোমজা এই মুহূর্তে ভারতের ধনীতম গ্রাম। দিল্লির কাছে, সোনপতের রাধাধনা গ্রামও 'কোটিপতিদের গ্রাম' বলে খ্যাত। কিন্তু সেখানেও ধনীদের পাশাপাশি রয়েছেন গ্রামে দু'শো ভূমিহীন দলিত পরিবার। বোমজায় বৈষম্য নেই। এখানে ১০০ শতাংশ পরিবারই কোটিপতি। সৌজন্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী। অরুণাচলের একদিকে চিন, অন্যদিকে ভুটান। মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জেলা তাওয়াং। চিন সীমান্তের কাছে তাওয়াংয়ে সেনা ঘাঁটি মজবুত করা সেনাবাহিনীর অনেক দিনের পরিকল্পনা। 'তাওয়াং গ্যারিসন' তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই জমি চাইছিল সেনাবাহিনী। তাওয়াং চু নদীর পাশে, ভুটান সীমান্তের দিক থেকে তৃতীয় গ্রাম বোমজার বাসিন্দারা এর জন্য অবশেষে জমি দিতে রাজি হলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তথা তাওয়াংয়ের ভূমিপুত্র পেমা খাণ্ডু নিজের কেন্দ্র মুক্তোয় বোমজা গ্রামে ৩১-টি পরিবারের হাতে মোট ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০০ টাকার চেক তুলে দেন। তার মধ্যে গ্রামের ২৯-টি পরিবার সমান হারে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩ হাজার ৮১৩ টাকার চেক পেলেন। একটি পরিবার পেয়েছেন ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৮৬ টাকা। সবচেয়ে বেশি জমির মালিক পেয়েছেন ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯২৫ টাকা।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

এক নজরে অর্থনৈতিক সমীক্ষা

পরিষেবা : ভারতের মোট যুক্তমূল্য বা Gross Value Added (GVA = GDP + ভরতুকি – প্রত্যক্ষ/বিক্রয় কর)-তে পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশভাক ৫৫.২ শতাংশ। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে GVA বৃদ্ধিতে ৭২.৫ শতাংশ অবদানের দৌলতে এবছরও এই ক্ষেত্র অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, মোটের ওপর ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে পরিষেবা ক্ষেত্রে ৮.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটবে। পরিষেবা রপ্তানির নিরিখে ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে বৃদ্ধি হয় ১৬.২ শতাংশ হারে। পরিষেবার বিভিন্ন উপ-ক্ষেত্রের ফলাফল ও সাম্প্রতিককালে এই ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সরকার প্রণীত কয়েকটি নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পর্যটন : ভারতের পর্যটন শিল্পের পরিস্থিতি ইতিবাচক। ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আগমন বা Foreign Tourist Arrivals (FTAs) ৯.৭ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ৮৮ লক্ষে আর বিদেশি মুদ্রায় আয় বা Foreign Exchange Earnings (FEEs) ৮.৮ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ২২৯০ কোটি মার্কিন ডলারে। ২০১৬-র তুলনায় ২০১৭ সালে বিদেশি পর্যটকদের আগমন ১৫.৬ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২ লক্ষে আর বিদেশি মুদ্রায় আয় ২০.৮ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৭০ কোটি মার্কিন ডলারে। দেশীয় পর্যটকদের সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ১৪৩ কোটি ২০ লক্ষ; ২০১৬-তে তা ১২.৭ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬১ কোটি ৪০ লক্ষে। ২০১৬ সালে পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পাঁচ রাজ্য ছিল তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক।

IT-BPM : NASSCOM-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-'১৬ সালে ভারতের Information Technology—Business Process Management (IT-BPM) ক্ষেত্রে ই-কমার্স ও হার্ডওয়্যার ব্যতিরেকে ব্যবসার অঙ্কটা ছিল ১২,৯৪০ কোটি মার্কিন ডলার; ২০১৬-'১৭ সালে ৮.১ শতাংশ হারে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩,৯৯০ কোটি মার্কিন ডলারে। এই একই সময়কালে এক্ষেত্রে রপ্তানি ১১,৬১০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ৭.৬ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ১০,৭৮০ কোটি মার্কিন ডলারে। ২০১৬-'১৭ সালে ১৯.১ শতাংশ বৃদ্ধির দৌলতে ই-কমার্স বাজারে ব্যবসার পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ কোটি মার্কিন ডলার।

রিয়েল এস্টেট : ভারতের রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে উন্নতির আভাস স্পষ্ট। ২০১৭ সালে প্রথমার্ধে ২৫.৭ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে এই ক্ষেত্রে; অর্থাৎ ২০১৬-তে সারা বছরে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি হয়েছিল, তার দ্বিগুণ।

গবেষণা ও বিকাশ : গবেষণা ও বিকাশ-সহ পেশাদার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ২০১৪-'১৫ ও ২০১৬-'১৭ সালে যথাক্রমে বৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৫ ও ৪১.১ শতাংশ হারে। ভারত-ভিত্তিক গবেষণা ও বিকাশ পরিষেবা সংস্থাগুলি, যারা বিশ্ব বাজারের ২২ শতাংশের অধিকারী, তাদের ক্ষেত্রে বিকাশ হয়েছে ১২.৭ শতাংশ হারে। গবেষণা ও বিকাশ ক্ষেত্রের জন্য ভারতের মোট ব্যয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক শতাংশ। আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ১২৭-টি দেশের মধ্যে ২০১৬ সালে ভারত ছিল ৬৬-তম স্থানে, ২০১৭-তে খানিকটা এগিয়ে দেশ পৌঁছায় ৬০-এ।

মহাকাশ : ২০১৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত উপগ্রহ বহনকারী রকেট 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' (পিএসএলভি)-র মাধ্যমে ২৫৪-টি উপগ্রহ (স্যাটেলাইট)-র সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয়েছে। বিদেশি উপগ্রহের জন্য উৎক্ষেপণ পরিষেবা দিয়ে ২০১৪-'১৫ সালে আয় হয়েছিল ১৪৯ কোটি টাকা; পরবর্তীতে পরিষেবা রপ্তানিতে আয় বৃদ্ধি হয়েছে লক্ষণীয় গতিতে—২০১৫-'১৬ ও ২০১৬-'১৭ সালে এই অঙ্কটি বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯৪ কোটি ও ২৭৫ কোটি টাকায়। উপগ্রহ উৎক্ষেপণ পরিষেবার আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অংশভাক ২০১৪-'১৫ সালে ছিল ০.৩ শতাংশ; ২০১৫-'১৬ সালে সেই রাজস্ব বেড়ে হয় ১.১ শতাংশ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বাণিজ্যিক শাখা 'অন্তরীক্ষ'-এর দৌলতে বিশ্ববাজারে PSLV, GSLV ও GSLVMk-III-এর মাধ্যমে Low Earth Orbit (LEO) উপগ্রহ উৎক্ষেপণ পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতের পসার বাড়ছে।❑

শিশুকন্যাদের জন্য প্রকল্প সঠিক দিশায় পদক্ষেপ : অর্থনৈতিক সমীক্ষা

গত ২৯ জানুয়ারি সংসদে উত্থাপিত গোলাপি রঙের মলাটে মোড়া অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৭-'১৮)-য় লিঙ্গ সমতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের তুলনায় লিঙ্গ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের নিরিখে ভারতের অবস্থানও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সমীক্ষায় খেয়াল রাখা হয়েছে যে, লিঙ্গ সমতা প্রকৃত অর্থে একটি বহুমাত্রিক বিষয়। সেই জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে তিন রকমের মাপকাঠিতে—১। Agency (প্রজনন, নিজের জন্য ব্যয়, সংসারের জন্য ব্যয় এবং তাদের আসা-যাওয়া/চলাফেরা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা); ২। Attitude (মহিলাদের ওপর হিংসার ক্ষেত্রে মনোভাব এবং ছেলের তুলনায় মেয়ের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা); ৩। Outcome (কনিষ্ঠতম সন্তানের লিঙ্গের ভিত্তিতে 'ছেলের জন্য আকাঙ্ক্ষা' পরিমাপ, নারীর কর্মসংস্থান, গর্ভনিরোধক বাছাই ও ব্যবহার, শিক্ষার স্তর, বিয়ের সময় বয়স, প্রথম সন্তান প্রসবের সময় বয়স এবং মহিলাদের প্রতি শারীরিক যৌন হিংসা)। এরই ভিত্তিতে সমাজে নারীর অবস্থান, ভূমিকা ও ক্ষমতায়ন খতিয়ে দেখা হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৭-'১৮)-এ একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, ছেলের জন্য প্রত্যাশা ও কন্যাসন্তানের প্রতি বৈষম্য চলে আসছে যুগযুগান্ত ধরে। আর সেই কারণেই, সকলকে শামিল না করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা দুঃসাধ্য।

পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা এমন এক সামাজিক প্রবণতা যা উন্নয়নের হাত ধরে বদলায়নি, সর্বাগ্রে সেই বাস্তব সত্য অকপটে স্বীকার করে নিতে হবে—সমীক্ষায় এমনই সুপারিশ করা হয়েছে। লিঙ্গ অনুপাতে পুরুষদের সংখ্যাগত আধিপত্য থেকে মেয়েদের "হারিয়ে যাওয়া"-র প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সন্তানধারণের প্রবণতার দিকে নজর দিলে কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কনিষ্ঠতম সন্তানের লিঙ্গ বিচার করলে এখানেও ছেলেদের জন্য চাহিদার আধিক্য চোখে পড়ার মতো এবং সমীক্ষা বলছে যে, এর জেরে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষের মতো "অবাঞ্ছিত" কন্যাসন্তান (যারা সেই কাঙ্ক্ষিত পুত্রসন্তানের আগে জন্মেছিল) জন্ম নিয়েছে দেশে। সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান দূরস্থ। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' ও 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা'-র মতো প্রকল্পের সূচনা এবং বাধ্যতামূলক মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার সঠিক দিশাতেই পদক্ষেপ করছে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে।

সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী 'ব্যবসা সহায়ক পরিমণ্ডল'-এর নিরিখে এগিয়ে যেতে ভারত যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ, ঠিক সেই ভাবেই লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে দেশকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।❑

‘অ্যাডভান্টেজ অসম’ : বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৮

গত ৩-৪ ফেব্রুয়ারি অসম রাজ্যের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন, “Advantage Assam : India’s expressway to ASEAN” আয়োজিত হয় গুয়াহাটিতে। উদ্দেশ্য অসমের অবস্থানগত সুবিধা লগ্নিকারীদের কাছে তুলে ধরা; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উঠতি অর্থনীতিগুলির বাজার ধরা। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করার দিক থেকে এ রাজ্য অবস্থানগতভাবে চরম সুযোগ সুবিধাজনক জায়গায় তো রয়েইছে; পাশাপাশি রপ্তানির সুবিধার অন্যান্য মাপকাঠিতেও অসম এগিয়ে।

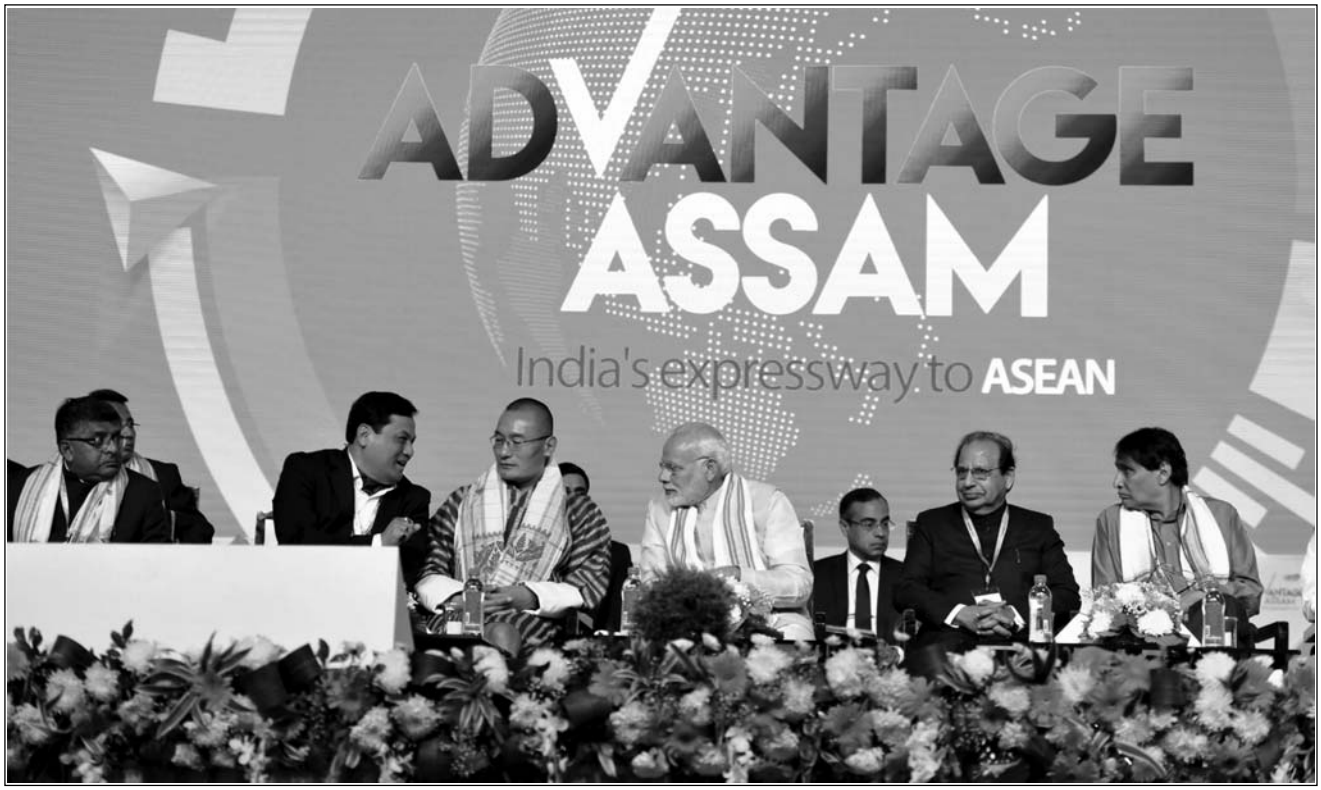

‘অ্যাডভান্টেজ অসম’-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জানান, কেন্দ্রের ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতির প্রাণকেন্দ্র অসম। ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতির মূল মন্ত্র আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে এদেশের মানুষের পারস্পরিক সংযোগ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক-সহ সব ধরনের যোগাযোগ বৃদ্ধি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত ও সার্বিক বিকাশ দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে বলে তিনি জোর দিয়ে বলেন। আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির লক্ষ্য এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন। এই প্রসঙ্গে সকলের জন্য সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা করার কথা তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ আরও একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন : উজালা যোজনার মাধ্যমে এলইডি বাল্ব বণ্টনের ফলে সাধারণ মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিলের অঙ্কটা কমেছে অনেকখানি। জাতীয় বাঁশ মিশনের সংস্কার, যা কি না উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, সে প্রসঙ্গও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে।

বিদেশি বিনিয়োগ টানতে এই বাণিজ্য সম্মেলন বাস্তবে অসম সরকারের এই দিশায় বৃহত্তম পদক্ষেপ। সম্মেলন চলাকালীন দু’ দিনে স্বাক্ষরিত হয় মোট ২০০-টি সমঝোতাপত্র (MoU), প্রস্তাবিত লগ্নির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল শিল্পমহলকে সরকারের বিশ্বস্ত, অঙ্গীকারবদ্ধ ও সৎ সহযোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। অসমের সর্বপ্রথম বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন “অ্যাডভান্টেজ অসম”-এর বিপুল সাফল্যের জন্য রাজ্যের আপামর জনগণ-সহ সকল সহযোগীকেই কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী।❑

অ্যাকাডেমিকের হাত ধরেই হোক তোমার স্বপ্নপূরণ

সাফল্যের জন্য দরকার পজিটিভ অ্যাটিটিউড

সর্বদা পজিটিভ চিন্তাভাবনা রাখতে হবে। একটা ন্যানো সেকেন্ডও ভাবা যাবে না যে আমি পারব না। লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব নিয়ে আসতে হবে। দুর্বলতার জায়গাগুলি ইমপ্রুভ করতে হবে। আমার এই সাফল্যের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর অবদান অনস্বীকার্য। শুধু কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পথে চলার ফসল আমার সাফল্য।

Sk. Wasim Reja, WBCS Executive -2016

Read to Learn, Not to Pass Time

একটি ছোট্ট পদক্ষেপে হাজার মাইলের যাত্রা শুরু হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের শুধু সেই ছোট পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে না, বরং তোমার সম্পূর্ণ যাত্রাপথকে সুগম করে দেবে। এই বারই শেষ বার ধরে নিয়ে প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পড়াশুনাকে ভালোবাসতে পারলে সাফল্য আসবেই।

Md. Warshid Khan, CTO (Gr. A), WBCS - 2016

থাকতে হবে বীর যোদ্ধার মানসিকতা

আমি মনে করি যে কোন গ্র্যাজুয়েট ছেলে বা মেয়ে ডব্লুবিসিএস পেতে পারে। সিলেবাস দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে, বীরের মত যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকলেই ডব্লুবিসিএস জলভাত। আমি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Arijit Dwari, ADSR (Gr. A), WBCS-2016

পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এক চান্সেই সাফল্য এনে দিতে পারে

Hard Work এবং Dedication থাকলে বারবার নয়, একবারেই সাফল্য পাওয়া যায়। ডব্লুবিসিএস গ্রুপ-এ তে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে মক ইন্টারভিউ দিয়ে আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়াতে পেরেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ এই ইন্সটিটিউট কে।

Sangita Banerjee, Food & Supplies (Gr. A), WBCS-2016

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মক ইন্টারভিউ এর কোনো বিকল্প নেই

আশাবাদ, প্যাশন, আত্মবিশ্বাস এবং পরিশ্রম হল সাফল্যের পূর্ণ শর্ত। তীব্র ইচ্ছা শক্তি থাকাটাও জরুরী। ডব্লুবিসিএস একরকম ধৈর্যের পরীক্ষা, আর এই সাফল্য পেতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর মক ইন্টারভিউ এর কোনো বিকল্প নেই।

Suman Maity, Executive, WBCS-2016

বেস্ট গাইডেন্সের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়

শিক্ষকতার পাশাপাশি ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক নাগাড়ে প্র্যাকটিস করে গিয়েছি। প্রিলি, মেন এবং ইন্টারভিউ - সব ক্ষেত্রেই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের স্ট্র্যাটেজি অনবদ্য, যা আমাকে বার বার ডব্লুবিসিএস -এ সাফল্য এনে দিয়েছে। লক্ষ্য স্থির রেখে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রস্তুতি নিলে ডব্লুবিসিএস-এ সাফল্য আসবেই। ডব্লুবিসিএস পরিশ্রমীদের হতাশ করে না।

রাজুসোনা সাঁপুই, ADSR (Gr. A), WBCS - 2016

সামিম সরকারের **ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার**

●কেরিয়ার হিসাবে WBCS ●WBCS এর সাত সতেরো ●কেরিয়ার কাউন্সেলিং ●কাদের জন্য নয় WBCS ●প্রস্তুতির গোড়ার কথা ●প্রাক্ প্রস্তুতি উদ্যোগ ●সাফল্যের রোডম্যাপ ●কেন প্রিলিম ? ● বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগত প্রশ্নের পরিসংখ্যান ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণ ●বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোক পাত ●প্রিলিম পাশের কেমিস্ট্রি ●নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ●উত্তরপত্র পূরণের টিপস ● কাট অফ ও টার্গেট স্কোর ● অপশনাল চয়নের কাউন্সেলিং ● অপশনাল বিষয়গুলির ভালো-মন্দ দিক ● কোয়ালিটি উত্তর লেখার কৌশল এবং আরো অনেক কিছু।

(8599955633 / 9038786000

Practice Set for WBCS Mains-2018

Academic
TEST SERIES FOR MAINS

- Practice Set with Answer & Explanation
- Trend Analysis of Previous Yrs Qns
- Model Set on English & Bengali with Answer
- Suggestive MCQ on S&T and EVS
- CA Update for Mains-2018
- 700+ Current Affairs MCQ
- Strategy for Success by WBCS Toppers

To be published on : 6th April 2018
✆ 8599955633, 9038786000

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন
H.O : 53/6 College Street (College Square)
Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
(9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

March, 2018
R.N.I. No. 19740/69

Now Available

Ek Bharat Shreshtha Bharat

INDIA 2018

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।